মালয়শিয়ার রাজনীতিতে মাহাথীর মহম্মদ এর ভূমিকাঃ একটি ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক পর্যালোচনা

A Dissertation Submitted in Partial Fulfilment of the requirement for the Degree of Master of Philosophy (Arts) in

International Relations

Jadavpur University

Kol-700032

Submitted By

Situ Saikh

Examination Roll No. : MPIN194002

Reg.No. : 120698 of 2012-2013

Under the Supervision of

Dr. Imankalyan Lahiri

2019

I N D I A

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা-৭০০০৩২, ভারত

JADAVPUR UNIVERSITY
KOLKATA-700 032, INDIA

DEPARTMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS

Certified that the thesis entitled "মালয়শিয়ার রাজনীতিতে মাহাথীর মহম্মদ এর ভূমিকাঃ একটি ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক পর্যালোচনা" submitted by me towards the partial fulfilment of the degree of Master of Philosophy (Arts) in International Relations of Jadavpur University, is based upon my own original work and there is no plagiarism. This is also to certify that the work has not been submitted by me for the award of any other degree/diploma of the same Institution where the work is carried out, or to any other Institution. A paper out of this dissertation has also been presented by me at a seminar/conference at Jadavpur University thereby fulfilling the criteria for submission as per the M.Phil. Regulation (2017) of Jadavpur University.

Situ Saikh
07.05.2019

NAME- SITU SAIKH
Class Roll No.- 001700703002
Examination Roll No.: MPIN194002
Registration No. 120698 of 2012-2013

On the basis of academic merit and satisfying all the criteria as declared above, the dissertation work of SITU SAIKH entitled "মালয়শিয়ার রাজনীতিতে মাহাথীর মহম্মদ এর ভূমিকাঃ একটি ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক পর্যালোচনা" is now ready for submission towards the partial fulfilment of the Degree of Master of Philosophy (Arts in International Relations of Jadavpur University.

Head Department of International Relations	Supervisor & Convener of RAC	Member of RAC
HEAD Dept. of International Relations Jadavpur University	Associate Professor Department of International Relations Jadavpur University Kolkata – 700 032	PROFESSOR Department of International Relations Jadavpur University Kolkata – 700 032

ফোন ঃ ২৪১৪-৬৩৪৪
ফ্যাক্স ঃ ২৪১৪-৬৩৪৪
Website : http://webmail.jdvu.ac.in
Telephone : 2414-6344
Fax : 2414-6344

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই গবেষণা কার্যটি পরিপূর্ণ করার ক্ষেত্রে আমাকে যারা সাহায্য করেছে তাদের মধ্যে প্রথমেই যে নামটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য তিনি হলেন আমার অধীক্ষক (Supervisor) ও গবেষণার পথপ্রদর্শক ডঃ ইমন কল্যাণ লাহিড়ী । যার সাহায্য ছাড়া আমার এই গবেষণাটি সম্পন্ন সাধন করা কখনোই সম্ভব হতো না। যিনি অনেক ব্যস্ততার মধ্যদিয়েও আমাকে ধৈর্য ও যত্নসহকারে গবেষণার প্রতিটি পর্যায়ে দ্রুত সহায়তা করেছেন, তার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা চিরজীবী হয়ে থাকবে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সকল সদস্য, বিভাগীয় গ্রন্থাগার ও সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, তারকনাথ সেন্টার এর সকল কর্মচারী বৃন্দকে জানাই ধন্যবাদ ,যারা আমাকে এই গবেষণা কাজে তথ্য প্রদানে সহায়তা করেছে।

গবেষণার কাজে আলোচনা-সমালোচনা, তর্কে-বিতর্কে ও নানা রকম উৎসের সন্ধানে আমার সহপাঠী ও বন্ধুগণকে, যারা অতি সক্রিয়ভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তাদের প্রতি আমি অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি ।

অবশেষে পরিবারের সকলে, বিশেষত মা-বাবার অভাবনীয় ভালোবাসা, বন্ধুসুলভ দাদা রফিকুল সেখ, ডাবলু সেখ ও দিদি মিনা পারভিন যারা আমাকে প্রতিনিয়ত মানসিকভাবে শক্তির জোগান দিয়েছে তাদের প্রতিও আমি চিরকৃতজ্ঞ। আমার পছন্দকে তারা সবসময় প্রাধান্য দিয়েছে এবং তাদের ত্যাগ স্বীকারের কাছে কোন প্রকার আনুষ্ঠানিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার কখনোই যথেষ্ট হবে না, তাই এই প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকলাম।

কলকাতা সিটু সেখ

৭ মে, ২০১৯

মালয়শিয়ার রাজনীতিতে মাহাথীর মহম্মদ এর ভূমিকাঃ একটি ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক পর্যালোচনা

(THE ROLE OF MAHATHIR MOHAMMAD IN MALAYSIAN POLITICS: A HISTORICAL AND POLITICAL ANALYSIS)

MALAYSIA

সূচিপত্র

○ কৃতজ্ঞতা স্বীকার — পৃষ্ঠা

- প্রথম অধ্যায় — ১-৭

  ভুমিকাঃ গবেষণার বিষয়বস্তু ও অবলম্বিত পদ্ধতি

- দ্বিতীয় অধ্যায় — ৮-১৮

  মালয়শিয়ার বিদেশনীতির উদ্ভব ও প্রেক্ষাপট

- তৃতীয় অধ্যায় — ১৯-৫৭

  মাহাথীর বিন মহম্মদ ও মালয়শিয়ার বিদেশনীতি ১৯৮১ - ২০০৩ খ্রিঃ

- চতুর্থ অধ্যায় — ৫৮-৭৮

  ২০০৩ খ্রিঃ পরবর্তী সময়ে মালয়শিয়ার বিদেশনীতি ও 'মাহাথীর বিন মহম্মদ' এর পুনরুত্থান (২০১৮ খ্রিঃ)

- পঞ্চম অধ্যায় — ৭৯-১০৩

  মাহাথীর বিন মহাম্মাদের দুই সময়কালের (১৯৮১-২০০৩ খ্রিঃ ও ২০১৮ খ্রিঃ- বর্তমান) তুলনামূলক আলোচনা ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট

- ষষ্ঠ অধ্যায় — ১০৪-১১৭

  উপসংহার

○ উৎসস্বীকার — ১১৮-১২৩

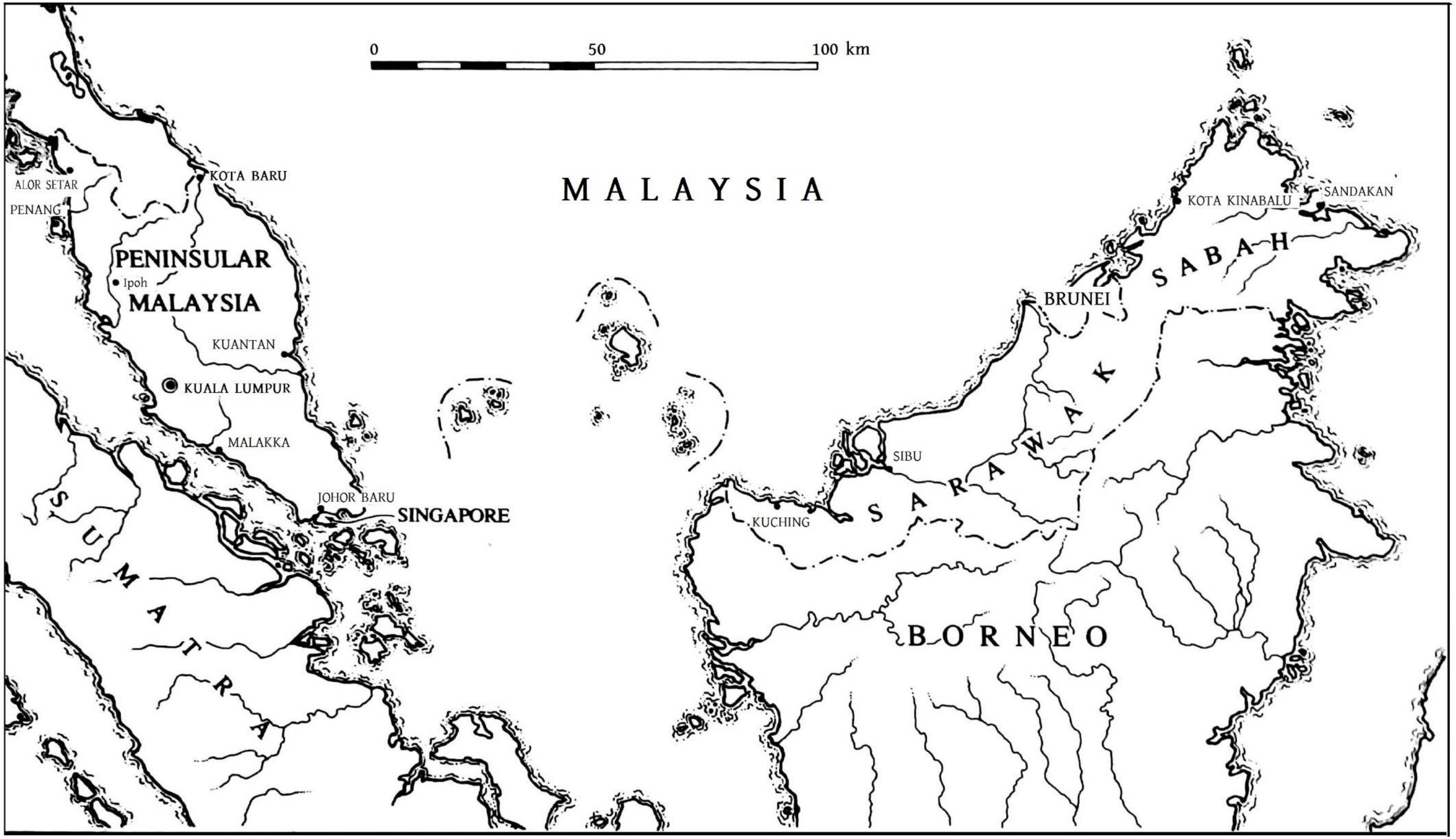
0
50
100 km
MALAYSIA
ALOR SETAR
PENANG
KOTA BARU
PENINSULAR
MALAYSIA
Ipoh
KUANTAN
KUALA LUMPUR
MALAKKA
JOHOR BARU
SINGAPORE
SUMATRA
KOTA KINABALU
SANDAKAN
SABAH
BRUNEI
SARAWAK
SIBU
KUCHING
BORNEO

প্রথম অধ্যায়

ভুমিকাঃ গবেষণার বিষয়বস্তু ও অবলম্বিত পদ্ধতি

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আবির্ভাব আমরা বিশ্ব মানচিত্রে প্রায় সভ্যতা লগ্নের আদিকাল থেকেই পরিলক্ষিত করে আসছি, আর এই দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার প্রান বিন্দু হিসাবে মালায়শিয়া বিরাজ করে আছে। এটি বাণিজ্যিক ভাবেও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলির সাথে বিভিন্ন বহিঃবিশ্বের দেশগুলির তথা ইউরোপ ,চীনের ও মধ্য-পূর্ব এশিয়ায় মেল্বন্ধন ঘটিয়েছে বললেও ভুল হবেনা। এই অঞ্চলের আবহাওয়া ও জলজ পথের বাহুল্লতা বার বারই আকৃষ্ট করেছে বিভিন্ন দেশের বৈদেশিক সম্পর্ককে, এমনকি অতীতে এই দেশটিকে পরাধীন থাকতেও হয়নি কম। সময়ের সাথে সাথে ক্ষমতার পালাবদল ঘটেছে মাত্র , বৈদেশিক শাসনের অবসান ঘটেনি বিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ের আগে পর্যন্ত।

কালের নিয়ম মেনে ক্রমান্বয়ে পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ব্রিটিশ এবং পরোক্ষভাবে জাপানী শাসনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হতে হয়েছে মালয়েশিয়াকে । অবশেষে ইতিহাসের পালাবদল ঘটে ৩১ শে আগস্ট ১৯৫৭ সালে এবং মালয়েশিয়ায় একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তুন আব্দুল রহমান ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তিনি প্রাথমিকভাবে মালয়শিয়াকে একত্রীকরণের প্রচেষ্টা চালান সাবাহ, সারাওক ও সিঙ্গাপুরকে একটি চুক্তির মধ্যে আনায়নের দ্বারা। যেটি একটি পরিপূর্ণ মালয়েশিয়ার জন্ম দেয়। তার পরবর্তী সময়ে আব্দুল রাজ্জাক দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় এলে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে 'ব্যারিসান ন্যাশনাল' বা 'জাতীয় মুখ্যজোট' নামে একটি দল গঠন করেন সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে। মালয়শিয়ার সমাজে তিনি 'উন্নতির পিতা' নামে পরিচিতি লাভ করেন। তৃতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে হোসেন অন মালয়েশিয়ার রাজনীতিতে আগমন করেন ১৯৭৬ এর দশকে। তিনি তার পূর্বসূরিদের প্রদত্ত নীতিগুলিকেই অনুসরণ করে তার বিদেশনীতি পরিচালনা করেছিলেন। তবে প্রচলিত নিয়ম ও বিধির ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় যখন মাহাথীর বিন মহাম্মদ ১৯৮১ সালের ১৬ ই জুলাই চতুর্থ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মালয়শিয়ার দায়িত্ব গ্রহণ

করেন। তিনি মূলত তার পূর্বসূরিদের অনুসরণ এর ব্যাপারে হেয়ালিপনারই প্রকাশ করেছিলেন। তিনি মালয়শিয়াকে বিশ্বের উন্নত দেশগুলির সাথে একই সারিতে আনয়নের জন্য অনেকাংশেই পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মাহাথির তার ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনা কেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এই বিষয়ে সমালোচকেরা পররাষ্ট্রনীতির নীতি নির্ধারকগনকে মাহাথিরের সাজানো পুতুল বলে অভিহিত করেছেন। অতএব আমার এই গবেষণায়, মাহাথীরের আগমন মালয়েশিয়ার রাজনীতিতে কতখানি প্রভাবফেলে সেই বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্বে তিনি ২২ বছরেরও বেশি সময় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং অতি সম্প্রতি ২০১৮ সালের ১০ই মে তিনি পুনঃরায় মালয়েশিয়ার 'সপ্তম' প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হন। এই সমস্ত বিষয়াদির উপর একটি সামগ্রিক আলোচনার প্রচেষ্টা করা হয়েছে এই গবেষণায়। একই সাথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাসে মালয়েশিয়ার আবির্ভাবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসকেও উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কেননা ইতিহাস ব্যতীত কোনো আলোচনা পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না। অতএব আমার ধারণা এই সমস্ত আলোচনার পেক্ষাপটে মালয়শিয়ার ইতিহাসে আসলে মাহাথিরের ভূমিকা কি তার একটি ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক পর্যালোচনা করা সম্ভবপর হবে। যদিও বর্তমান সময়ে তার দ্বিতীয় পর্বের প্রধানমন্ত্রীত্ব ১ বছর পরিপূর্ণতা পেয়েছে মাত্র, তবে এই সময়ের মধ্যেই তার প্রদেয় বিভিন্ন সাক্ষাৎকার এবং বক্তব্যের মাধ্যমে বর্তমানে তিনি কোন আদর্শে বিরাজমান, তা সহজেই অনুধাবন করা সম্ভব হয়েছে বলে আমার ধারণা। তবে ভবিষ্যতের দিনগুলিই বিশ্বের এই প্রবীণতম প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন করবে।

সাধারণত কোন একটি গবেষণাকে সূচনা করার জন্য মূলত প্রাথমিক পর্বে একটি 'উপাত্ত' বা 'অনুমান' কিংবা একটি 'গবেষণা প্রশ্নের' প্রয়োজন পড়ে, আর এক্ষেত্রে আমি মালয়েশিয়ার রাজনীতিতে মাহাথীর মহাম্মদ'র ভূমিকার রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে 'গবেষণা প্রশ্নকেই' বেছে নিয়েছি। আমার এই আলোচনার প্রধান 'জিজ্ঞাসা' হল বা 'গবেষণা প্রশ্ন' হল, কিভাবে মাহাথীর বিন মহাম্মদ বহুজাতিক মালয় সমাজে তার পররাষ্ট্রনীতির সঠিক পরিচালনার মাধ্যমে মালয়েশিয়াকে একটি শক্তিশালী উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রচেষ্টা করেছেন; এবং কোন কোন ইতিহাসের সমসাময়িক ঘটনা তাকে ২০১৮ সালের ১৪ তম 'জাতীয় সাধারণ নির্বাচনে' পুনরায় ক্ষমতা লাভে সাহায্য করেছিল। এই সমস্ত জিজ্ঞাসা গুলিকে সামনে রেখেই আলোচনাকে প্রসারিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

- সাহিত্য পর্যালোচনা

মাহাথীর বিন মহাম্মদ'র 'রাজনৈতিক' জীবন কেন্দ্রিক এবং মালয়েশিয়ার সামাজিক,রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক আলোচনা সম্পর্কে কয়েকটি গ্রন্থ ও প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা করা হল-

ডঃ ইমন কল্যাণ লাহিড়ীর "Malaysia's Foreign Policy Under Mahathir Mohammad" নামক গ্রন্থে তিনি মাহাথীর মহাম্মদের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থটির পর্যালোচনার মাধ্যমে আমি যে বিষয়গুলি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করি তা হল, মালয়েশিয়ার বিদেশনীতির উদ্ভবের ইতিহাস সম্পর্কে একটি পরিপূর্ণ ধারণা। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের মূলত মাহাথীর মহাম্মদের ১৯৮১ সালে ক্ষমতায় আগমনের পরবর্তী সময়ের মধ্যে গৃহীত বৈদেশিকনীতি গুলির উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই গ্রন্থে লেখক মাহাথীরের বিদেশনীতির বিভিন্ন বিষয়গুলির উপর বিশেষ নজর জ্ঞাপন করেন, যেমন ইসলামের অবদান, জাপানি ব্যক্তিবর্গের প্রতি মাহাথীরের দুর্বলতা, পশ্চিম'র উপর পরোক্ষ প্রভাব প্রভৃতি বিষয়ে খুবই স্পষ্ট আলোচনা করেছেন। ডঃ লাহিড়ী তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন মাহাথীরের ঠান্ডা যুদ্ধ অবসানের পরবর্তীতে গৃহীত বিদেশনীতি সমূহ, যেটি সত্যিই প্রশংসনীয়। তবে এই সমস্ত দিকগুলি উল্লেখ থাকা সত্বেও মাহাথীরের পরবর্তী সময়ের যে সমস্ত প্রধানমন্ত্রিদের আগমন ঘটেছিল সে বিষয়ে কোন বিশদ আলোচনা এখানে পরিলক্ষিত হয়নি। মাহাথীর বিন মহাম্মদ পরিচালিত নীতিসমূহের সাথে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীদের কোন সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য আছে কিনা এ ব্যাপারেও তিনি অনীহা প্রকাশ করেছেন। তবে বইটি যে মাহাথীরের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে সত্যিই প্রস্ফুটিত করেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

"Malaysian Politics Under Mahathir" by R.S Milne & Diane K. Mauzy, Routledge, London,1999. এটি হল একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ যেটি মালয়শিয়ার রাজনীতিতে মাহাথীর মহাম্মদের অবদান সম্পর্কে খুবই চমকপ্রদ ধারণা প্রদান করেছে। এই গ্রন্থে মাহাথীর মহাম্মদের রাজনীতিতে আগমনের ইতিহাস সম্পর্কে খুবই স্পষ্ট আলোচনা করা হয়েছ। এই গ্রন্থটির পর্যালোচনার মাধ্যমে ১৯৬৯ সালে মালয়শিয়ায় যে বিশাল সংঘর্ষ পরিলক্ষিত হয়েছিল যেটি একটি জরুরি অবস্থার মতো বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল

সেটির একটি ধারণা আমি পেয়েছি। একই সাথে এই ঘটনাটি মাহাথীরকে কিভাবে পরবর্তীতে ক্ষমতায় আসার রাস্তা প্রশস্ত করেছিল তারাও একটি আলোচনা বিদ্যমান আছে। 'এশিয়ার অর্থনৈতিক সংকটে' মাহাথীর কি কি নীতি গ্রহণ করেছিলেন, এই বিষয়ে এই গ্রন্থটির অবদান অস্বীকার করা যায় না। 'ইসলাম' সম্পর্কে মাহাথীর মহাম্মদ মূলত কেমন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন এবং তিনি তার রাষ্ট্রপরিচালনায় 'ইসলামিক আদর্শ'কে কতটা স্থান দিয়েছেন সে ব্যাপারে একটি আংশিক ধারণা লাভ করি এই গ্রন্থটিকে পর্যালোচনা দ্বারা। তবে এই সমস্ত তথ্যের উপস্থিতি থাকলেও এই গ্রন্থে একবিংশ শতাব্দীতে ঘটে যাওয়া মালয়েশিয়ার রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিকগুলির উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি, কেননা গ্রন্থটি অনেক আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। অর্থাৎ এই গ্রন্থের অনুপস্থিত বিষয়গুলীকে আমার গবেষণার একটি কার্য হিসেবে ধরে নিলেও খুব ভুল হবে না। আর তাছাড়া এই গ্রন্থের ভুল ধরা বা সংশোধনমূলক কোন পরামর্শ দেওয়ার মতো গভীর ধারণাও আমার অনুপস্থিত ; একজন গবেষক হিসেবে গবেষণার সূচনা করার জন্য যে সাহায্য ও সামগ্রিক ধারণা থাকা প্রয়োজন তা এই গ্রন্থটি আমাকে পরিপূর্ণভাবে প্রধান করেছে বলে আমি মত প্রকাশ করছি।

Helena Varkky,"MALAYSIA IN 2016: Persistent Crises, Rapid Response, and Resilience", ISEAS- Yusof Ishak Institute,(2017), এই প্রবন্ধে লেখক নাজীব রাজাকের সময়কালীন মালয়েশিয়ার ইতিহাসটিকে আলোচনা করেছেন ,তবে তিনি ২০১৬ সালটিকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দিয়েছেন তার আলোচনায়। এই প্রবন্ধটির পর্যালোচনার মাধ্যমে আমি মালয়েশিয়ার ইতিহাসে ঘটে যাওয়া সবচেয়ে বড় '1MDB' দুর্নীতি বা '১মালয়শিয়া উন্নতিকরণ প্রকল্পে'র দুর্নীতি সম্পর্কে ধারণা অর্জন করি। যেটি মালয়েশিয়ার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিশাল প্রভাব বিস্তার করেছিল। একইসাথে মার্কিন রাষ্ট্রপতি পদে 'ডোনাল্ড ট্রাম্পের' আগমন ঘটলে, এতে মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর কি প্রভাব পড়ে সে ব্যাপারেও একটা ধারণা এখানে উপস্থিত। এই '1MDB' কে ব্যবহার করে মাহাথীর, নাজীবের সমালোচনা করেন এবং তাঁর পুনঃনির্বাচনের রাস্তা প্রশস্ত করেন। এই নব মার্কিন রাষ্ট্রপতির আবির্ভাব মালয়েশিয়ার অর্থনিতিকে পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে একটি চ্যালেঞ্জের সামনা সামনি করেছিল, সে ব্যাপারেও একটি ধারণা এই প্রবন্ধটিতে মেলে। মালয় সমাজের উচ্চ ও নিম্নবর্গের মধ্যে মতপার্থক্যের বিষয়টিও এই প্রবন্ধে উল্লিখিত। মাহাথীর মহাম্মদ কিভাবে ক্ষমতায় পুনরাগমনের পরিকল্পনা করেছিলেন, সেক্ষেত্রে নাজীবের কেবলমাত্র '1MDB'র

ঘটনা ছাড়া অন্যকোন ঘটনার উল্লেখ হয়নি। কেবলমাত্র ২০১৬ সালের মালয়েশিয়ার প্রতিচ্ছবিকেই তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন লেখক। এই প্রবন্ধে বেশিরভাগই সংবাদপত্রের উপর ভিত্তি করেই উৎসের উন্মোচন করা হয়েছে, কিন্তু সেই পরিমাণে 'সরকারি নথির' ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়নি। তবে পরিশেষে এই মন্তব্যে উপনীত হতে পারি যে এই প্রবন্ধটি আমাকে অনেকটাই সাহায্য করেছে গবেষণার কাজে।

- গবেষণার অপর্যাপ্ততা

উপরিউক্ত প্রবন্ধ এবং গ্রন্থ গুলিকে পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে মাহাথীর বিন মহাম্মদ'র প্রথম পর্বের প্রধানমন্ত্রীত্বকালীন অর্থাৎ ১৯৮১-২০০৩ খ্রিঃ সময়কালীন রাজনৈতিক কার্যাবলী গুলিই বেশিরভাগ আলোচিত হয়েছে, এক্ষেত্রে তার পরবর্তী সময়ের ইতিহাসটি অনেকাংশেই অনুপস্থিত। বর্তমানে ২০১৮ সালের মে মাসে মাহাথীর মহাম্মদ মালয়শিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতাসীন হন; অর্থাৎ এটি সাম্প্রতিক ঘটেযাওয়া ঘটনাবলীর মধ্যে অন্যতম। তাই এই দ্বিতীয় পর্বের প্রধানমন্ত্রীত্ব অর্থাৎ ২০১৮ খ্রিঃ থেকে বর্তমান সময় কালের প্রবাহিত এক বছরের সহীত যদি তার প্রথম পর্বের প্রধানমন্ত্রীত্বকালীন সময়ের যদি একটি তুলনামূলক আলোচনার প্রসারন ঘটানো যায় তবে সেটি এই গবেষণা অর্থাৎ 'মালয়েশিয়া রাজনীতিতে মাহাথিরের ভূমিকার একটি ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক আলোচনা'কে পরিপূর্ণতা প্রদান করবে বলে আমি মনে করি। এছাড়া আমি উক্ত সাহিত্য-পর্যালোচনার মাধ্যমে অনুভব করেছি যে, মালয়েশিয়ায় মাহাথীরের পুনঃআগমনের কারণ সম্পর্কে কোন ধারণা প্রদান করা হয়নি, অনেক পূর্বে গ্রন্থগুলি মুক্তি লাভ করলেও এই প্রশ্নটিকে কোনভাবে এড়ানো সম্ভব নয়। তাই এই সমস্ত বিষয়গুলিকে মাথায় রেখে আমার এই গবেষণাকে পূর্ণাঙ্গ করার চেষ্টা করেছি।

- গবেষণার উৎস

এই গবেষণার তথ্য হিসেবে 'প্রাইমারি' বা 'প্রত্যক্ষ' এবং 'সেকেন্ডারি' বা 'পরোক্ষ' উভয় প্রকার উৎসের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। 'প্রাইমারি' উৎস হিসেবে 'সরকারি নথি' ও মাহাথীরের সংবাদ মাধ্যমে প্রদেয় সাক্ষাৎকার ও বক্তব্যের সহায়তা নেওয়া হয়েছে। 'সেকেন্ডারি' উৎস হিসেবে মূলত

গবেষণার উপযুক্ত গ্রন্থ, বিভিন্ন পত্রপত্রিকা,প্রবন্ধ, জার্নাল প্রভৃতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। একই সাথে এই তথ্যগুলির সংগ্রহের জন্য 'ইন্টারনেট' ও 'গ্রন্থালয়' এর সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

- গবেষণা পদ্ধতি

প্রতিটি গবেষণাকে একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত হতে হয়; আর এই গবেষণাটিকেও একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করেই সম্পন্ন করা হয়েছে। এই গবেষণায় পদ্ধতি হিসেবে আমি 'গুনগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি' (Qualitative method) কেই বেছেনিয়েছি, যার মধ্যে 'বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা ' ও 'বর্ণনামূলক আলোচনার' আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে। তবে যেহেতু এখানে কিছু অংশ অতীতের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়েছে, তাই 'ঐতিহাসিক পর্যালোচনা পদ্ধতি'কেও ব্যবহার করা হয়েছে এবং এই পদ্ধতি গুলির সঠিক বাবহারের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য গুলিকে বিশেষ ভাবে আলোচনা করে গবেষণাটিকে এগিয়ে নেওয়া হয়েছে। 'গুনগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি' (Qualitative method) বলতে আমরা বুঝি, এমন একটি পদ্ধতি' যেখানে গবেষণার কাজে রুপক, বৈশিষ্ট্য, বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা, সংজ্ঞা, ধারনা প্রভিতি বিষয় গুলিকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়। আর আমার গবেষণাতে এই সমস্থ বিষয় গুলির উপরেয় অতাধিক পরিমানে গুরুত্ব আরপ করা হয়েছে,তাই এই পদ্ধতির ব্যাবহারই এখানে প্রাসঙ্গিকতা বহন করে।

এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটিকে মোট ছয়টি অংশে বিভক্ত করে আলোচনা পর্বটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যার 'প্রথম অধ্যায়', অর্থাৎ এই অধ্যায়টিতে সূচনা পর্ব হিসেবে গবেষণার বিষয়বস্তু এবং সারাংশ কে আলোচনা করা হয়েছে , একই সাথে কি কি পদ্ধতি'র অবলম্বন করা হয়েছে সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

'দ্বিতীয় অধ্যায়'টিতে মালয়শিয়ার পূর্ব ইতিহাসের পটভূমিকাটিকে খুব স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান করা হয়েছে। কেননা কোন বিষয়ে সরাসরি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পূর্বে সেই বিষয়ে একটি ইতিহাসের সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন, আর তারই প্রচেষ্টা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

'তৃতীয় অধ্যায়'টিতে মাহাথীর বিন মহাম্মদ এর প্রথম পর্বের শাসনকালে অর্থাৎ ১৯৮১ থেকে ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ সময়কাল পর্যন্ত পরিচালিত বিদেশনীতি ও রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে তিনি কি কি ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তার একটি সাধারণ ধারণা প্রদান করা হয়েছ।

'চতুর্থ অধ্যায়ে' বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে মাহাথীরের অবসর গ্রহনের পরবর্তী ১৫ বছরে মালয়শিয়ায় যে শাসনপর্ব পরিচালিত হয়েছিল সেই বিষয়ের উপর। এবং এই পর্বে কি কি ব্যর্থতা পুনরায় মাহাথীর বিন মহাম্মদকে ক্ষমতায় আনয়ন করেছিল সেই বিষয়টিকে বিশেষ ভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

এই গবেষণার 'পঞ্চম অধ্যায়ে' মূলত ২০১৮ সালে মাহাথীর বিন মহাম্মদ যে মালয়েশিয়া রাজনীতিতে পুনরাগমন করেছিলেন সেটির উপর ভিত্তি করে বর্তমানে পরিচালিত তার শাসন পর্বের সাথে পূর্বে পরিচালিত (১৯৮১-২০০৩ খ্রিঃ) শাসন পর্বের একটি 'তুলনামূলক আলোচনার' মাধ্যমে প্রবন্ধটিকে এগিয়ে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এই অধ্যায়ে আমরা অনুধাবন করেছি যে, কিভাবে মাহাথীর তার সিদ্ধান্তে অনড় আছেন। আদতে কি তিনি কোন নব-বিদেশনীতি গ্রহণ করার পরিকল্পনা করেছেন নাকি পূর্বে পরিচালিত নীতি গুলিকেই নবীকরণ করতে চাইছেন সেই ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই অধ্যায়ে।

এবং পরিশেষে 'ষষ্ঠ অধ্যায়', উপসংহার পর্বের মাধ্যমে এই সমস্ত আলোচনার একটি মূল্যায়ন নির্ণয় করা হয়েছে। অর্থাৎ এই অধ্যায়ে আমি প্রচেষ্টা করেছি কিভাবে এই প্রবন্ধটির সার্থকতাকে এবং গবেষণার নামকরণের প্রাসঙ্গিকতাকে প্রস্ফুটিত করা যায়। একই সাথে গবেষণার সার্বিক পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা কি কি পেলাম তারও একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। এই পর্বের পরিসমাপ্তির সাথে সাথে আমার গবেষণারও ইতি টানা হয়েছে উপসংহারের মাধ্যমে, কেননা উপসংহার ব্যতীত কোনো আলোচনারই পরিপূর্ণতা পায়না আর এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মালয়শিয়ার বিদেশনীতির উদ্ভব ও প্রেক্ষাপট

বর্তমানে আধুনিক বিশ্বের সমস্থ দেশগুলি আজ উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছে, ঠিক একইভাবে 'উন্নয়নশীল' এবং 'তৃতীয় বিশ্বের' পিছিয়ে পড়া দেশগুলিও ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে আধুনিক 'উন্নত' বিশ্বের সাথে একই পরিসরে আসার প্রচেষ্টায়। উন্নত বা অবনত; স্বাধীন বা পরাধীন; ধনী বা গরিব যাই হোক না কেন প্রতিটি রাষ্ট্রের উদ্ভাবনের পিছনে একটি ইতিহাস কার্যকারী ভুমিকা পালন করে, আর তাই মালায়শিয়ার জাতি গঠনের পেছনেও ইতিহাস সক্রিয় ভুমিকা পালন করেছে এ বিষয়ে কোন সন্ধেহ নেই। তবে সে ক্ষেত্রে আরও চারটি দেশের মত মালায়শিয়ার ইতিহাস কোন একটি সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত হয়নি , সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন শাসক গোষ্ঠীর ক্ষমতা বদলের মধ্য দিয়েই পরিবাহিত হয়েছে এই দেশটির আবির্ভাব।[1]

আনুমানিক প্রয় পাঁচ হাজার বছর আগে থেকেই এই দেশের আদিবাসীরা মালায়শিয় উপদ্বীপ অঞ্চল গুলিতে স্বাধীন ভাবে বসবাস শুরু করেছিল বলে ইতিহাসবিদরা মত পোষণ করেছেন। এবং এই সময়কালটি চিনের ও তিব্বতের সমসাময়িক ও সমানুপাতিক জাতী গঠনের সাথে পরোক্ষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল ।

খ্রিস্টপূর্ব 'প্রথম শতাব্দীর' দিকে এই দেশের সাথে চিন, ভারতীয়দের একটি সক্রিয় বাণিজ্যিক বাতাবরণ তৈরি হয়,[2] যেটি মূলত খুব প্রত্যক্ষভাবে মালয়েশিয়া ঐতিহ্য, ভাষা ও সামাজিক রীতি নীতির উপর প্রভাব বিস্তার করে। এই সময় কালটি মূলত "হিন্দু বৌদ্ধ কাল" নামে পরিচিতি লাভ করে মালয়েশিয়ার ইতিহাসে [3] , যার সাক্ষী বহন করে "ভুজাং উপত্যকা" ও "মেরবক মোহনা " এর মন্দির প্রদর্শনী অঞ্চলগুলি, এগুলি মূলত থাইল্যান্ডের সীমানার কাছাকাছি "কেদাহ" অঞ্চল যেটা মালয়েশিয়া উপদ্বীপের উত্তর পশ্চিম সীমানা জুড়ে বিরাজ করে আছে ।

বর্তমানে আমরা পরিলক্ষিত করি যে মালয়েশিয়ার প্রধান ও রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে ইসলাম ধর্ম প্রাধান্য পেয়েছে, এটির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ত্রয়োদশ ,চতুর্দশ শতাব্দীর দিকে আরব ও ভারতীয় ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর দ্বারাই মূলত এই ধর্মের আবির্ভাব ঘটে। এবং ত্রয়োদশ শতকের শেষের দিকে 'হিন্দু বৌদ্ধ কাল' এর সমাপ্তি ঘটলে মালয় হিন্দু শাসকরা 'পরিবর্তিত মালাক্কা সুলতানে' তাদের নতুন পরিচয় স্থাপন করে এবং এই সময় থেকেই মালেশিয়ার সমাজে মুসলিম ধর্মের আবির্ভাব ঘটে সক্রিয়ভাবে ।

খুব স্বাভাবিকভাবেই একটি দেশের সংস্কৃতি,সমাজ ব্যবস্থা ও ঐতিহ্যতে ধর্মের ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না, তাই যে সময় থেকে মুসলিম ধর্ম প্রাধান্য বিস্তার করে এইদেশের সমাজব্যবস্থার তখন থেকেই সমাজে অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয়েছে ইসলামের শরীয়তের বিধি নিয়মের আড়াল থেকেই এবং সময়ের কাল ক্রমে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের বৈশিষ্ট্য সমাজ ব্যবস্থার প্রভাব ফেললেও জাতি গঠনের ক্ষেত্রে তেমন কোন সক্রিয় ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়নি।

এইভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাব পড়লেও ঘটনার নাটকীয় পরিবর্তন সাধিত হয় যখন ইউরোপীয়দের আগমন ঘটে এই দেশে, মূলত ১৫১১ সালের দিকে পর্তুগিজরা 'মালাক্কা' দখল করে এবং তাদের শাসক কার্য পরিচালনা শুরু করে, মালাক্কার সুলতানরা জহর এর দক্ষিণাংশে নতুনভাবে সাম্রাজ্য স্থাপন করে পর্তুগিজদের প্রভাব থেকে বিরত থাকার কারণে. যেটা বর্তমান 'পেনিনসুলার মালয়শিয়া' বা 'উপদ্বীপীয় মালয়েশিয়া' নামে পরিচিত।

কিন্তু কোন ঘটনা চিরস্থায়ী হয় না, আর এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটেনি, ১৬৪১ সালে 'পর্তুগীজদের' পরাজিত করে ওলন্দাজ এবং তারা তাদের উপনিবেশিকতা স্থাপন করে, তবে সেটিও চিরস্থায়ী হয়নি বেশিদিন, ব্রিটিশ শক্তির আগমন ঘটে এবং ১৮২৪ সালে 'মালাক্কা' কে ওলন্দাজি দের হাত থেকে জয় করে সেখানে ব্রিটিশ শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে [4]। এবং 'বেঙ্কসেন' যেটি সুমাত্রায় অবস্থিত সেটি ওলন্দাজ দের শাসনের প্রতিস্থাপিত করে। মালাক্কা, পেনাং ও সিঙ্গাপুর একত্রিত ভাবে "জলপ্রনালী নিষ্পত্তির চুক্তি" নামে পরিচিতি লাভ করেন এবং কালক্রমে ব্রিটিশরা তাদের শক্তির বিস্তার ঘটানোর লক্ষ্যে পেনিনসুলার মালয়শিয়া এর মালয় স্টেটস গুলিতে রাজনৈতিক ক্ষমতার বিস্তারে মগ্ন হয় এবং সময়ের সাথে সাথে একটি বিশেষ শক্তিশালী শাসকে পরিণত হয়।

অর্থাৎ আমরা পরিলক্ষিত করছি যে মাত্র ৩১৫ বছরেও কম সময়ের মধ্যে ক্ষমতার পালা ঘটেছে তিনবারের ও বেশি, কখনো পর্তুগিজ কখনো ওলন্দাজ কখনো বা ব্রিটিশ এইভাবে বিভিন্ন উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে মালয়েশিয়ার ইতিহাস। তবে বস্তুত কোন একটি জাতি সুগঠিত ও সুপরিকল্পিত ভাবে আত্মপ্রকাশের জন্য প্রয়োজন একটি সুপরিকল্পিত কাঠামো ও সামাজিক স্থিতাবস্থা, ও রাজনৈতিকভাবে স্থায়ী দেশের সমাজনীতি, শক্তিশালী অর্থনীতি, আর সেটিরই কমতি পরিলক্ষিত করা হয় মালয়েশিয়ার ইতিহাসে, এখানে বিভিন্ন সংস্কৃতির সাথে ঐতিহ্যের একটি মেলবন্ধন ঘটিয়ে সৃষ্টি হয়েছে একটি বৈচিত্র্যময় সামাজিক কাঠামো, যেখানে ১৯৫৭ সাল এর আগে পর্যন্ত কোন সামাজিক কাঠামোয় সুনির্দিষ্ট একমাত্র জাতি বা ঐতিহ্যের প্রকাশ পায়নি।

এই গবেষণামূলক প্রবন্ধে আমরা মূলত যে বিষয়গুলীতে প্রাধান্যজ্ঞাপন করেছি সেটি হল, মালয়শিয়ার স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে, বিশেষ করে যখন মাহাথীর বিন মহাম্মদ ১৯৮১ সালে ক্ষমতায় এলে তিনি কিভাবে মালয়শিয়াকে কঠোর হস্তে সুশৃংখল পরিকাঠামো দ্বারা একটি শক্তিশালী ও উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন; মালয়শিয়ার রাজনীতিতে তিনি কিভাবে সক্রিয়তার পরিচয় দিয়েছিলেন । মূলত উপরিউক্ত পরিচ্ছেদে মালয়েশিয়ার উৎপত্তির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রদানের মাধ্যমে এই প্রবন্ধটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

কেননা যে কোন আলোচনার ক্ষেত্রেই মূলত একটি নির্দিষ্ট পয়েন্ট থেকে কোন একটি মন্তব্যে পৌঁছানো সম্ভব হয় না, তার জন্য একটি পূর্বের ইতিহাস অতি সক্রিয়ভাবে ভূমিকা পালন করে থাকে। আর এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। মূলত মালেশিয়ার পূর্ব ইতিহাস থেকে দেশটির উত্থান ও উপনিবেশিকতার প্রভাব সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায়। তাই অতীতের ঔপনিবেশিকতার প্রভাব কিভাবে জাতি গঠনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে ; কিভাবে একটি শক্তির পালাবদল ঘটে অন্য শক্তি প্রাধান্য বিস্তার করেছে , কিভাবে স্থানীয় অধিবাসীরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়েছে তা সবই এই আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে ব্যবহার করা হবে।

ব্রিটিশরা এই দেশে ক্ষমতা বিস্তারের সাথে সাথে তাদের রাজনৈতিক বিচক্ষণতা যেমন বৃদ্ধি পায় তেমন তারা ব্যবসা বাণিজ্যের দিক থেকেও বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পর্ক তৈরি করে, এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে চীনের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রতিস্থাপনের উদ্দেশ্যে তাদের একটি সমুদ্র বন্দর স্থাপনের চিন্তা ভাবনা শুরু হলে ১৭৮৫ সালে সুলতান

আব্দুল্লাহ তাদের পেনাং এ বন্দর স্থাপনের অনুমতি দেয়। কিন্তু তার এক দশকের মধ্যেই পর্তুগিজ ও ব্রিটিশ সম্পর্কের মধ্যে একটি পালাবদল ঘটে, যখন ফরাসিরা নেদারল্যান্ড জয় করে তখন পর্তুগিজরা ব্রিটিশ শক্তিকে তাদের মালাক্কা বন্দর এর ব্যবহারের পূর্ণাঙ্গ অধিকার প্রদান করে, পাছে ব্রিটিশ শক্তি ফরাসি শক্তির করণের পর্তুগীজদের অস্বস্তি সৃষ্টি না হয় এই ভাবনা মাথায় রেখে। এবং তারই পরিণতি হিসেবে ১৮২৪ সালে পর্তুগিজরা ব্রিটিশদের হাতে ‘মালাক্কা’ কে প্রদান করে একটি সমঝোতার মাধ্যমে। এবং ‘জলপ্রনালী নিষ্পত্তির চুক্তি’ এর মাধ্যমে মালয় উপদ্বিপিও অঞ্চলে একটি ব্রিটিশ শাসনের প্রত্যক্ষতার আবির্ভাব হয়।

তবে আমাদের আলোচনার আগেই উল্লেখিত আছে যে, কোনো শক্তিই চিরস্থায়ী নয় সময়ের সাথে পালাবদল ঘটে ও নতুন শক্তির আবির্ভাব হয়, এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ব্রিটিশদের মালয় উপদ্বীপ অঞ্চলে আধিপত্য বজায় ছিল জাপানিদের আক্রমণের আগে পর্যন্ত। এবং এই জলপ্রনালী নিষ্পত্তির চুক্তিও বজায় থাকে ১৯৪১ পর্যন্ত, পরবর্তীতে তার বিভিন্ন পরিবর্তন সাধিত হয় । ১৯৪২ সালের পরবর্তী সময় থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক অস্থিরতার কারণে মালয়েশিয়ার উপর সক্রিয়ভাবে ব্রিটেনের আধিপত্য বিস্তার করা সম্ভবপর হয়নি, ঠিক একই সময়ে ১৯৪২ সালে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকা হিসেবে ভারত ছাড়ো আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল, যেটি যেটি শক্তিকে অনেকটাই দুর্বলতায় পর্যবসিত করেছিল। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে মূলত ১৯৪৫ সালের পরবর্তী ব্রিটিশ রা আবার তাদের ক্ষমতার পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালায়, তবে সে ক্ষেত্রে সেটি ব্যর্থতায় লাভ করে মাত্র, কেননা এই সময়টিতে মালয়েশিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকাটি একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করেছিল তুনকু আব্দুল রহমানের নেতৃত্বে । এবং বিশেষজ্ঞদের ধারণা মূলত এই সময় থেকেই মালেশিয়ার ভাগ্য নির্ধারণ হয়েছিল। এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ এর ধারণাটি পরিপূর্ণতা লাভ করতে শুরু করেছিল । যেটি পরবর্তীতে স্বাধীনতা লাভে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে মূলত যখন জাপানিদের শাসন কায়েম থাকে সেই সময়ে ১৯৪৬ সালে “ মালয় ঐক্য পরিকল্পনা” তৈরি করেন, যদিও এটি পরবর্তীতে এই পরিকল্পনার সমাপ্তি ঘটে এবং ‘মালয় যুক্তরাষ্ট্র’ এর আবির্ভাব ঘটে। এবং সময়ের পরিবাহিত হবার সাথে সাথে সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়ার পরিপূর্ণতা লাভে সঙ্গ দেয় এবং একটি রাষ্ট্রে পরিণত হয় যেখানে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রনে একটি পরিপূর্ণ দেশের আকারে

আত্মপ্রকাশ করে। এই দেশের ঐতিহ্য যে সমস্ত ঐতিহ্যের মেলবন্ধন ঘটেছে সেগুলি হল মূলত চিনা , ভারতীয়, ইসলামিক ও পশ্চিম সভ্যতার ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ১৯৪৮ সালে যে মালয় যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেটিই প্রাথমিকভাবে পরবর্তীতে ১৯৫৭ সালের ৩১ ই আগস্ট মালয়েশিয়াকে ব্রিটেনের অধীনতা থেকে মুক্ত করেছে।

মালয়েশিয়া, যেটা মূলত ১১ টি রাজ্য নিয়ে এমনভাবে পরিবিস্তার করে আছে যেখানে আমরা লক্ষ্য করি যে ভারত মহাসাগর ও দক্ষিণ চীন সাগরের মধ্যে একটি মাত্রা বা পার্থক্য তৈরি করেছে। উপদ্বীপীয় মালয় অঞ্চলটি মূলত একটি বিশাল জায়গা জুড়ে অবস্থান করে আছে, এর মধ্যে বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম জেলা হল 'সারাওক' এবং 'পেরলিস' [5] ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ব্রিটিশ শক্তির আবির্ভাব এই অঞ্চলে থাকলেও প্রকৃতপক্ষে একটি মত বিরোধের সৃষ্টি হয় স্থানীয় শাসকবর্গের মধ্যে 'পাঙ্কর চুক্তি' এর পরবর্তী সময় থেকে যেটি ১৮৭৪ সালের পরবর্তী সময়ে স্থাপিত হয়েছিল । এই মতবিরোধের মধ্যে যারা জড়িত ছিলেন তারা হলেন জলপ্রনালী নিষ্পত্তির চুক্তির রাজ্যপাল ,সুলতান ও পেরাক এর মুখ্যকর্তারা , যেখানে প্রধান বিষয়বস্তু ছিল উপদ্বীপীয় অঞ্চলগুলির উপর ব্রিটিশ রাজকীয়তার প্রভাব বিস্তার। খনিজ সমৃদ্ধ ভরপুর মালয়েশিয়ার খনি গুলির উপর প্রাকৃতিক সম্পদের আরোহণ এর উপর ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এই 'পাঙ্কর চুক্তি' এর মাধ্যমে, যার ফলস্বরূপ মালয় অঞ্চলের 'পেরাক' এর আধিপত্য কার কার দ্বারা পরিচালিত হবে সেই বিষয়কে কেন্দ্র করে একটি অগ্নিগর্ভে পরিণত হয়। ঠিক এমনই একটি পরিস্থিতিতে একপ্রকার বলপূর্বক মালয় শাসকবর্গের মধ্যে শান্তি চুক্তি স্থাপনে বাধ্য করে এবং যেটি পরোক্ষভাবে ব্রিটিশ শক্তিকে মালয়েশিয়ার খণিজ 'টিনের' উত্তোলনের ক্ষেত্রে একাধিপত্য প্রদান করে[6]। এইরকম ভাবে মালয় অঞ্চলে ব্রিটিশ আধিপত্য বিস্তার লাভ করতে থাকে এবং পরবর্তীতে সেলাঙ্গর, পাহাং, নেগ্রি সেম্বিলান কালক্রমে ব্রিটিশ অধিবাসীদের আধিপত্য তা লাভ করতে থাকে এবং এই তিনটি রাজ্য পেরাক একত্রিত ভাবে একটি গোষ্ঠীতে পরিণত হয়ে 'যুক্তরাষ্ট্রীয় মালয় রাজ্য' এর গঠন হয় ১৮৯৬ সালে। একই ভাবে একের পর এক উত্তর মালয় অঞ্চলগুলিতে ব্রিটিশ আধিপত্য লাভ হতে থাকে এবং দক্ষিণের পেহাং, ত্রেংগানুতেও ব্রিটিশ প্রভাব বিস্তার হতে থাকে। এবং যার ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯১৪ সালের পরবর্তী সময় থেকে একটি চুক্তির মাধ্যমে এই রাজ্যগুলিতে ব্রিটিশ রাজ্যপাল উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ করা হয় স্থানীয় শাসকগোষ্ঠী গুলির রাজ্য শাসনের পরিচালনার কাজে।

তবে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে 'যুক্তরাষ্ট্রীয় মালয় রাজ্য' এর বাইরে যে সমস্ত রাজ্যগুলির বিরাজ করত তাদের 'স্বতন্ত্র মালয় রাজ্য' নামে পরিচিতি লাভ করেছিল, এই রাজ্য গুলি হল কেলানটান, ত্রেংগানু, কেদাহ, পেরলিস এবং জহর ।

এইভাবে ব্রিটিশ শক্তি 'যুক্তরাষ্ট্রীয় মালয় রাজ্য' ও 'স্বতন্ত্র মালয় রাজ্য' এর মাধ্যমে তাদের কার্যনীতি পরিচালনা বহাল রাখে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা সময় পর্যন্ত। সেটির পালাবদল ঘটে জাপানের আক্রমণের মাধ্যমে। তবে পরবর্তী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরিসমাপ্তি কালে ব্রিটেন আবার তাদের ক্ষমতার পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলে সেটি মূলত খুব বেশি কার্যকরী হয় নি। এখানে আমরা দেখতে পাই যে " মালয় ঐক্য পরিকল্পনা ১৯৪৬" এ যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় সেটির তেমন কোনো সক্রিয় ভূমিকা প্রকৃতপক্ষে কার্যকরী হয়েছে বলে পরিলক্ষিত হয় না। কেননা এটির স্থায়িত্ব তা খুব বেশি সময় ধরে পরিচালনা করতে পারেনি [7]।

মালেশিয়ার জাতি গঠনের ইতিহাসে এই পূর্ব প্রেক্ষিত একটি সক্রিয়ভাবে ধারণা পোষণ করে না তবে এটি কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না যে মূলত জাতি গঠনের মূল মন্ত্র কিন্তু এই 'যুক্তরাষ্ট্রীয় মালয় রাজ্য' এবং 'স্বতন্ত্র মালয় রাজ্য' এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে। কেননা এর আগে পর্যন্ত মালয় জাতির সুনির্দিষ্ট জাতীয়তাবোধের ধারণাটি অবলুপ্ত অবস্থায় বিরাজ করত। এই 'যুক্তরাষ্ট্রীয় মালয় রাজ্য' এ তাদের মধ্যে একটি সংগঠনের মধ্যে অবস্থানে ধারণা জন্মায় ,তারা তাদের একটি পরিচিতি লাভ করে । তারা নিজেরা অনুধাবন করতে শেখে যে নিজের পরিচিতি বিশ্ব রাজনীতিতে একটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। একটি পরিকাঠামোগত ভাবে জাতির বিকাশের পূর্বশর্ত হলো তাদের নিজেদের মধ্যে সমঝোতার বাতাবরণ তৈরি করা। ঠিক একইভাবে 'স্বতন্ত্র মালয় রাজ্য' এর রাজ্যগুলিও নিজেরা মনে করেন যে তারা মালয় যুক্তরাজ্যের অংশ নয়। তারা তাদের পৃথক বা 'স্বতন্ত্র মালয় রাজ্য' বলে দাবি রাখে , এখানে একটি প্রশ্ন আসে যে, তারা যদি তাদের ''স্বতন্ত্র মালয় রাজ্য' এর অংশ বলে দাবি রাখে তবে কি সত্যিই এই 'স্বতন্ত্র মালয় রাজ্য' এককভাবে একটি নতুন পরিচিতির বাতাবরণ করে না? অবশ্যই করে । অর্থাৎ একটি জাতীয়তাবোধের ধারণা জন্ম গ্রহণ করে পৃথক পৃথক গোষ্ঠীর মধ্যে। মূলত তাদের উদ্দেশ্য এক হলেও পদ্ধতি ভিন্ন, এখানে জন রলসের 'অজ্ঞতার অবগুণ্ঠনের' ধারণাটি গ্রহণযোগ্য, যেখানে কেউ তাদের নিজের সামাজিক অবস্থান, ধর্ম্ , বর্ণ, সম্পদের ধারণা সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই। অর্থাৎ আমরা আলোচনার বিষয়বস্তু থেকে এই পর্যায়ের কে মালয়েশিয়ার জাতি গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে বলে অভিহিত করতে পারি। যা পরবর্তী সময়ে আমাদের আলোচনার প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচনা মূলত মালয়েশিয়ার স্বাধীনতার পূর্ববর্তী ইতিহাসকেই প্রধান আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। তবে জাতি গঠন প্রক্রিয়াটি কেবলমাত্র অতীতকে নিয়েই পরিচালিত করা বা ব্যাখ্যাকরা সম্ভব নয়, তাই স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে যে এক নতুন মালয়েশিয়ার আবির্ভাব হয়েছে, যেখানে পুরোনো গতানুগতিক পশ্চিমী শাসকবর্গের শাসনের অবসান ঘটেছে। এবং আত্মপ্রকাশ পেয়েছে এক নতুন মালেশিয়া যেখানে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ভূ-রাজনৈতিক বিষয়টি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সেখানে বিভিন্ন অঞ্চল গুলিকে মালয়েশিয়ার মূল ভূখণ্ডের সাথে অংশীভূত হওয়ার ঘটনা আমরা পরিলক্ষিত করি। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে মূলত প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আত্ম মর্যাদা লাভ করে টুনকু আব্দুল রহমান এবং সিঙ্গাপুর, সাবাহ, সারাওক কে একত্রিত করে 'যুক্তরাষ্ট্রীয় ঐক্য' প্রতিষ্ঠা করেন। তবে সেটি মালয়েশিয়া জাতি গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একটি ভীতির সঞ্চার করে, যার পরিণতি হিসেবে ইন্দোনেশিয়ার সাথে খারাপ সম্পর্ক তৈরি হয় এবং 'সুকর্ণ' মালয়েশিয়ার উপর এলপাহাড়ি কয়েকটি আক্রমণ ও চালায়, এক্ষেত্রে যে বিষয়টি ইন্দোনেশিয়া ভয় এর প্রধান কারণ বলে বিবেচিত হয়েছে তা হল ভূমি আগ্রাসনের ভয়। ইন্দোনেশিয়া মনে করেন ভবিষ্যতে যে মালেশিয়ার দ্বারা আক্রমণ হবে না তার কোন নিশ্চয়তা নেই তাই এখনই প্রতিরোধ গড়ে তোলা প্রয়োজন। [৪]

কালক্রমে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে না পেতেই মালিশিয়ার নিজের ভূখণ্ডের মধ্যেই বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে একটি 'পরিচিতির' সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তী অধ্যায়ে এই বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ কিভাবে জাতি গঠনের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করেছে সেটি আলোচনা করা হয়েছে। কেননা জাতি গঠনের ক্ষেত্রে সব সময় একটি জাতি বিশিষ্ট লোকবসতি বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। জাতীয়তাবোধের ধারণাই একটি শক্তিশালী জাতির প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

মালয় গোষ্ঠীভুক্ত লোকগুলি কালক্রমে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে তাদের কর্ম সংযোগের ব্যবস্থা পায়, চীনা বসতিভুক্ত অধিবাসীরা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্র গুলিতেই সক্রিয়ভাবে ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু সমস্যা সৃষ্টি হয় যখন স্থানীয় মালয়েশীয় জনবসতি গুলিকে তাদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হয়, কেননা তারা মূলত সমাজের পিছিয়ে পড়া অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল এবং কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত, তাই মালয়েশিয়ার সরকার তাদের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করে সরকারি ক্ষেত্রগুলিতে, যাতে তারা একটি সময়ে সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসতে

পারে ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধি লাভ করে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সমাজের প্রত্যেকটি স্তরের মানুষের মনে সমানভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কেননা এই বিশেষ সুবিধায় চীনারা যারা কালক্রমে মালয়েশিয়ার অধিবাসী হিসেবে পরিগণিত হয়েছে তারা বিরোধ প্রকাশ করে । তারা মনে করেন যে সরকারের এই রকম সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতে তাদের স্বার্থের হানি ঘটাতে পারে, ফলস্বরূপ চীনারা ১৯৬৯ সালে একটি রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা করে তাদের নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য। এবং আলোচনার বিষয় হল যে এই রাজনৈতিক দলটি বিশাল সংখ্যায় সম্মতি লাভ করলে স্থানীয় বাসিন্দাদের দ্বারা মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে বিশাল প্রতিক্রিয়া আন্দোলন গড়ে ওঠে, যার ফলস্বরূপ পরের কয়েক বছর সরকারি ভাবে জরুরি অবস্থা জারি করা হয় এই অঞ্চলে , সামাজিক বিশৃঙ্খলা কে আয়ত্তে আনার জন্য। ১৯৫৭ সালে প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে টুনকু আব্দুল রহমান ক্ষমতা লাভ করে এবং তার পরবর্তী সময়ে টুন আব্দুল রাজ্জাক, দাতো হোসেন বিন ক্ষমতায় আসীন হয় ।

কিন্তু মালয়েশিয়ার ইতিহাসে ঐতিহাসিক পালাবদল ঘটে যখন ১৯৮১ সালে ডক্টর মহাথীর বিন মহাম্মদ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় আসেন। তিনি মূলত ‘ সংযুক্ত মালায় জাতীয় সংগঠন’ থেকেই রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। তিনি তার শাসনকালে বৈদেশিক সম্পর্কর নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মূলত ‘সংযুক্ত মালায় জাতীয় সংগঠন’ কে প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির লাগামছাড়া আচরণের উপর তিনি একটি নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। [৭]

ডঃ মাহাথীর বিন মহাম্মদ এর সময়কাল থেকে মালয়েশিয়া জাতি গঠনের ইতিহাস ও জাতি গঠনের পদ্ধতি এই আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে প্রাথমিক প্রাধান্য পেয়েছে । তবে এই পদ্ধতি থাকলেও কোন একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি কে নিয়ে আলোচনায় এগুনো সম্ভব নয়, তাই মূলত এই অধ্যায়ের শুরুতে ১৫০০ সালের সূচনা থেকে স্বাধীনতার আগেকার ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনা সাধিত হয়েছে, যেটি এই গবেষণার ভিত্তি হিসেবে এবং পটভূমিকা নির্মাণে অনেকটাই সাহায্য করেছে। তবে কেবলমাত্র সেই ইতিহাসের ভিত্তিতেই বর্তমানের জাতি গঠনের ইতিহাস সম্পূর্ণ ভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, কেননা সময়ের সাথে সাথে সমাজের বিভিন্ন উপাদান সক্রিয় ভাবে অংশ নিয়েছে এই আলোচনায়। সমাজ গঠনের হাতিয়ার হিসেবে আমরা মালেশিয়ার পেক্ষাপটে ‘ইসলামিক সংগঠন’, ‘পূর্বে তাকাও নীতি’, ‘ভিশন ২০২০’, বর্তমানে মালয়েশিয়ার ‘দক্ষিণ-দক্ষিণ অর্থনৈতিক সহযোগিতা’, এমনকি ‘বিশ্বায়ন’ অতি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। তবে এই সমস্ত বিষয়াদি আলোচনার বিষয়বস্তু বা গবেষণার মূল স্রোত হিসেবে নেওয়া সম্ভব নয়,

কেননা সেটি অনেক সময় সাপেক্ষ এবং বিশালাকার প্রেক্ষিতের প্রয়োজন। সেদিকে নজর রেখে এই গবেষণার প্রধান বিষয়বস্তুতে তিনটি বিষয়ের উপর প্রতিস্থাপন করে আমি আমার গবেষণাটি সামনে এগিয়ে নিয়েছি, প্রথমত, কিভাবে মালয়েশিয়ার সমাজে একটি বহুজাতিক মানুষের সমাগম বা একটি মিশ্র ঐতিহ্য জাতি গঠনের ক্ষেত্রে শক্তির যোগান দিয়েছে এবং একই সঙ্গে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।

দ্বিতীয়ত, মাহাথীর বিন মোহাম্মদ এর ১৯৮১ ক্ষমতায় আসীন হবার সময় থেকে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত তার বিচক্ষনতা বৈদেশিক নীতির মাধ্যমে মালয়েশিয়া জাতির মেরুদন্ড কে একটি ভিতের উপর প্রতিস্থাপন করেছে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলির সাথে এই দেশের একটি শক্তিশালী বাণিজ্যিক বুনিয়াদ গঠন করে একটি সুসংগত জাতিতে পরিণত করেছে। এবং তৃতীয়ত, বর্তমানে মাহাথীরের পুনরাগমন মালয়েশিয়া জাতিকে কোন দিকে প্রসারিত করে এবং মাহাথীর বিন মোহাম্মদ এর এই দুই কালের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে একটি বিবরণ মূলক ব্যাখ্যা এবং যুব সমাজকে কীভাবে তিনি পরিচালিত করবেন একটি শক্তিশালী জাতি হিসেবে তাদের দায়িত্ব কে এবং তিনি কি কি বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করেন বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে সেটিই দেখার বিষয়।

“উন্নয়নশীল দেশগুলি কখনই তাদের কার্যবিধি সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারেনা, যদিনা সেটি সরকারের পাশাপাশি একটি শক্তিশালী কর্তিপক্ষ থাকে। অস্থায়ী ও দুর্বল সরকার মূলত বিশৃঙ্খলারই প্রতিফল স্বরূপ, এটি কখনোয় উন্নতি সাধিত করতে পারেনা,বিভেদ্মুলক রাজনীতি ব্যবস্থায় মূলত আজ উন্নয়নশীল দেশগুলিতে পরিলক্ষিত হয় ও উন্নতি সাধনে প্রধান প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে” [10]

উপরিউক্ত এই বক্তব্যটি মাহাথীর বিন মহম্মদ এর এশীয় মহাদেশের মূল্যবোধ ও ধারনার আলোচনার প্রসঙ্গে বাক্ত করেছেন। তিনি এ ক্ষেত্রে খুব স্বাভাবিক ভাবেই কত্রিত্ববাদিরাষ্ট্রগুলি কিভাবে পুজিবাদকে পরিচালনা করেছে একটি বাক্তি সাতন্ত্রবাদ ও অবাধ নীতিরপরিবর্তিত রূপ হিসাবে তার সুন্দর ব্যাখ্যা প্রদর্শন করেছেন। তিনি সমাজের উন্নতি সাধনের পূর্বঃসত্ত কি কি হতে পারে সে ব্যাপারে সচেতন, উন্নয়নশীল দেশগুলির সঠিক ভাবে প্রগতি লাভের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতবন্ধকত সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। অতএব এই উক্তি থেকে আমরা খুব সহজেই এই মন্তব্যে আসীন হতেপারি যে মাহাথীর বিন মহম্মদ সত্যিই একজন সুদুরপ্রসারি চিন্তাশীল বাক্তি, তিনি জাতী গঠনের ক্ষেত্রে ও তাকে পরিপূর্ণতা প্রদানের ব্যাপারে সদা জাগ্রত । তিনি আরো ব্যাখ্যা করেছেন যে সমাজের মুষ্টিমেয় লোকেদের স্বার্থের জন্য

বিভেদমূলক রাজনীতিকে ব্যবহার করে চলেছে। অর্থাৎ তিনি উন্নত দেশগুলির সামাজিক পরিস্থিতিতে অনেক কিছু মানানসই হিসাবে দেখলেও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে যে সেগুলির বিভিন্নতার মানদণ্ড আছে সে ব্যাপারে তার বক্তব্য পেশকরেছেন ।

আমরা যদি পৃথিবীর সমস্থ দেশগুলির প্রেক্ষাপট বা ইতিহাসের দিকে নজর রাখি, তাহলে বুঝতে পারব যে , কোন দেশেরই জাতী গঠনের পধতি একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক বাবস্থা ছাড়া সম্ভব হয়নি, আর মালয়শিয়ার ক্ষেত্রেও তার বাতিক্রম হয়নি। সেটি মাহাথীর বিন মহম্মদের পরবর্তী আলোচনা গুলিতে খুব সহজেই প্রতিস্থাপন করা হয়েছে ।

অর্থাৎ এই বিষয়গুলিকেই আলোচনার প্রধান বিন্দু হিসেবে ব্যবহার করে আমার গবেষণামূলক প্রবন্ধটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। তবে আলোচনার আগেই উল্লেখিত করা হয়েছে যে, আরো যে সমস্ত উপ-বিষয়গুলি আছে, যাদের ভূমিকা সত্যিই সক্রিয় সেগুলি কেও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এ আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই আলোচনায় নানা অংশ ইতিহাসের উপর অতিমাত্রায় ভিত্তি করে পরিচালনা করা হলেও বিশেষ গুণগত ও সংখ্যাগত বিষয়গুলি কেও ব্যবহার করা হয়েছে। অতএব এই প্রবন্ধটির আলোচনা যে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য বহন করে মালয়েশিয়ার সমাজের পরিচিতি ও জাতি গঠনের ক্ষেত্রে মাহাথীরের ভুমিকাকে সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

বর্তমানে 'বিশ্বায়নের' ছায়ায় পৃথিবীর সমস্ত দেশগুলি তাদের দেশের গণ্ডির সীমানা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক বিশ্বের সৃষ্টি করেছে। আর এই বিশ্বায়ন মালয়েশিয় সমাজের গতিবিধিতে কি রকম প্রভাব ফেলেছে, কিভাবে জাতির উদারতার মধ্য দিয়েও সংগঠিত জাতি গঠন সাধিত হয়েছে তাও আলোচনার মধ্যে নিহিত। যে কোন দেশেরই জাতি গঠনের ইতিহাস কেবলমাত্র একটি দিককে ইঙ্গিত করে না, সেখানে সমাজের প্রতিটি দিক - সামাজিক, রাজনৈতি ,অর্থনৈতিক, ঐতিহ্যগত ও অতীত কাহিনী গুলিকে পদ্ধতির উপাদান হিসেবে ব্যবহার করে। তাই মালয়েশিয়া সমাজ কেউ একই পথে পরিচালিত হতে হয়েছিল। সময়ের সাথে সাথে ক্ষমতার পালাবদল ঘটেছে, শাসকগোষ্ঠীর আগমন ঘটেছে, আবার তার বিনাশও ঘটেছে , সময় একটি বিন্দুতে স্বাধীনতাও লাভ করেছে, আবার নতুন সামাজিক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এই ভাবেই এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। এবং এই গতিকে একটি নতুন মাত্রায় কঠোরহস্তে মাহাথীরের শাসনকাল যে পরিপূর্ণতা দিয়েছে, সেটির আলোচনায় এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটির প্রাসঙ্গিকতা বহন করে ।

- উৎস (References)

1. Naimah Takib,"The Rise of Islam in the Muslim Majority States of South-east Asia", N. N, Vodhra and J.N. Dixit (eds), In Religion, Politics and society in south east Asia, Konark Publishers, New Delhi,1998, pp.150-152
2. The Malay Kingdom, which ruled both side of the Strais of Malacca for over a hundred years.
3. Ooi Keat Gin,"Historical Dictionary of Malaysia",Scarecrow Press (May 11, 2009), pp.187-189
4. G.E.Morrison," The coming of Islam to the East Indies", Journal of Royal Asiatic Society, vol.24, No1.54, Feb 1951
5. Barbara Watson Andaya and Leonard Y. Andaya, A history of Malaysia, Palgrave, Beijing, China,2001, p..1
6. Varinder Grover, Malaysia: Government and politics, Deep and Deep Publications, New Delhi,2000, p.41
7. Ibid.
8. I. K. Lahiri, "Malaysia's Foreign Policy", Published by ACADEMIC EXCELLENCE, Delhi,2009, pp.vii-xviii.
9. https://en.wikipedia.org/wiki/Prime_Minister_of_Malaysia, Access in 1 nov,2018.
10. Mahathir Mohammad, Globalization and the new Realities, Prime Minister's office, Malaysia,2002,p.11.
11. Malaysia's Map (Edited by me) was taken from "Malaysian Politics Under Mahathir" by R.S Milne & Diane K. Mauzy, Routledge, London,1999.

তৃতীয় অধ্যায়

মাহাথীর বিন মহম্মদ ও মালয়শিয়ার বিদেশনীতি
১৯৮১ - ২০০৩ খ্রিঃ

প্রতিটি জাতিরাষ্ট্রের নীতি ও বিদেশনীতির উদ্ভব ঘটে সাধারণত কয়েকটি শক্তিশালী চিন্তাধারার প্রাধান্যপেয়ে তার মধ্যে অন্যতম হল 'জাতীয় স্বার্থ' । মূলত এই জাতীয় স্বার্থই 'বিদেশনীতির' পরিচালনায় একটি শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে আসছে প্রাথমিক পর্ব থেকেই । আর তারই পরিণতি হিসেবে প্রতিটিদেশ তার নিজের 'নাগরিকদের' ও 'ভৌগোলিক সীমারেখার' সুরক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে বিদেশনীতির পরিচালনার কার্যধারা বহাল রাখে। আর এই মালয়শিয়ার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। [1]

মালয়শিয়ার স্বাধীনতা লাভের সূচনা পর্ব থেকেই পরিলক্ষিত করা হয় যে মূলত জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্যদিয়ে বিদেশনীতি পরিচালনার দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়েছে। যেটি পরবর্তী সময়ে মালয়েশিয়ার জাতি গঠনের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আজ বর্তমান সময়ে মালয়জাতি যে একটি সুগঠিত জাতিতে পরিণত হয়েছে সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে মালয়শিয়ার সমাজ ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে লক্ষ্য করা যায় যে, মূলত মালয়শিয়া হল একটি 'বহুজাতিক' সমাজের সংমিশ্রণ। এই বহুজাতিক সমাজের বৈশিষ্ট্য গুলিও মালয়শিয়ার বিদেশনীতি তে একটি প্রভাব বিস্তার করেছে। এই দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেও এই জাতি ভিন্নতার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যার ফলশ্রুতি হিসেবে আমরা সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলির একটি সক্রিয় ভূমিকা অনুধাবন করি। মালয়শিয়ায় মূলত ভূমিপুত্র ,চিনা ভারতীয় ও আরবিয় বণিক শ্রেণীর মধ্যে একটি অস্থির বাতাবরণের সৃষ্টি হয় এই বহুজাতিক ও সাম্প্রদায়িকতার গোষ্ঠীগুলির মাথাচাড়া দেওয়ার কারণেই। [2] এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে মালয়শিয়ায় মূলত ভারতীয় ও চীনাদের আগমন ঘটে অষ্টাদশ শতকের শেষ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনাপর্বে, যার প্রধান কারণ হিসেবে দেখা যায় খনি থেকে 'টিন' উত্তোলন ও 'রাবার' চাষের জন্য শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা ।

তবে প্রাথমিক পর্বে শ্রমিক হিসেবে আগমন ঘটলেও পরবর্তীকালে তারা সমাজের অর্থনীতিতে নিজেদের একটি পরিচিতি বানাতে সক্ষম এবং তাদের দেশীয়নীতির বাইরে রাখা সম্ভবপর হয়নি। যেটি তাদের স্থানীয় আদিবাসী বা 'ভূমিপুত্রদের' সাথে একটি প্রতিযোগিতায় লিপ্ত করে। এবং

সেটি মোটেই স্থানীয় অধিবাসীদের জন্য লাভবান হয়নি। তারা ভারতীয়, চিনাদের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবার কারণে সমাজের মূল স্রোত থেকে দূরে সরে যায়। এই ভাবে সময়ের অতিবাহিত হবার সাথে সাথে একটি রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্মনেয় মালয় সমাজে। এবং প্রতিটি জাতির মধ্যে একটি রেষারেষির কারণে কোনো স্থায়ীভাবে সমাজ গঠনের ধারণা প্রতিফলিত হয়নি। যেটি পরবর্তী ১৯৫৭ খ্রিঃ স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী সময়ে অনেকটায় স্থায়িত্বতা অর্জন করেছে এবং একটি সুনির্দিষ্ট বিদেশনীতি গ্রহণকরা সম্ভব হয়েছে। ১৯৭০ খ্রিঃ এর দিকে আমরা মূলত মালয়শিয় সমাজ ব্যবস্থায় যে সমস্ত সম্প্রদায় গোষ্ঠীগুলোর দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত করি সেটি মূলত ৪৭% মালয়জাতি, ৩৪% চিনা জাতি, ৯% ভারতীয় ও ৯% স্থানীয় সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী ও অন্যান্য।[3] মূলত মালয় জাতির সাথে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর বিভাগের প্রধান কারণ হিসেবে যে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেগুলি হল, জাতীয় ঐতিহ্য ভিন্নতা, ধর্ম, ভাষা, পুথি ও অন্যান্য। অবস্থানগতভাবে আমরা খুব সহজেই পরিলক্ষিত করতে পারি যে চীনা জাতিগুলি মালয়শিয়ার শহর অঞ্চল গুলিতে বিরাজমান, যেখানে মূলত গ্রাম ও অনুন্নত স্থানগুলিতে কেবলমাত্র ভূমিপুত্র তাদের অস্তিত্ব বহালরাখতে সক্ষম হয়েছে, তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা পিছিয়ে পড়ে ও চিনা ভারতীয়দের সাথে প্রতিযোগিতায় তাদের অবস্থার উন্নতিসাধন সম্ভব হয়নি চোখে পড়ার মত। 'কৃষিকাজ' ও 'গ্রাম্য অর্থনীতিই' ভূমিপুত্রদের প্রধান জীবিকা ও জীবন ধারণের মাপকাঠিতে পরিণত হয়। এইভাবে মালয়জাতির সময় পরিবাহিত হতে থাকে স্বাধীনতা লাভের পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত এবং মালয়েশিয়ার শাসকগোষ্ঠী একটি স্বাধীন দেশের স্বপ্নে তাদের অধিবাসীদের ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার সংরক্ষণ, আইনের অনুশাসন, পৌর-সমাজের প্রতিষ্ঠা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও আন্তর্জাতিক সমাজে শান্তির পরিবেশ বজায় রেখে তাদের বিদেশনীতির পরিচালনার মানদণ্ডকে সামনে রেখে ১৯৫৭ খ্রিঃ স্বাধীনতা অর্জন করে এবং এই নীতিগুলিকে বিদেশনীতির পরিচালনায় মাধ্যমে মালয়েশিয়ার জাতি গঠনের প্রক্রিয়াটির বাস্তবায়ন ঘটে।

অর্থাৎ উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা ব্যাখ্যা করেছি যে, কিভাবে মালয়শিয়ার বহুজাতিক সমাজে একটি জাতিগঠন প্রক্রিয়া সম্ভবপর হয়েছে, কিভাবে মালয়েশিয়ায় বিদেশনীতি গুলি গ্রহণকরা হয়েছে, এবং সেগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমাজের সাম্প্রদায়িক অস্থিরতার সামনাসামনি হতে হয়েছে। অর্থাৎ এই অধ্যায়ের প্রধান আলোচনার বিষয় হল মাহাথীর মোহাম্মদের ১৯৮১-২০০৩ খ্রিঃ সময় কালে তার পরিচালিত বিদেশনীতি কতটুকু জাতি গঠনের ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে। এবং কিভাবে ধীরে ধীরে মালয়শিয়ার সমাজে বহুজাতির উপস্থিতিতেও তাদের মধ্যে একটি ঐক্য উপস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। তবে সেটি যে শুধুমাত্র মাহাথীর বিন মহম্মদ এর সময় সৃষ্টি হয়েছে এমন নয়, তার পূর্ববর্তী শাসকবর্গ গুলির দিকে নজর দিলে আমরা দেখতে পাই যে, এই অগ্রগতির বীজ বপন করা হয়েছিল ১৯৫৭ -

১৯৬৯ খ্রিঃ এর সময়কাল অর্থাৎ প্রথম প্রধানমন্ত্রী ‘টুনকু আব্দুল রহমানের’ সময়েই। আব্দুল রহমানের ভাষায় মূলত মালয়শিয়ার বিদেশনীতি পশ্চিমি দৃষ্টিভঙ্গির পশ্চিমী করন ছাড়া আর কিছুই নয়।

তার ভাষায় “ যখন দুটি মতাদর্শের মধ্যে একটি বিশৃংখলার বাতাবরণ জন্মায়, তখন খুব পরিষ্কারভাবেই আমি পশ্চিমী মতাদর্শকে অনুসরণ করি; পশ্চিমী গণতন্ত্রকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করি।” [4]

এখানে দুটি মতাদর্শের অপর মতাদর্শটিকে মূলত কমিউনিস্ট মতাদর্শকেই এই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অর্থাৎ এই সময় থেকেই সরকারিভাবে মালয়শিয়ার বিদেশনীতির ভিত স্থাপন করা হয়েছে, যেটির পরবর্তীকালে ১৯৭০ খ্রিঃ থেকে আব্দুল রাজ্জাক এর পরিচালিত বিদেশ নীতিতেও তার ছাপ পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে সেক্ষেত্রে পরিবর্তনও সাধিত হয়েছে বিদেশনীতির বহুল পরিমাণে। তার শাসনকালে যে সমস্ত জিনিস গুলো পরিবর্তন সাধিত হয়েছে সেগুলি হল সামরিক শাসনের পুনর্বণ্টন, বিশ্ব অর্থনীতির প্রতি ঝোঁক, তার উদ্দেশ্য ছিল মালয় জাতিকে সমাজের একটি নির্দিষ্ট স্রোতে ফিরিয়ে আনা; অর্থাৎ মালয়শিয়ার পরিচিতি অর্জনের ব্যাপারটি তার বিদেশনীতির একটি হাতিয়ার ছিল। মূলত নির্জোট আন্দোলন, পূর্ব এশিয়া ও ইউরোপের অনুন্নত দেশগুলির পথপ্রদর্শক হিসেবে মালয়েশিয়াকে প্রতিস্থাপন করতে তিনি উদগ্রীব ছিলেন। [5] এক কথায় বিশ্ব রাজনীতিতে বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশ গুলির ভবিষ্যৎ হিসেবে মালয়েশিয়াতে প্রকাশিতকরার নীতিই আব্দুল রাজ্জাকের বৈদেশিক নীতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। যেটি ১৯৭৬-১৯৮১ খ্রিঃ পর্যন্ত ‘হোসেন অন’ এর বিদেশনীতিতেও এই নীতিগুলির প্রসারণ পরিলক্ষিত হয়। হোসেন অন ক্ষমতায় আগমনের প্রাথমিক কর্মসূচি হিসেবে তিনি ভারত -চীন সমস্যার শান্তিপূর্ণ সহবস্থানের বিষয়গুলিকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তিনি শান্তি-স্বাধীনতা-নিরাপত্তা-নিরপেক্ষতার প্রতিস্থাপন ও ভারত চীন সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য প্রত্যক্ষভাবে রাশিয়ার সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। [6] এই ভাবে তিনি বিদেশনীতির পরিচালনা করেন এবং তার পাঁচ বছরের শাসনকালের শেষ মুহূর্তে তিনি শারীরিক অসুস্থতার কারণে তাকে ক্ষমতা বিসর্জন দিতে হয় এবং পরিণতি হিসেবে ১৬ জুলাই১৯৮১ খ্রিঃ ‘ডঃ মাহাথীর বিন মহম্মদ’ ‘চতুর্থ’ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আসনগ্রহণ করেন, মালয়শিয়ার বিদেশনীতি তে একটি নতুন আত্মার সঞ্চার করেছিল। মাহাথীর বিন মহম্মদ এর শাসনাধীন ১৯৮১- ২০০৩ খ্রিঃ পর্যন্ত তার পরিচালিত বৈদেশিক নীতি, যেগুলি মালয়শিয়ার জাতি গঠনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল ; তার প্রতিবেশী ও বহির্বিশ্বের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে । তার সুদক্ষ ও সুদূরবর্তী বিচক্ষণ রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি সত্যিই প্রাসঙ্গিকতা লাভ করেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। তার আলোচনা পর্বে যে সমস্ত বিষয়গুলি প্রাধান্য পেয়েছে সেগুলি হল মূলত- চীন, আমেরিকা, জাপান , ভিয়েতনাম্,

সিঙ্গাপুর, মায়ানমার এবং সৌদি আরবের সাথে মালয়শিয়ার বৈদেশিক সম্পর্ক এবং পূর্বে তাকাও নীতির প্রেক্ষিতে মালয়শিয়ার অবস্থান, আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে মালয়শিয়ার নিরাপত্তা, বৈদেশিক সম্পর্ক হিসেবে ইসলামের ভূমিকা ও ২০২০ এর ছায়ামূর্তি এবং বিশ্বায়ন প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখ্য।

- মাহাথীরের রাষ্ট্রগঠন ও মালয়শিয়া-চীন সম্পর্ক

মালয়েশিয়া চীন সম্পর্কটির আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখতেপাই যে প্রাথমিক দিকে মূলত ১৯৫০ ও ১৯৬০ এর দশকে একটি অস্থিরতা পূর্ণ পরিবেশের উপস্থিতি বিদ্যমান থাকে। কিন্তু পরবর্তী ১৯৭০ খ্রিঃ এর দিকে এই সম্পর্কে কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, রাজনৈতিক সম্পর্টি অর্থনৈতিক সম্পর্কের থেকে বেশি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে এবং কালক্রমে সম্পর্কটি একটি উন্নতির পথে অতিবাহিত হয়েছে, তবে সম্পূর্ণ ভাবে যে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এমন ভাবাটা সঠিক নয়। এই প্রেক্ষিতে মাহাথীর মহম্মদ এর আগমনের পর যে কূটনৈতিকভাবে একটি সম্পর্কের উন্নতি সাধন করা হয়েছে এবং অর্থনৈতিকভাবে মুদ্রার সরাসরিভাবে আদান প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেটির গুরুত্ব অসীম। এই সমস্ত ঘটনার কারণে দুটি দেশের মধ্যে স্থানীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থারও অনেক উন্নতি হয়, যেটি পরবর্তীতে 'দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের' দরজা খুলে দিয়েছে। অর্থাৎ আমাদের এই অধ্যায়ে যে আলোচনাটি সম্পন্ন করা হবে মূলত মাহাথীর মোহাম্মদের ১৯৮১-২০০৩ সালের সময় কালের প্রেক্ষিতে মালয়েশিয়া ও চীনের বৈদেশিক সম্পর্কের মাপকাঠি, যেটি দুটি দেশেরই জাতি গঠনের ক্ষেত্রে একটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

মাহাথিরের ভাষায় " মালয়েশিয়া হলো অনেকগুলি রাষ্ট্রের মধ্যে একটি রাষ্ট্র যেটি মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মাধ্যমে তার বহুজাতিক পার্থক্যের সমাধান করতে সক্ষম হয়েছে। "[7]

যেটা মূলত ১৯৮১ সালের পরবর্তী সময়ে খুবই স্পষ্টভাবে বৈদেশিক সম্পর্কের নীতিতে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং আন্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে এই নীতিটি। যা পরবর্তীসময়ে 'পূর্বে তাকাও নীতি', পূর্ব এশীয় অর্থনৈতিক সমস্যা মোকাবিলার ক্ষেত্রেও এই দুই দেশের সম্পর্ক একটি গুরুত্ব বহন করে। ১৯৮১ সালের পরবর্তী সময়ে মাহাথীর বিন মহম্মদ , চীন ও বিভিন্ন দেশের সাথে বৈদেশিক সম্পর্কের উন্নতি সাধনের মাধ্যমে যে 'তৃতীয় বিশ্বের' দেশগুলির সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতি সম্ভব সে ব্যাপারে তিনি সচেতন ছিলেন।

কেননা এই রকম অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে, যেখানে খুব স্বাভাবিকভাবেই পৃথিবীর ’’দ্বিমেরু’ করনে বিভক্ত হয়েছে, আর একমাত্র তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি তাদের নিজেদের একটি স্বনির্ভর পরিচিতিই যে কেবলমাত্র তাদের আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একটি স্থানদিতে পারে সেটিও এই মালয়েশিয়া- চীন সম্পর্কের উন্নতি একটি মুখ্য কারণ ,তা মাহাথীর বিন মোহাম্মদের বিদেশ নীতির বৈশিষ্টে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। [8]

১৯৮২ খ্রিঃ মাহাথীর বিন মহম্মদ চীনের প্রকাশ্য সমালোচনা করেন; তবে তার কারণ খতিয়ে দেখতে গেলে বোঝা যায় যে, তার ভাষায় চীনা সম্পর্কের সাথে উন্নতির মাপকাঠি বজায় থাকলেও তারা পরোক্ষভাবে মালয়শিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সাথে একটি গোপন সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে অস্থিরতার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, যেটি তিনি আখায়িত করেছেন “ পচা মাছের দ্বারা তৈরি নতুন নামকরণের মাধ্যমে উৎকৃষ্ট ও মিষ্টান্ন বলে পরিবেশন ছাড়া আর কিছুই নয়। ” [9]

যার পরিণতি হিসেবে মালয়শিয়ার সাথে চিনা বহুজাতিক সম্পর্কের অনেকটাই শিথিলতা লক্ষ্য করা যায়। এই রকম পরিস্থিতিতে জাপান ও কোরিয়ার সাথে সম্পর্ক অনেকটাই উন্নতি লাভ করেছিল মালয়েশিয়া। যেটি মূলত পূর্বে তাকাও নীতির সাথে অনেকটাই সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। তবে তৎকালীন সময়ে চীনের আন্তর্জাতিক বিশ্বে পরিচিতি লাভ, জনসংখ্যা ও তথ্য প্রযুক্তির বিশাল বিকাশ , অর্থনৈতিক দিক থেকে সক্রিয়ভাবে চীনের ঊর্ধ্বমুখী আগমন দৃষ্টির বাহির হতে পারেনি। তাই তার কথায়, পূর্বে তাকাও নীতিটি সম্পূর্ণভাবে জাপানি করন নয়, আবার পূর্বে তাকাও নীতি কেবলমাত্র কোন নির্দিষ্ট দেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাও নয়; আসলে এটি এমন একটি নীতি যেখানে আমরা আমাদের ঐতিহ্যগতভাবে বাণিজ্যিক দেশগুলির সাথেও সম্পর্ক বজায় রাখবো। [10]

এই উক্তি থেকে খুব সহজেই অনুধাবন করা যায় যে মাহাথীর বিন মুহাম্মদ কখনোই চীনকে তার বৈদেশিক নীতির বাইরে রাখেনি, তিনি তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন যে মালয়শিয়ার জাতি গঠনের ক্ষেত্রে এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতি সাধনই প্রথম ও প্রাথমিক শর্ত হিসেবে পরিগণিত হবে। তবে শুধুমাত্র রাজনৈতিকভাবেই নয়, অর্থনৈতিক দিক থেকেও এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের গুরুত্ব কম নয়, কেননা ১৯৮০ সালের পরবর্তী সময় থেকে বিভিন্ন বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে পরিচালিত হতে দেখা যায়, [11] কেননা চীনের বিশাল দৈত্যাকার দেশীয় বাজার বারবারই মালয়েশিয়াকে আকৃষ্ট করেছে, আর তারই বাস্তব রূপ দান লক্ষ্য করা যায় মাহাথীর বিন মহম্মদ এর বিদেশনীতি তে ও জাতীগঠন প্রক্রিয়ায় ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ১৯৮৫ সালের মাহাথীর বিন মহম্মদ এর চীন সফরে বিশেষত অর্থনৈতিক সম্পর্কের দিকটি বিশাল ভাবে প্রকাশ লাভ করে।[12] তিনি

চীনের আধুনিকতাবাদ ও শিল্পের কাঠামোর মুক্ততা সাধনের প্রসঙ্গে মালয়শিয়া ও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে চীনের অর্থনৈতিক সহযোগিতার আওতায় রাখার ব্যাপারটিও স্পষ্ট করেন এবং বাণিজ্যিক সম্পর্কের উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে আহ্বান জানান ।[13]

মালয়েশিয়া -চীন সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর হিসেবে ১৯৮৯ খ্রিঃ কে ধরা হয়। কেননা সময়েই 'ঠান্ডা যুদ্ধের' পরিসমাপ্তি ঘটে এবং দ্বিমেরু-বিশ্বের অবসানের সাথে এক মেরুকরণ, আবার অনেকের মতে 'বহুমেরুকরনের' ঘটনা ঘটে ।[14] সোভিয়েত রাশিয়ার পতন মূলত বিশ্বের সমস্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি বিশ্বায়নের ধারণার জন্মদিয়েছে, যেটি মুক্তবাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত করে।[15] তাই ঠান্ডা যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে মাহাথীর ও ডেং এর বৈদেশিক নীতির মধ্যে অনেকটাই স্থায়িত্ব পরিলক্ষিত হয়। 'মুক্ত দরজা' নীতির মাধ্যমে এই দেশগুলির মধ্যে আরো প্রযুক্তির আদান-প্রদান সহজতর হয়ে ওঠে। বস্তুত বলা যায় যে মালয়শিয়ার চীনের প্রতি যে একটি ভীতির সঞ্চার ছিল সেটির অনেকটাই শিথিল হয়। এবং ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় যে, চীনের তার প্রতিবেশী দেশ গুলির প্রতি জোরপূর্বক ভূমি অধিগ্রহণের ঘটনাও বিরল, এই সমস্ত দিক থেকে মালয়েশিয়া ঠান্ডাযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে চিনা আক্রমণের থেকে যে অনেকটাই স্বস্তির নিঃশ্বাস লাভ করেছিল তা মাহাথীর বিন মহম্মদ এর বিভিন্ন সমাবেশের ভাষণে স্পষ্ট ছিল।[16] তাই পরবর্তীতে যে দুটি দেশ তাদের অভ্যন্তরীণ জাতিগঠনের বাতাবরণে অনেকটাই একে অপরের সাহায্য করবে সেটির পূর্বাভাস এই সময় থেকেই অনুমান করা দিয়েছিল ।

বর্তমানে 'দক্ষিণ-চীন সাগরের' আধিপত্য এবং বিশ্ব রাজনীতির টালমাটাল পরিস্থিতিতে মালয়েশিয়া - চীন সম্পর্কের ক্ষেত্রে কতখানি প্রভাববিস্তার করতে পারে, আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে নিলে আমরা দেখি যে 'দক্ষিন- চীন সাগরের' অবস্থান পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্কের নির্ধারণে একটি অতি সক্রিয়ভাবে ভূমিকা পালন করেছে। কেননা দক্ষিণ চীন সাগর এর মাধ্যমে আমেরিকার মতো শক্তিধর দেশগুলির যেমন যোগাযোগ ব্যবস্থা নির্ভর করে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সাথে,তেমনি চীনের তার প্রতিবেশী দেশগুলীর সাথে সম্পর্ক পরিচালনার ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব কম নয়। ভৌগলিকভাবে দক্ষিণ চীন সাগর মূলত যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলীর সাথে সংযুক্ত, সেগুলি হল মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন্স, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, সিঙ্গাপুর এবং পূর্ব তইমুর , তবে চীন ও তাইওয়ানের সক্রিয়ভাবে উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় এবং এদের মধ্যে একটি সক্রিয় প্রতিযোগিতাও পরিলক্ষিত হয় ।[17] একইভাবে মাহাথীর বিন মহম্মদ এর শাসনকালে যদি মালয়শিয়ার সাথে চীনের সম্পর্ক লক্ষ্য করি বিশেষত 'দক্ষিণ চীন সাগর' কে

কেন্দ্র করে , তাহলে দেখা যায় যে মালয়েশিয়া কখনোই প্রত্যক্ষভাবে চীনের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় নি; বরং সেক্ষেত্রে একটি সমঝোতার মানদন্ড বেছে নিয়েছে। অর্থাৎ এই দক্ষিণ -চীন সাগর প্রতিযোগিতায় মালয়েশিয়া , চীন এবং অন্যান্য পূর্ব এশিয়ার দেশ গুলির সাথে নীতির আদান প্রদানের মাধ্যমেই শান্তির পরিবেশ বজায় রাখে।[18] যেটি মূলত মাহাথীর মনে করেন মালয়শিয়ার রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখে এবং একটি শক্তিশালী জাতি গঠনের প্রেক্ষাপট তৈরি করে।

মালয়েশিয়া চীন বৈদেশিক সম্পর্কের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে ডাক্তার মাহাথীর বিন মহাম্মদের ১৯৮৫ খ্রিঃ 'চীন সফরের' পরবর্তী সময় থেকে যে পরিবর্তনটি লক্ষ্য করা যায় তা হলো চীন ও মালয়শিয়ার মধ্যে সামরিক আধুনিকীকরণের পরিকল্পনা, যেটি একে অপরের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে দুই দেশের সামরিক বাহিনীকে আরো শক্তিশালী করে তুলবে। কেননা মাহাথীর বিন মহম্মদ অনুধাবন করেন যে প্রকৃতপক্ষে চীন বহিরাগত জগতে একটি স্থায়িত্ব পূর্ণ স্থান অর্জন করতে চায়, যেটি আসলে চীনের অভ্যন্তরীণ পরিবেশে স্থিতাবস্থার জন্ম দেবে এবং অর্থনৈতিক ও সামরিক ও প্রতিরক্ষার দিক থেকে নিরাপত্তা প্রদান করবে। [19] এই পরিস্থিতি কে সামনে রেখেই মাহাথীর নৌবাহিনীর আধুনিকরণের দিকে দৃষ্টিপাত করেন ও বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এছাড়া মালয়শিয়ার সামরিক বাহিনীর আধুনিকীকরণ ও উন্নত মানের প্রযুক্তির ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য রেখে তার বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করেন। ঠিক এই ভাবেই চীনা সরকারও 'জন-স্বাধীনতা সৈন্য' এর আধুনিকীকরণের দিকে নজর দেন। [20]

অর্থাৎ এই আলোচনায় একটি খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশ পায় যে মাহাথীর বিন মহম্মদ অনেক আগে থেকেই বুঝতে পারেন যে, চীনা জাতির মত মালয়শিয়ার সেনাবাহিনীকে আধুনিক সজ্জায় সজ্জিত করতে পারলেই স্থায়িত্ব কোন পরিবেশের জন্ম হবে, যেটি মালয়শিয়ার জাতি গঠনের প্রক্রিয়াটি কে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে।

উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে ১৯৭৪ খ্রিঃ এর পরবর্তী সময় থেকে মালয়েশিয়া চীন বৈদেশিক সম্পর্ক এবং ১৯৮১ খ্রিঃ পরবর্তী সময়ে মাহাথীর বিন মহম্মদ এর প্রধানমন্ত্রী পদে আসার পরবর্তী সময়ে এই সম্পর্কের কোন কোন দিকের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে । তবে মাহাথিরের আগমনের পরবর্তী সময়ে এই দুটি দেশের মধ্যে সম্পর্ক যে আরো গভীর ও দীর্ঘ হয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা ১৯৯৯ সালে মালয়শিয়ার চীন বৈদেশিক চুক্তির 'জয়ন্তী উৎসব' উপলক্ষে মাহাথীর একটি বক্তব্য রাখেন যে,

" মালয়েশিয়া চীন কূটনৈতিক সম্পর্ক যদিও ২৫ বছরের পুরনো কিন্তু সক্রিয়ভাবে এই দুই দেশের জনগণের সম্পর্ক শুরু হয় ৬০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। এমনকি কিছু কিছু

ঐতিহাসিক দাবি করে যে এটি ২০০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিদ্যমান। ইন চিং, নৌ সেনাপতি চিং হো , এবং রাজপুত্র হাং-লি- পো প্রমূখ নাম গুলোর সাথে মালয় জাতিরা পরিচিতি লাভ করে মালাক্কার ইতিহাসের সময় থেকে। এই যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভাব আজ দুই দেশের খাদ্যাভাস, পোশা্ক, সংস্কৃতি, এমনকি বিভিন্ন গৃহনির্মাণের ডিজাইনেও পরিলক্ষিত হয়, তবে দুঃখজনক ভাবে এই সম্পর্কের ইতি টানে যখন এই অঞ্চলে ইউরোপীয়দের আগমন ঘটে এবং মালয় রাজ্য গুলির উপর তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে ।” [21]

মাহাথীর বিন মহম্মদের এই বক্তব্যের মাধ্যমে খুব সহজ ভাবে অনুধাবন করা যায় মালয়শিয়ার জাতি গঠনের ইতিহাসে ইউরোপীয় শক্তির আগমন একটি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলেও মালয়শিয়ার যে সংমিশ্রিত ঐতিহ্য তার জাতী গঠনের খেত্রে সক্রিয় ভাবে সাহায্য করেছে তা খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে ডক্টর মাহাথীর বিন মহম্মদ সক্রিয়ভাবে মালয় - চীন বৈদেশিক ও কূটনৈতিক নীতির পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছেন এবং একটি শান্তিপূর্ণ সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থায়িত্বের সূচনা করেছেন।

- মাহাথীরের রাষ্ট্রগঠন ও মালয়শিয়া-সিঙ্গাপুর সম্পর্ক

বর্তমানে মাহাথীর বিন মহম্মদ মালয়শিয়ার ‘সপ্তম প্রধানমন্ত্রী’ হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন, তবে মূলত আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তুটি মাহাথিরের ১৯৮১-২০০৩ খ্রিঃ দুটি দেশের সম্পর্কের ভিত্তিতে জাতি গঠনের ইতিহাসের বিষয়বস্তু। অতএব মাহাথীর বিন মহম্মদ এর চতুর্থ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণের সময়কালিন মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে সম্পর্কের বাতাবরণ ও রূপরেখা আলোচনা করা হল।

মাহাথীর বিন মহম্মদ এর ক্ষমতায় আগমনের সময়কালীন মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে সম্পর্কটি তেমন সুমধুর ছিল না, এই সম্পর্কটি মূলত একটি প্রতিযোগিতাপূর্ণ বা একে অপরের মোকাবিলার স্বরূপ হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে। তবে প্রাথমিক দিকে এই সম্পর্কটি খুব খারাপ ছিল না, কেননা মাহাথীর ক্ষমতায় আগমনের পরে পরেই সিঙ্গাপুরের উপর থেকে আমদানির দ্রব্য গুলি, যেগুলি বিভিন্ন কল কারখানা, স্টেশন ও পরিকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় এমন দ্রব্য গুলির উপর অর্পিত সমস্ত প্রতিবন্ধকতা গুলি তুলে নেন। ফলে সিঙ্গাপুর তাঞ্জং পাগার স্টেশনের পার্শ্ববর্তী এলাকার কিছু জমি তাদের দ্রুত সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণের কাজে ব্যবহার করতে পারে। এবং মাহাথিরের ক্ষমতায় আসার পরেও মাহাথীর সরকার ১৯৬২ খ্রিঃ যে মালয়-সিঙ্গাপুরের ‘জলচুক্তির’ বিষয়টিকেও সুনিশ্চিত করেন, যেটি প্রতিদিন ২৫০ মিলিয়ন জল সিঙ্গাপুর কে প্রদান করা হবে। অর্থাৎ এই প্রাথমিক পর্বে এই সমস্ত বিষয়গুলি দুটি দেশের মধ্যে

একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কেরই পথ প্রশস্ত করেছিল। কিন্তু সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে সময়ের অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং পরবর্তীতে যেটি খুবই সক্রিয় রূপ লাভ করে। তবে এই দ্বন্দ্বের ইতিহাস অনেক পূর্বেই বপন করা হয়েছিল , যখন মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে এবং দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ৭ ই আগস্ট ১৯৬৫ সালের ভাগাভাগির পরবর্তী সময় থেকেই দুটি দেশের মধ্যে বৈপরীত্যের আগমন ঘটে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী টুনকু আব্দুল রহমান এই দুটি রাষ্ট্রের বিচ্ছিন্নতার ঘটনাটিকে খুবই বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সামলিয়ে ছিলেন। তবে বিচ্ছেদের পূর্ববর্তী সময়ে দুটি দেশের তাদের একে অপরের সাহায্যের মাধ্যমে দুটি দেশই বহির্বিশ্বের সাথে তাদের সম্পর্কের উন্নতি সাধনে সক্ষম হয়। তবে সেটিও কালক্রমে বিভিন্ন বিষয়ে মতের বিভিন্নতার কারণে অবনতি ঘটে এবং সম্পর্ক দুর্বল হতে থাকে। তবে সরকারিভাবে এই দুটি দেশের মধ্যে পৃথকীকরণের ব্যাপারটিতে অনেক ঐতিহাসিক নানাবিধ মতের পোষণ করেন, অনেকে তাদের মতপোষণ করেছেন যে ১৯৫৫ খ্রিঃ দিকে আব্দুল রহমান-ই প্রথম মালয়শিয়ার গঠনের প্রস্তাবটি পোষণ করেন, আবার অনেকের মতে ১৯৬৩ সালের পরবর্তী সময়ে সক্রিয়ভাবেএই পৃথকীকরণের ঘটনা ঘটে বলে দাবি করে।[22]

১৯৫৪ সালের দিকে 'জন কার্যকরী দলের' নেতা 'লি-কিউ-ইউ' এর নেতৃত্বে ব্যাপকভাবে সিঙ্গাপুরের স্বাধীনতার সংগ্রামকটি পরিচালিত হয়েছিল মালয়শিয়ার সাথে যুক্তরাষ্ট্রীয় চুক্তিতে সজ্ঘবদ্ধ হওয়ার দ্বারা , বিভিন্ন সরকারি নথির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে লি-কিউ- ইউ প্রাথমিকভাবে মনে করতেন যে, উপনিবেশিক শাসনের থেকে মুক্তির একমাত্র পথ যেটা মালয়শিয়ার সাথে সজ্ঘবদ্ধ হবার দ্বারাই সম্ভবপর হবে। [23]

তবে পরবর্তী সময়ে মলয় ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে নিরাপত্তা এলাকার প্রসারণের প্রশ্নে একটি সন্দেহর পরিবেশ গড়ে ওঠে। কাল ক্রমে কুয়ালালামপুরের লে-প্রদেশ ও মালয়েশিয়ার একটি অংশ পৃথকভাবে গঠন হলে আঞ্চলিক ও জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে সিঙ্গাপুর একটি সক্রিয় মার্কসবাদী প্রদেশে পরিণত হয় ।এবং যার ফলশ্রুতি হিসেবে অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হয়। [24]

এই সম্প্রসারণ মূলত রাজনৈতিক কারণে পরিচালিত হলেও ১৯৬১ সালের মালয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ক্যাবিনেটে বিচ্ছিন্নকরণের প্রশ্নটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সিঙ্গাপুর অধিবাসীদের দ্বারা সম্মতি লাভ করে । তৎকালীন সময়ে সিঙ্গাপুরের শাসক গোষ্ঠী 'জন কার্যকরী দল' দেশের সুরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তবে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ব্যাপকহারে কমিউনিস্ট সম্প্রসারণ মূলত এই পৃথকিকরনের পরিবেশকে বাধ্যতামূলক করে তোলে।

" সামরিক দিক থেকে মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর মূলত একক একটি গোষ্ঠী; উপনিবেশিকতাই জওহরের সংকীর্ণতাকে কাজে লাগিয়ে দুটি দেশের সৃষ্টি করেছে। সেই সূত্রে যে মালয়েশিয়া দখল

করতে সক্ষম সে সহজেই সিঙ্গাপুর দখল করতে পারবে; এবং একইভাবে যে সিঙ্গাপুর কে নিজের অধীন রাখতে সক্ষম সে সহজেই মালয়েশিয়াকে শোষণ করতে পারবে” [25]

এই উক্তিটির মাধ্যমে খুব সহজেই অনুধাবন করা যায় যে মালেশিয়া- সিঙ্গাপুর এর বিভেদ নীতি কোন চিরাচরিত নিয়ম মেনে প্রকৃতিগত ভাবে সম্পন্ন হয়নি, যেটি আসলে উপনিবেশিক শক্তির বিভেদ নীতিরই ফলশ্রুতি মাত্র। তাদের শাসন কার্য পরিচালনা করার জন্য এই নীতি অবলম্বন করেছিল। পরবর্তীতে যেটি লি-কিউ- ইউ দৃষ্টির আড়াল হয়নি, তিনি উপলব্ধি করেন যে সিঙ্গাপুরের একার পক্ষে তার অভ্যন্তরীণ সামাজিক, রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা প্রদান সম্ভব নয়, অর্থাৎ এই উপনিবেশিক শাসনের মোকাবিলা করার জন্য মালয় যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যোগদান এর কোন বিকল্প নেই,তবে মূলত এক্ষেত্রেও একটি সংকটের মোকাবিলা করতে হয়, কেননা সিঙ্গাপুরের যোগদানের ফলে মূলত মালয়েশিয়ায় চীনা অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং ‘ভূমিপুত্র’ বা লোকাল স্থানীয় জনগণ সংখ্যালঘু গোষ্ঠীতে পরিণত হয়, যার অনেক বর্ণনা টুনকু আব্দুল রহমানের ভাষণে উপলব্ধি করা যায়, তিনি মনে করেন যে চীনা অধিবাসী যারা সিঙ্গাপুরের বাসিন্দা ও পরবর্তীতে মালয়শিয়ার সঙ্গে একত্রিত হয়েছে তারা মূলত চিনাদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে ,যার ফলশ্রুতি হিসেবে পরবর্তীতে সংযুক্ত মালায় জাতীয় সংগঠন’ ও ‘জন কার্যকরী দলের মধ্যে মতবিরোধ দানাবাধে এবং একটি সময়ের পর ‘লি’ সিঙ্গাপুরের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। [26]

অর্থাৎ আমরা এই আলোচনার মাধ্যমে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, আসলে বর্তমানে যে বাধান-বিরোধ দুই দেশের বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় সেটির বীজ অনেক পূর্বেই বপন করা হয়েছিল। এবং সেই বৈপরীত্য তা আজও দুটি দেশের জাতির গঠনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে। এবং যেটি পরবর্তীতে বিভিন্ন সরকারের আগমনের সাথে , মূলত আব্দুল রহমানের সময় থেকে আব্দুল রাজ্জাক ,টুন হোসেন অন, এবং মাহাথীরের সময়কাল পর্যন্ত তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কখনো উন্নতি ও কখনো অবনতর মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হলেও মূলত বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি বললেই চলে।

১৯৮১- ২০০৩ খ্রিঃ এর মধ্যবর্তী সময়টিকে বিশেষ করে যখন মালয়েশিয়ায় মহম্মদ মাহাথীর বিন ক্ষমতায় আসেন তখন দেখা যায় যে, দুটি দেশেই অনুধাবন করতে সক্ষম হয় যে তারা দুটি পৃথক রাষ্ট্র বা দেশ, তাদের মধ্যে আজ আর অতীতের মতো বিভেদ বিবাদ পর্বটি বজায় রাখা কোন প্রাসঙ্গিকতা বহন করেনা। তাই দুটি দেশই তাদের বৈদেশিক সম্পর্কটি সাধারন ভাবে পরিচালনা করার নীতি গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে একদিকে মাহাথীর মহম্মদ এর ব্যক্তিগত বুদ্ধিমত্তা ও রাষ্ট্রপরিচালনার নীতি অনেকটাই লি-কিউ-ইউ এর

সাথে মিল থাকার কারণে সিঙ্গাপুর খুব সহজেই এই সম্পর্ক মেনে নেয়। কেননা মাহাথীর বিন মহম্মদের পূর্বসূরীদের সাথে মাহাথীরের বিদেশনীতীর ধারণাটি অনেকটাই আলাদা। এবং পরিলক্ষিত হয় যে ,দুটি দেশই মূলত তাদের বর্তমান সম্পর্ক কে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে অতীতের ঐতিহ্যগত মানদণ্ডকে অন্ধভাবে মেনে নেয়নি। ঠিক একইভাবে লি-কিউ-ইউ ব্যক্তিত্বেও একই পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।[27]

" মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই একই রূপ পরিলক্ষিত হয়, একই ভৌগোলিক অবস্থান ও পূর্বের ইতিহাসের অভিজ্ঞতার কারণে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে পিছিয়েপড়া গোষ্ঠীগুলির সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রেও একই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যকরা যায়; বর্তমানে সিঙ্গাপুরের ঐতিহাসিক উন্নতি সাধনের, নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক অগ্রসরের ক্ষেত্রে আমি আনন্দ উপলব্ধি করি এই কারণে যে ,মালয়শিয়াও এ ক্ষেত্রে একটি স্থায়ী ও সুগঠিত প্রতিবেশী হিসেবে সিঙ্গাপুর কে উপলব্ধি করতে পারবে। কেননা বিদ্বেষপূর্ণ সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে, তেমনি বিদ্বেষপূর্ণ মালেশিয়া প্রভাবিত করতে পারে সিঙ্গাপুরকে; সিঙ্গাপুরের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি মালয়শিয়ার জন্য শত্রভাবাপন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি করে না , বরং এটি একটি আদর্শ হিসেবে পরিগণিত হয়। অর্থাৎ আমরা যেটা আমাদের একে অপরের প্রতি করতে পারি তা হল, সাহায্যের ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে একে অপরের বিকাশের পরিপূরক হিসেবে অংশগ্রহণ করা ।"[28]

১৯৮১ খ্রিঃ ডিসেম্বর মাসে সিঙ্গাপুরের উদ্দেশ্যে এই বক্তব্য খুব পরিষ্কারভাবেই ব্যক্ত করেছে মালয়েশিয়া অতীতের ইতিহাস কে দূরে রেখে নতুন করে প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে বিশেষ করে সিঙ্গাপুরের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী। এইভাবে মাহাথিরের ক্ষমতায় আগমনের প্রাথমিক পর্বে সম্পর্কের উন্নতি হলেও নব্বইয়ের দশকের পরবর্তী সময় থেকে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ইতিহাস সাক্ষী রাখে যে প্রতিবেশী দেশের সাথে সম্পর্কের অবনতি হওয়া খুব স্বাভাবিক একটি ব্যপার , তবে মাহাথিরের সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি জন্মানোর যে কারণটি বিদ্যমান সেটি, ১৯৯৭ খ্রিঃ দিকে 'এশিয়ার অর্থনৈতিক সংকট' দেখা দিলে সিঙ্গাপুর মালয়শিয়ার প্রতি কোনো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি বরং দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সুদেরহার বৃদ্ধিকরে সিঙ্গাপুর মালয়শিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা কে অনেক দুর্বল করে দেয়, যেটি কখনোই একটি ভাল প্রতিবেশীর বৈশিষ্ট্য বহন করে না বলে দাবি করেন মাহাথীর মহম্মদ।[29] তবে এই সংকটময় পরিস্থিতিতে সিঙ্গাপুর পরবর্তীতে আর্থিকভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে বলে আশ্বস্ত করেন, সে ক্ষেত্রে একটি রাজনীতির খেলা খেলে , এই আর্থিক সাহায্যের শর্তস্বরূপ মালয়েশিয়া-সিঙ্গাপুরের 'জল চুক্তির' বিষয়টি পুনঃভাবে স্থাপন করার কথা বলে, মালয়শিয়ার পক্ষে অনুকূল ছিল না। ফলশ্রুতি হিসেবে মালয়েশিয়া এই শর্ত বাতিল করে দেন। মাহাথীর মনে করেন সিঙ্গাপুর মূলত মালয়শিয়ার এই আর্থিক সঙ্কটের সুবিধা নেওয়া ছাড়া আর কিছুই করছে না।

মাহাথিরের ভাষায়, “ যদিও আমি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক কামনা করেছিলাম; কিন্তু সেটি বর্তমানে খুবই সমস্যার বিষয়, কেননা মালয়শিয়ার জনগণ পুনরায় সিঙ্গাপুরের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে জড়াতে আগ্রহী নয়।” [30]

মাহাথীর বিন মহম্মদ অর্থনৈতিক সংকটের আগে পর্যন্ত সিঙ্গাপুরের সাথে সম্পর্কের উন্নতি বিধান সম্ভব বলে মনে করলেও সংকটের পরবর্তী সময়ে সিঙ্গাপুরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা সম্ভব নয়, তারই আভাস পাওয়া যায় তার বাক্যে ।

অতএব দুটি দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রতি নজর রাখলে দেখা যায় যে, দুটি দেশেই ‘এলিট শ্রেণীর’ একটি কর্তৃত্ববাদী ভূমিকা সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয়। আলোচনায় এটাও স্পষ্ট যে মাহাথীর মহম্মদ ও লি-কিউ-ইউ এর ব্যক্তিত্ব দুই দেশের বৈদেশিক সম্পর্কে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে।তবে মালয়শিয়ার পুনর্নবীকরণে মাহাথীর বিন মোহাম্মদের ব্যক্তিগত বিচক্ষণতা, রাজনৈতিক ভাবাদর্শ নেতৃত্ব দেবার অভিজ্ঞতা যে একটি বিশেষ নিদর্শন তা অনস্বীকার্য। তবে তার ২২ বছরের শাসনকার্যেও দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবে সব সমস্যার সমাধান সাধন সম্ভবপর হয়নি, আজও একে অপরের প্রতি বিবিধ প্রতিবন্ধকতার পরিলক্ষিত হয়।

অর্থাৎ মাহাথীর বিন মোহাম্মদের শসনকালে মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে যে বিভেদমূলক সম্পর্কের বিষয়গুলি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে তা হল, ‘পেট্রা ব্যাংকা’ এর উপর সীমানাগত আধিপত্যতা, যেটা দুই দশক ধরে চলে আসছে তবুও সমস্যার সমাধান হয়নি; এছাড়া মালায়ান রেলওয়ে ভূমি বিষয়ক প্রশ্নে বিশেষত তানজুর পাগার এর স্টেশন বিষয়টিও সম্পর্কের ইতি টানে, এবং পরবর্তী মালয়েশিয়া-সিঙ্গাপুরের জল চুক্তির বিষয়েও সংকট তৈরি হয়, যখন জলের মূল্যের বিবেচনা করার কথা ঘোষণা করা হয়। [31] এবং মাহাথীর বিন মোহাম্মদের শাসনাধীন অন্তিম পর্যায়ে যে ঘটনাটি ঘটে , ১৯৯৮ সালের ১৮ ই সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরের বায়ুসেনা জওহর প্রদেশের দক্ষিনে যেখানে মালয়শিয়ার বায়ুসেনার উপর দিয়ে বিস্তারিত ছিল তার উপর প্রদেয় উড়ান সম্মতি বাতিল করে দেওয়া হয় ।

অতএব এই ঘটনার কারণ হিসেবে বিশেষজ্ঞরা মতপোষণ করেন যে, মূলত ১৯৯৭ খ্রিঃ অর্থনৈতিক সংকটে সিঙ্গাপুরের উদাসীনতাই এর জন্য দায়ী। [32] অর্থাৎ মালয়েশিয়া-সিঙ্গাপুর সম্পর্কের প্রাথমিক পর্বে মাহাথিরের শাসনকাল এই সম্পর্কের তেমন কোন উন্নতি সম্ভব হয়নি। তবে বর্তমানে ২০1৮ খ্রিঃ মাহাথিরের পুনরায় আগমন কতখানি তার মোড় বদলাতে পারে সেটাই এখন দেখার বিষয়।

• মাহাথীরের রাষ্ট্রগঠন ও মালয়শিয়া-ইন্দোনেশিয়া সম্পর্ক

মাহাথীর বিন মহম্মদ এর প্রধানমন্ত্রীত্ব কালে তার বিদেশনীতিতে লক্ষ্য করা যায় যে তিনি মূলত 'পশ্চিমা সভ্যতার' সঙ্গে একটি সমালোচনা মূলক দৃষ্টি জ্ঞাপন করেন এবং এশিয়ার দরিদ্র দেশগুলীর সাথে একটি সু-সম্পর্ক স্থাপন করেন। উন্নয়নশীল দেশগুলিই তার বিদেশনীতির প্রধান কেন্দ্রবিন্দুতে বিরাজ করেছে পররাষ্ট্রনীতির পরিচালনার কার্যে,এবং এটি পরবর্তীতে তার বিদেশনীতির পরিচালনার একটি বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। মাহাথীর ইন্দোনেশিয়কেও তার বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মুখ্য স্থানে রেখেছিলেন এককভাবে। মাহাথিরের শাসনকাল মূলত ১৯৮১- ২০০৩ খ্রিঃ পর্যন্ত মালয়শিয়ার প্রশাসনিক ও বিবিধ বাণিজ্যিক কার্যাবলীতেও সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছিল সেটি একান্তভাবেই মাহাথিরের ব্যক্তিগত ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ ঘটেছে। তিনি তার ব্যক্তিত্বের দ্বারা এক হস্তে সমস্ত বিধি ব্যবস্থার রূপরেখা অঙ্কন করেছিলেন, যা মালয়শিয়ার জাতি গঠনের ইতিহাস কে শক্তিশালী করেছিল।[33] ঠিক একইভাবে যদি ইন্দোনেশিয়ার বৈদেশিক নীতি গুলি ও পরিলক্ষিত করা যায় তাহলে 'শুকর্ণ' ও ' সুহার্তের' ব্যক্তিত্বের প্রকাশ দেখা যায়, তবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সাথে সুকর্ণ যেমন প্রত্যক্ষভাবে নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন সেটির অনেকটাই ঘাটতি উপলব্ধি করা যায় সুহার্তের শাসনকালে। অনেক ইন্দোনেশিয়ান দের মতে 'সুহার্ত' হলেন জাভার প্রকৃত পুত্র, সেখানে তিনি রাজনৈতিকভাবে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি তার পূর্বের শাসকদের মত সুসজ্জিত ভাবে শাসন ও ব্যক্তিগত নেতৃত্ব প্রদানের নীতির তেমন সমাদর করেননি। [34]

তার সময় কালীন বিদেশনীতি তে যে সমস্ত বিষয়গুলি প্রাধান্য পেয়েছিল তা হল, আঞ্চলিক স্থায়িত্ব ও স্থিতাবস্থা বজায় রেখে সুরক্ষা প্রদান করা এবং ইন্দোনেশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সম্পদের বহিরাগত উৎস গুলিকে ব্যবহার করা। ফলে কালক্রমে ইন্দোনেশিয়া আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি বিষয়ে পরিণত হয়। মূলত ইন্দোনেশিয়ার যখন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে স্থিতাবস্থা গড়ে ওঠে ঠিকতার পরবর্তী সময় গুলিতেই সুহার্ত বৈদেশিক নীতিতে তার প্রশাসন পরিচালনাকে অংশ হিসেবে গ্রহণ করেন । এই সময় থেকেই সাম্যবাদীর শিথিলতা পরিলক্ষিত হয়। আবার অনেকের মতে ঠান্ডা যুদ্ধের পরিসমাপ্তি পরবর্তী সময় থেকেই মূলত সুহার্ত সক্রিয় ভাবে এই বিদেশ নীতির মাধ্যমে ও কূটনৈতিক কার্যবিধির পরিচালনার দ্বারা উন্নতি বিধানের ধারা গ্রহণ করেন। মূলত তার সময় কালকে অনেকে ইন্দোনেশিয়ার বৈচিত্রের পুনঃজাগরণের সময়, আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ইন্দোনেশিয়ার পরিচিতি, নির্জোট আন্দোলনের পরিবিস্তার ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিশা বলে অভিহিত করেছেন। তবে ইন্দোনেশিয়ার সাথে ১৯৯০ এর দশকে নির্জোট আন্দোলন গোষ্ঠী ভুক্ত দেশ গুলির সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটে, কেননা তারা

মনে করেন ইন্দোনেশিয়া অতিরিক্ত পরিমাণে পশ্চিমি ঝোঁক ও জাকার্তায় প্যালেস্টাইন স্বাধীনতা সংঘের কার্যকারী কর্মপদ্ধতিকে বাতিল করেন, যেটা ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল। এই ঘটনা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে ইন্দোনেশিয়ার একটি নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করে। তবে অবশ্য পরবর্তী সময়ে যখন আফ্রিকার জাতীয় কংগ্রেসের জাতিবিদ্বেষের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলনকে আর্থিক সাহায্য করে ও সহানুভূতির প্রকাশ করেন তখন নির্জোট আন্দোলন এর দেশগুলির কাছে পুনরায় বিশ্বস্ত হয়েওঠে। পরবর্তীতে ইন্দোনেশিয়ার সহযোগিতায় 'প্যালেস্টাইন মুক্তি সংঘের' সাথে মধ্য পূর্বের দেশ গুলির একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এটি সুহার্তের একক ভাবে ব্যক্তিগত রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় হিসেবে অনেকে দাবি করেন; ইন্দোনেশিয়া যে উপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে লড়াইকারি দেশ গুলির পক্ষে আছে ও সংখ্যালঘু, যারা অত্যাচারের স্বীকার , তাদের সাথে আছে তা প্রস্ফুটিত করতে সক্ষম হলে ১৯৯২ খ্রিঃ নির্জোট আন্দোলনের পদ লাভে সমর্থ হয় ।

মাহাথীর বিন মহম্মদ এর " পূর্ব এশীয় অর্থনৈতিক সংঘ" প্রতিস্থাপন এর প্রয়াসের বিরোধিতা করেন সুহার্ত ও "শান্তিপূর্ণ এশিয়ার অর্থনৈতিক সহযোগিতা" এর সিয়াটেলে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে যোগদান করেন বিল ক্লিনটনের ডাকে ১৯৯৩ খ্রিঃ । অর্থাৎ এই পরিস্থিতিতে খুব সহজেই সুহার্তের বৈদেশিক নীতিতে পশ্চিমি ঘেসা ভাবমূর্তির চরম প্রকাশ পায় ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য পশ্চিমের প্রতি অধিক পরিমাণে নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে এশিয়ার শান্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক সহযোগিতায় যে অধিবেশন সিয়াটেলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেটি মাহাথীর বিন মহম্মদ বয়কট করেছিলেন, অন্যদিকে ইন্দোনেশিয়ার সক্রিয় উপস্থিতি দুটি দেশের মধ্যে একটি খারাপ সম্পর্কের বাতাবরণ তৈরি করে। এমনকি ১৯৯৭ খ্রিঃ যখন এশিয়ার অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয় তখন সুহার্তো পশ্চিমের সাহায্য প্রার্থী হয়েছেন বিশেষ করে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার এর কাছে, যেখানে তিনি ধনী এশীয় ও মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করেননি। যেটি প্রকৃতপক্ষে বলা যায় মাহাথীর বিন মহম্মদ এর বিদেশনীতির বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে ।

'পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক সংকট' এ ইন্দোনেশিয়ার উদাসীনতার কারণ হিসেবে দেখা যায় যে, সুহার্ত মনে করেন মাহাথিরের এই নীতি তাকে তিরস্কার করেছে মাত্র, অপরদিকে সুহার্ত তৎকালীন সময়ের জাভার ঐতিহ্যে প্রভাবিত একটি ব্যক্তিত্ব, যেখানে আদিপর্ব থেকেই একটি শাসন প্রতিষ্ঠা করে চলেছে; তিনি মনে করেন এই বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যতার দ্বারা তার অঞ্চলে শান্তিস্থাপন করা সম্ভব। তিনি আরো মনেকরেন যে বর্তমানে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়ার প্রতি যে মনোভাব, বিশেষ করে মাহাথীর বিন মোহাম্মদের মনোভাব তা পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রী আব্দুল রাজ্জাকের মনোভাবের বিপরীতে

অবস্থান করে।[35] এবং ইন্দোনেশিয়ার প্রতি মাহাথিরের সম্মান যথার্থ নয় বলে বিশেষজ্ঞরা মত পোষণ করেন।

১৯৯৮ সালে সুহার্তোর পরবর্তী সময়ে তৃতীয় রাষ্ট্রপতি হিসেবে বাঁচারুউদ্দিন জসফ হাবিবি ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং তিনি প্রথম রাষ্ট্রপতি জাভার বাইরে থেকে ক্ষমতায় আসেন,এই সময়ে পূর্ব তিমুর স্বাধীনতা লাভ করে, ঠিক এই সময়ে মালয়শিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথীর মহম্মদ, 'হাবিবি' র সাথে অবৈধ অনুপ্রবেশ নিয়ে বৈঠক করেন, ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কঠিন করা হয়। বিশেষত উল্লেখ্য যে এই প্রদেশের অর্থনৈতিক সংকট সমাধানে হাবিবি ও মাহাথীর বিপরীত নীতি গ্রহণ করেছিলেন ফলের তাদের মধ্যে সম্পর্কের তেমন উন্নতি সাধন সম্ভব হয়নি, যেখানে মাহাথীর আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ভান্ডার কে বাতিল করে দিয়েছিলেন সেখানে হাবিবি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ভান্ডার কে স্বাগত জানিয়েছিলেন। [36]

পরবর্তী সময়ে পঞ্চম রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি হিসেবে ইন্দোনেশিয়ার ক্ষমতায় আসীন হন 'মেঘবতী সুকর্ণপুত্রী', তার সুকর্ণের সাথে অনেক ব্যাপারে সাদৃশ্য থাকলেও বৈদেশিক নীতির পরিচালনায় অনেকটাই বিদেশমন্ত্রকের উপর ক্ষমতা অর্পণ করেছিলেন, সুহার্তের প্রতি বিরোধ মনোভাব ও বাবার জনপ্রিয়তা থাকে অনেক সহজ করে দেয় ক্ষমতা লাভে । তিনি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সংঘ গুলির সাথে ভালো সম্পর্ক স্থাপন করেন। তিনি মালয়শিয়ার সাথে সম্পর্ক বিস্তারের ব্যাপারে মনে করেন যে, মাহাথীর বিন মহম্মদ এক অভিজ্ঞ ও দক্ষ , সুদূর প্রসারী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং সেই প্রেক্ষিত থেকে ভালো রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রতিস্থাপন সম্ভব। [37]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই সময়ে দুটি দেশের মধ্যে সম্পর্কের কিছুটা উন্নতি হয়। তবে তিনি ইন্দোনেশিয়ার অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কোন একটিমাত্র উৎসে সীমাবদ্ধনা থেকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জাতি সংগঠনের পাশাপাশি আমেরিকা, ইউরোপের দেশ, আন্তর্জাতিক অর্থ ভান্ডার, বিশ্ব ব্যাংক প্রভৃতি থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন।

উপরিউক্ত এই সমস্ত আলোচনার মাধ্যমে জানা যায় যে, দুটি দেশের জনগণই তারা মনে করেন মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া একটি মাতৃত্বের সম্পর্কে আবদ্ধ; যদিও বিভিন্ন অস্থায়ী ও রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে অনেক সময় অতিবাহিত করেছে দুটি দেশই, তবুও ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে একটি সাদৃশ্যমূলক ঐতিহ্য, রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সামাজিক রুপবিন্যাস এর উপস্থিতি বিদ্যমান। অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে যে দুটি দেশের জাতি গঠনের ক্ষেত্রে একে অপরের সহায়ক, সে ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না ।

• মালয়শিয়া -জাপান সম্পর্কে পূর্বে তাকাও নীতির ভুমিকা

মালয়েশিয়া জাপানের মধ্যে বৈদেশিক সম্পর্কের সূত্র ছয় দশক আগেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। তবে বিশেষ কারণে শেষের তিন দশক, মালয়শিয়ার পূর্বে তাকাও নীতি গ্রহণের সাথে এই দুটি দেশের সম্পর্ক আরো দৃঢ়তা লাভ করেছে। সামরিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই দুটি দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক অসীম গুরুত্ব প্রদান করে। তবে বর্তমানে মালয়েশিয়া ও জাপানের মধ্যে যে একটি নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, যদিও সেটি সক্রিয়ভাবে তেমন কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি, তার কারণ হিসেবে ' কৌশলগত পরিকাঠামো'কেই উল্লেখ করেছেন এই দুইদেশের গবেষকরা। তাদের দাবি বর্তমান সময়ের চীনের বিশালশক্তি হিসেবে নিজের আত্মপ্রকাশ ও সামরিক বাহিনীর উন্নতি করন প্রভৃতি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় চীন জাপানের গুরুত্বকে অনেকটাই হ্রাস করেছে সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, তবে আমাদের আলোচনার প্রধান বিষয়টি হলো মাহাথীরের শাসনাধীন ও বৈদেশিক-পররাষ্ট্রনীতির পরিচালনায় তৎকালীন মালয়েশিয়া ও জাপানের মধ্যে পরিচালিত সম্পর্কের রূপরেখা।

জাপান -মালয়েশিয়া সম্পর্কে আদিপর্ব হিসেবে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই দুটি দেশের মধ্যে একটি সম্পর্কের আদান-প্রদান পরিলক্ষিত হয়, তবে ১৯৫৭ খ্রিঃ মালয়শিয়ার স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে দুটি দেশের মধ্যে সরকারি ভাবে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বাতাবরণ গড়ে ওঠে। বিশেষত ১৯৮০ এর দশকে মাহাথীর মহম্মদ ক্ষমতায় আগমনের সময় থেকে দুটি দেশের মধ্যে বৈদেশিক সম্পর্কটি আরো সুদৃঢ় হয়। দুটি দেশই জাতি গঠনের ক্ষেত্রে ও অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির স্থায়িত্ব উন্নয়নের ক্ষেত্রে একে অপরের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। জাতীয় অর্থনীতি, সামাজিক -সাংস্কৃতিক বিকাশের দ্বারা একটি 'এশীয় মূল্যবোধের' সৃষ্টি করে, মাহাথীর মহম্মদ এর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। [38] তার সময়কাল থেকেই জাপান ও মালয়শিয়ার মধ্যে সম্পর্কের একটি নতুন দিক উন্মোচিত হয় যদি সত্যি প্রশংসনীয়।

পূর্বে তাকাও নীতি

১৯৮২ খ্রিঃ মাহাথীর বিন মহম্মদ ক্ষমতায় আসার পর যে 'পূর্বে তাকাও নীতি' র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা ১৯৮০ খ্রিঃ পূর্ববর্তী সময়ে পরিচালিত মালয়েশিয়া জাপান সম্পর্কে একটি নতুন শক্তির প্রভাব করে। মাহাথীর মহম্মদ পূর্বে তাকাও কর্মপন্থা গ্রহণ করার কারণ হিসেবে বিভিন্ন বৈদেশিক ও দেশীয় উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়।এমনকি এর মধ্যে ' জাপান- মালয়েশিয়া অর্থনৈতিক সংগঠন' এবং মালয়েশিয়া -জাপান অর্থনৈতিক সংগঠনের সূত্রটি এই দুই দেশের একটি

শক্তিশালী অর্থনৈতিক সহযোগিতার নীতি গুলিকে প্রাণবন্ত করেছিল। এবং এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের সূচনা একটি "বিশেষ সম্পর্কের" জন্ম দেয় । মালয়শিয়ার বৈদেশিকনীতি ও জাতি গঠনের কারণ হিসেবে এই 'পূর্বে তাকাও পরিকল্পনা' বহুমুখীকরণেরই সূচনাস্বরূপ, এক্ষেত্রে যে সমস্ত কর্ম গ্রন্থ গুলি কে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল সেগুলি হল, মালয়শিয়ার পশ্চিম এর উপর অর্থনৈতিক ভাবে নির্ভরশীলতা হবার প্রবণতা হ্রাস করা; বিশেষ করে মালয়শিয়ার উপনিবেশিক শক্তি বৃটেনের উপর নির্ভরশীল না থাকার কর্মসূচি গ্রহণ করা।[39] জাপানের উন্নতিশিল ও উন্নত রাষ্ট্র ব্যবস্থা , জাপানের কর্মপন্থা, ও মানবিকতার মানদণ্ডে মালয়শিয়ার সমাজ ব্যবস্থাকে নতুনভাবে প্রতিস্থাপন করাই এই পূর্বে তাকাও নীতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

তবে মালয়েশিয়া বাজারে বিনিয়োগ ও জাপানি ভারী শিল্পের প্রযুক্তি মালয়েশিয়ায় উপস্থাপন করাও এই নীতির অপর একটি দিক ছিল।

এছাড়া এই ১৯৮০ এর দশকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশই 'পশ্চিমী বশীকরণ' এর নীতিতে তাদের বৈদেশিক ও পররাষ্ট্র নীতির পরিচালনা করলে মালয়েশিয়া এই অঞ্চলে জাপানি সহযোগিতার মাধ্যমে একটি 'বিশেষ সম্পর্ক ' স্থাপন করে পশ্চিমী সংস্কৃতির আগমনের ক্ষেত্রে একটি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন। কেননা আমরা মালয়শিয়ার পররাষ্ট্র নীতি ও জাতি গঠনের ক্ষেত্রে সর্বদা মাহাথীর বিন মোহাম্মদের একটি 'পশ্চিমী উদাসীনতা' প্রকাশ পরিলক্ষিত করি। তিনি কোনোভাবেই উপনিবেশিক শক্তিগুলির সহযোগিতায় জাতি গঠনের প্রক্রিয়া টি পরিচালনা করার পক্ষপাতিত্ব করেননি। তাই তিনি জাপানের সহযোগী তাকে সম্পূর্ণভাবে আমন্ত্রণ ও স্বাগত জানান; আর তারই পরিণতি হিসেবে পূর্বে তাকাও নীতি বা কর্মপন্থাকে তিনি বাস্তবিক রূপ দান করেন। ঠিক একইভাবে জাপানেরও বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় আমেরিকার প্রতি নির্ভরশীলতা হ্রাস করার ব্যবস্থা গৃহীত হয় ও সদ্য এশিয়ার দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলে অর্থনৈতিকভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিশেষ করে মালয়শিয়ার অভ্যন্তরীণ বাজারে জাপানের একটি বিনিয়োগ পরিলক্ষিত হয়। তবে সম্পূর্ণভাবে জাপানের আমেরিকার প্রতি নির্ভরশীলতা বিলোপসাধন না হলেও অনেকাংশেই জাপান আমেরিকার বিকল্প হিসেবে 'দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে' গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে।[40] জাপান ও মালয়শিয়ার উভয় দেশেই গবেষকরা এটি স্বীকার করে নিয়েছেন যে, পূর্বে তাকাও নীতি বা পরিকল্পনাটি, মাহাথীর বিন মহম্মদ গ্রহণ করেছিলেন মালয়শিয়ার সক্রিয় জাতি গঠনের অস্ত্র হিসেবে, সেটি যে এককভাবে মাহাথীর বিন মহম্মদ এর রাজনৈতিক বিচক্ষণতাকে প্রকাশ করেছে এবং সম্পূর্ণভাবে 'পশ্চিমী প্রতিবন্ধকতা' বা 'উপনিবেশিকতা বিরুদ্ধকরন' এর কর্মসূচি, সে ব্যাপারে গবেষকরা একমত প্রকাশ করেছেন।

অপরদিকে মালয়শিয়ার বিদেশনীতি তে এই পূর্বে তাকাও নীতি কে মাহাথীর বিন মোহাম্মদের " ইটের পরিবর্তে পাটকেল" এর স্বরূপ বলে বর্ণনা

করেছেন বিশেষজ্ঞরা; তারা মনে করেন ব্রিটিশ সরকার পড়াশোনার ফি বাবদ মালয়শিয়ার ছাত্রদের উপর অতিরিক্ত পরিমাণে আর্থিক চাপের সৃষ্টিকরে ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে, যেটি মাহাথীর বিন মহম্মদ কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেন নি।ফলে তিনি প্রতিশোধ বা বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে বৃটেনের উপর অনেকাংশে কোনরকম নির্ভর না থেকে জাপানকে মালয়শিয়ার পরিপূরক হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

এই সময় মাহাথীর লন্ডনের ধাতু বিনিয়োগ কোম্পানিগুলির উপর প্রতিবন্ধকতা গড়ে তোলেন এবং আরো বহুবিদ ব্রিটিশ কোম্পানীগুলির জাতীয় করণের মাধ্যমে এই পূর্বে তাকাও পরিকল্পনার মাধ্যমে পশ্চিমে বর্জন মনোভাবকে বাস্তবিক রূপদান করেন।[41] এই প্রসঙ্গে মাহাথীর ও ইশিহারা এর যুগ্মপ্রকাশ যেটি পরিষ্কারভাবেই পশ্চিমা সভ্যতা কে 'না' বলে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। **১৯৯৫** খ্রিঃ পরে এটির ইংরেজি অনুবাদ নতুন ভাবে প্রকাশ পায়, যার নাম, ' এশিয়ার আওয়াজঃ আগত শতাব্দীর দুটি নেতার নেতৃত্বের আলোচনা' ।[42]

এই সংস্করণে খুব স্পষ্টভাবেই মালয়েশিয়া ও জাপানের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, এবং পশ্চিমা সভ্যতা কে সম্পূর্ণভাবে নাকচ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ মাহাথিরের শাসনকালে এই পূর্বে তাকাও পরিকল্পনার নীতিটি তার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে একটি নতুন পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন। তিনি মালেশিয়ার জাতি গঠনের প্রক্রিয়াকে এই প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন ভাবে প্রাণ দান করেছিলেন। তিনি পশ্চিমি সতর্কীকরণের সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং জাপানের ভাবাদর্শকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে এই জাতি গঠনের প্রক্রিয়াটিকে সামনে পরিচালিত করেছিলেন। মালয়শিয় সমাজের সামাজিক -অর্থনৈতিক বিকাশ ও সামাজিক পরিকাঠামোর বিকাশে, সংস্কৃতির ঐতিহ্যকরনে ও ভারী শিল্পের প্রযুক্তির আমদানিকারণে মাহাথীর কখনোই পশ্চিমের উপনিবেশিকতা কে গ্রহণ করেননি, তিনি সে ব্যাপারে জাপানকেই প্রধান প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

ডঃ মাহাথীর মহম্মদ **১৯৮২** খ্রিঃ যে পূর্বে তাকাও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন সেটি মূলত জাপানি ভাবাদর্শে প্রস্ফুটিত হলেও এককভাবে যে জাপানিকরন বলেছিলেন এমনটা কিন্তু নয়; তিনি এই পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নত মানের প্রযুক্তির মালয়েশিয়ায় আনয়ন ও কার্য সাধনের নৈতিকতাকে আরো উন্নয়ন করার মাধ্যমে মালয়শিয়ার সাথে পূর্ব এশিয়ার অর্থনীতির সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করেছিলেন। তাই মালয়েশিয়াকে জাপানের পাশাপাশি কোরিয়ার সাথেও দ্বিপাক্ষিকসম্পর্কের বাতাবরণ গঠনের ব্যাপারটি পরিলক্ষিত হয়।

আসলে " পূর্বে তাকাও নীতি কে বলা যায় ,মালয়শিয়ার জাপানের প্রতি নজর জ্ঞাপন ও অন্যান্য শক্তিশালী অর্থনৈতিকভাবে উন্নয়নশীল পূর্ব এশিয়ার জাতিগুলির কাছ থেকে প্রেরণা গ্রহণ,

পদ্ধতিও প্রক্রিয়ার সদব্যবহারের মাধ্যমে মালয়েশিয়া উন্নতিসাধন করা ও একটি শক্তিশালী জাতি হিসেবে মালয়েশিয়াকে এশিয়ার পরিচিতি প্রদান করার নীতি"।[43]
মালয়েশিয়ায়, বিশেষ করে মাহাথীর বিন মোহাম্মদের, অর্থনৈতিক উন্নতিকরণ ও শিল্পের বিন্যাস করে কিভাবে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থায়িত্বের মাধ্যমে পরিকাঠামোর আমূল পরিবর্তন সাধন সম্ভব, সেটি জানার উন্মাদনারই ফলশ্রুতি হল পূর্বে তাকাও কর্মসূচি।

পূর্ব তাকাও পরিকল্পনা যে সম্পূর্ণভাবে জাপানের উপর নির্ভরশীল হয়েপড়া নয়, জাপানি পদ্ধতিকেই একমাত্র অবলম্বন হিসেবে গ্রহণকরা নয়, মালয়শিয়ার বৈদেশিক নীতির স্রষ্টারা খুব পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করেছেন।[44] এর মানে হল মালয়েশিয়া জাপানের কর্মপদ্ধতি থেকে প্রভাবিত হয়ে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতাকে কাটিয়ে জাপান যেভাবে একটি সুগঠিত জাতি গঠন করতে সক্ষম হয়েছে সেই দিকগুলিকেই মালয়েশিয়া বিশেষভাবে প্রাধান্য দিয়ে তার নিজের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে প্রতিস্থাপন করতে চেয়েছিলেন। কেননা মালয়েশিয়ায় এই ব্যাপারে খুবই সচেতন ছিলেন যে কোন কিছুই বিনামূল্যে অর্জন করা সম্ভব নয়, তার পেছনে অবশ্যই সাহায্যকারী গোষ্ঠীর একটি স্বার্থ জড়িত থাকে। তাই মাহাথীর বিন মহম্মদ পূর্বে তাকাও মানে কখনোই জাপানিকরন বলে বা সম্পূর্ণ ভাবে পশ্চিমের সাথে সম্পর্ক পরিচালনাকে বন্ধ করে দেওয়াকে ইঙ্গিত করেননি। তিনি মূলত এই প্রকল্পের মাধ্যমে পশ্চিমের প্রতি অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতাকে কমিয়ে এবং পূর্বের সাথে বহুজাতিক সম্পর্কের উন্নতি সাধন করে অ্যাক্টিভ পূর্ব-পশ্চিম ভারসাম্যের সৃষ্টি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। কেননা মালয়েশিয়াকে জাপানের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতি সাধন করতে পরিলক্ষিত হলেও চীন আমেরিকা উন্নত বাজার-ব্যবস্থা সম্পর্কে উদাসীনতার প্রকাশ কিন্তু পরিলক্ষিত হয়নি। অর্থাৎ 'পূর্বে তাকাও নীতি' মাহাথীর বিন মহম্মদ এর পরিচালিত রাজনৈতিক বিচক্ষণতার একটি সফল দৃষ্টান্ত।

মাহাথিরের ভাষায়, " মালয়শিয়ার পরিবর্তন সাধন অবশ্যই পরিকল্পিত ও সঠিক সময়ে হতে হবে; অন্ধভাবে শিলালিপির পুনঃ নবীকরণ নয় বরং হতে হবে সতর্কীকরণ ভাবে রাজনীতির শ্রেণীবিন্যাস এবং তাদের কার্যকরীতার দ্বারা। এবং শেষ অবধি ঈশ্বরের ইচ্ছায় সেটির বাস্তবায়ন করতে হবে"। [45]
এই বক্তব্যটি মূলত মালয়শিয়ার বহুজাতিক সমাজের সাম্প্রদায়িকতা ও বেসরকারিকরণের ব্যাপার গুলিকে মাথায় রেখেই উচ্চারিত হয়েছিল। কেননা যেভাবে জাপান ও মালয়শিয়ার মধ্যে একটি 'বিশেষ সম্পর্ক' সৃষ্টি হয়েছে এই পরিস্থিতিতে মালয়শিয়ার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার স্থিতাবস্থার প্রয়োজনীয়তা আবশ্যিক। কেননা মাহাথীর বিন মহাম্মদ সদাসচেতন ছিলেন

যে কোন জাতির পক্ষেই তার অভ্যন্তরীণ অস্থির পরিবেশে একটি ইতিবাচক বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনা করা সম্ভবনয় এবং একটি সুগঠিত দায়িত্বপূর্ণ জাতি গঠন করা সম্ভবনয়।

উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে এই গবেষণামূলক প্রবন্ধের বিশেষ করে মাহাথীর বিন মোহাম্মদের ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে গ্রহণ করা পূর্বে তাকাও পরিকল্পনা দুই দশকেরও বেশি সময় অতিবাহিত হলেও আজও যে মালয়েশিয়া, জাপান ও কোরিয়ার পরিচালিত বিদেশনীতি ও জাতি গঠনের মানদণ্ডগুলিকে অনুসরণ করে চলেছেন এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কেননা ২০২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মালয়েশিয়া প্রথম বিশ্বের দেশগুলোর সাথে একই সরলরেখায় তাদের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক ভাবমূর্তি বিনিময়ের স্বপ্ন দ্যাখে।

এই প্রসঙ্গে মাহাথীর বিন মহম্মদ এর একটি মনোভাব বিশেষ উল্লেখ্য, " পূর্বে তাকাও নীতি পরিচালনা করার দুই দশকেরও বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরেও আজো তার গুরুত্ব অসীম। বর্তমানে মালয়েশিয়া একটি দ্রুত উন্নত দেশ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে"। [46]

পূর্বে তাকাও নীতি যে একটি সাফল্যমন্ডিত প্রকল্প হিসেবে স্থান লাভ করেছে সে বিষয়ে মাহাথীর বিন মহম্মদ সুনিশ্চিত। কেননা এই নীতি সত্যিই মালয়শিয়ার বহু জাতিক সম্প্রদায়ীক সমাজে একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। এই নীতির মাধ্যমে মালয়েশিয়া তার প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে সাফল্যমন্ডিত ভাবে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক পরিচালনায় সক্ষম হয়েছে। আজ মালয় সমাজে নাগরিকদের বাৎসরিক আয় ও জীবন যাপনের মানের উন্নতি সাধন সম্ভব হয়েছে। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের পূর্ববর্তী সময়ে মালয়েশিয়া ও জাপানের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় থাকলেও তাতে তেমন ভাবে সহযোগিতার মাপকাঠিটি প্রকাশ পেয়েছিল না ; যেমনটি মাহাথীর বিন মহম্মদ ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পরবর্তী সময় গুলিতে প্রকাশ পেয়েছে।

তাই মাহাথিরের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক জীবন ও বিচক্ষণ ব্যক্তিত্বইযে আজ মালয়েশিয়াকে মেরুদন্ড সোজা করে বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোর সাথে একই সারিতে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। ঠিক একইভাবে বহুজাতিক মালয়েশিয়া সমাজে একটি সুবিন্যাস্তজাতীর প্রতিষ্ঠাই মাহাথিরের প্রধান উদ্দেশ্যছিল। অর্থাৎ জাপান ,চীন ও তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই সংস্কৃতির প্রভাব মালয়শিয়ার জাতি গঠন প্রক্রিয়ায় পরিলক্ষিত হয়; যেটির পরিপূর্ণতা দান করেছিল এই পূর্বে তাকাও কর্মসূচি।

- পূর্বে তাকাও বনাম পশ্চিমে তাকাও

মাহাথীর বিন মহম্মদ এর পূর্বে তাকাও নীতি বা পরিকল্পনা সাথে পশ্চিমে তাকাও নীতির ঠিক কতটা সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়; সেটিই এই অনুচ্ছেদে আলোচনার বিষয়বস্তু। ২০০২ সালে 'পূর্বে তাকাও নীতি'র ২০ তম বাৎসরিক পরিপূর্ণতা উপলক্ষে মাহাথীর বিন মহম্মদ জাপানে যে বক্তব্য পরিবেশন করেন, তাতে খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিয়মান যে পূর্বে তাকাও নীতি মালয়শিয়ার জাতি গঠনের ক্ষেত্রে একটি সক্রিয় হাতিয়ার। মাহাথীর খুব উদার ভাবেই জাপানিদের কার্যধারা, তাদের সাফল্য ,তাদের জনগণের দেশের প্রতি দেশাত্মবোধ ও ভারী শিল্পের পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটিয়ে জাপান যেভাবে একটি সফল জাতি গঠনে সম্ভবপর হয়েছে , তার প্রশংসা করেছেন। [47]
এবং তিনি পূর্বে তাকাও নীতির মাধ্যমে ,এই জাপানের ঐতিহ্য অনুকরণ এর মাধ্যমেই যে মালয়শিয়ার তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে 'উন্নত' বলে বিবেচিত হয়েছে সে বিষয়ে খুব খোলামেলা মতপোষণ করেন।

মাহাথীর বিন মহম্মদ মালয়শিয়ার প্রশাসন পরিচালনা করেছিলেন ২২ বছর, যেটি তাকে সব থেকে বেশি সময়কাল কার্যাধীন প্রধানমন্ত্রীর খেতাব দেয়। তিনি যে মালয়েশিয়া রাজনৈতিক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব এবং এই ব্যক্তিত্বইযে মালয়েশিয়াকে বিশ্বের মানচিত্রে জায়গা করে দিয়েছে সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কেননা তার কার্যকালকেই মালয়েশিয়াকে "নতুন শিল্পায়ন দেশ" বলে মনে করা হয়। অর্থাৎ মালয়শিয়ার জাতি বিন্যাসে ও সামাজিক কার্য ধারাকে নতুন রূপ দান এর ব্যাপারে মাহাথিরের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ব্যক্তিত্ব এককভাবে প্রশংসনীয় ও অবিস্মরণীয়। তবে খুব স্বাভাবিকভাবেই সমালোচকরা তার কিছু কিছু দিককে সমালোচনার সম্মুখীন করেন ;মাহাথীরের অনেক বৈশিষ্ট্যকে কর্তৃত্ববাদী, কুটিল ও একগুঁয়ে বলে অভিহিত করেছেন। বিশেষত এই 'পূর্বে তাকাও বনাম পশ্চিমে তাকাও' প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন খুব স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসে যে, আসলেই কি পশ্চিমে তাকাও বাক্যটি এখানে সামঞ্জস্যতা লাভ করেছে? , নাকি তার পরিবর্তে 'পশ্চিম বর্জন' নীতিই গুরুত্ব লাভ করেছে? সেটই এখন আলোচনার প্রধান বিষয়।

শুধু মাত্র ৯০এর দশকের মাঝামাঝি 'অর্থনৈতিক সংকটের' সময়টিকে বাদ দিলেমালয়শিয়ার 'মোট জাতীয় আয়ের' এর একটি স্থায়ী উন্নয়ন পরিলক্ষিত করা যায় । এবং এমন একটি রাষ্ট্রে পরিণত হয় যেখানে অন্যান্য পূর্ব এশিয়ার সমস্ত দেশগুলোকে পেছনে ফেলে দেয়। শহরায়ন ও শিল্পায়নের উন্নতি বিধানে ঘটিয়ে মালয়েশিয়াকে একটি নতুন শিল্পাউন্নত দেশে পরিণত করেন মাহাথীর বিন মহম্মদ।

তবে সে ক্ষেত্রে পশ্চিমী উদাসীনতা খুব স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত। এক কথায় মালয়েশিয়া পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনায় ‘পশ্চিমী বর্জন’ নিতিটি প্রত্যক্ষভাবে প্রতীয়মান হয়। তিনি মনে করতেন পশ্চিমী আদর্শ, ঐতিহ মূল্যবোধ অধঃপতনের দিকে প্রবাহিত হয়েছে। পূর্বে তাকাও নীতির সাথে সাথে মাহাথীর ‘ ব্রিটিশ দ্রব্যের অন্তিম ক্রয়’ নীতি গ্রহণ করেন। যেটি ব্রিটিশ দ্রব্যের পরিবর্তে দেশীয় ও অন্যান্য বন্ধুত্বপূর্ণ দেশের সাথে পণ্য ক্রয়ের কথা বলেন। যেটি জনসমাজে খোলামেলাভাবে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের পরিচয় দেন।[48] তবে মাহাথিরের এমন পরিকল্পনা গ্রহণের কারণ হিসেবে পররাষ্ট্র নীতি বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করেন যে, ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে মালয়শিয়ার ছাত্রদের জন্য ফি বাবদ মূল্য বৃদ্ধি করা ও ব্রিটিশ শেয়ারবাজারের মালয়েশীয় বিরোধী মনোভাবেরই ফল। ফলে এই সমস্ত নীতি গ্রহণের মাধ্যমে মাহাথীর বিন মহম্মদ পশ্চিমে বিশেষ করে বৃটেনের প্রদেয় সাহায্য থেকে সরে এসে একটি স্বাধীন অর্থনীতির পরিচালন করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। তবে এই ব্রিটিশ দ্রব্য ক্রয়ের উপরে নিষেধাজ্ঞার নীতি পরবর্তী ২ বছর অর্থাৎ ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে অপসারণ করা হয় এবং মার্গারেট থ্যাচার ও মাহাথীর বিন মহাম্মদ এর মধ্যে একটি শক্তিশালী দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সূচনা হয় স্থায়ীভাবে। তবে এই ‘ব্রিটিশ দ্রব্যের অন্তিম ক্রয়’ নীতিকে সরকারিভাবে কেবলমাত্র পশ্চিমী বর্জন বা পূর্বের দেশগুলীর প্রতি আমদানি করার মানসিকতার উন্নতি সাধন বলে অভিহিত করলে ভুল হবে ; আসলে এই আলোচনার মাধ্যমে খুব সহজেই বোঝা যায় যে, মাহাথীর বিন মহম্মদ এশিয়ার দেশগুলোর প্রতি সহনশীল মনোভাবের প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ তিনি ‘এশিয়ার মূল্যবোধ’ কে স্বতন্ত্র ভাবে প্রতিস্থাপন ও পশ্চিমের প্রতি কম নির্ভরশীল হওয়ার পরামর্শ প্রদান করেছেন। কেননা এই প্রসঙ্গে মাহাথীর বিন মহম্মদ এর ১৯৮১-২০০৩ খ্রিঃ সময়কালে পরিচালিত আমেরিকার সাথে সম্পর্কও যে খুব মধুর ছিল সেটা কোনভাবেই বলা যায় না। এই দুটি দেশের মধ্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বাণিজ্যিক মতপার্থক্যের ধারা পরিলক্ষিত হয়। ওয়াশিংটন এই ‘এশিয়ার শান্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক সহযোগিতা অঞ্চলগুলিতে’ উন্মুক্তকরনের জন্য চাপ সৃষ্টি করলে মালয়েশিয়া তার পরিবর্তে ‘ পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক সংঘ’ গঠনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন; যার বিরুদ্ধচারণ করেন আমেরিকা। খুব স্বাভাবিক ভাবে দুটি দেশের মধ্যে বৈদেশিক সম্পর্ক তলানীতে পৌঁছায়। তবে অনেকের মতে আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতির পরিচালকরা কখনোই মালয়শিয়ার নেতৃত্ব দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেননি, যার পরিণতি হিসেবে মালয়শিয়ার জনগণের মধ্যে আমেরিকা বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হয়।[49]

অর্থাৎ এই আলোচনার এটি খুব স্পষ্ট যে, কেবলমাত্র ব্রিটিশ বা আমেরিকায় নয়, মাহাথীর মহম্মদ ছিলেন একজন ‘প্রো-ইস্ট’ বা ‘সক্রিয় পূর্ব’ পরিকল্পনার প্রচারক, যেটির মাধ্যমে অনেকাংশে পশ্চিমের উপর নির্ভরশীলতাকে কাটিয়ে উঠে পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সাথে সম্পর্কের উন্নতির মাধ্যমে ‘এশিয়-মূল্যবোধ’ কে প্রাধান্য দেয়া সম্ভব হবে।

অতএব মাহাথীর বিন মহম্মদ খুব বুদ্ধিমত্তার সাথেইএকেবারে ‘পশ্চিমের’ সাথে সম্পর্ক বিচ্ছেদ না ঘটিয়ে আবার ‘পূর্ব’ কে প্রাধান্য দিয়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে মালয়েশিয়ায় সুসংগত জাতি গঠনের ব্যাপারে সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। তাই কোনভাবেই পূর্বে তাকাও নিতীকে এককভাবে যেমন ‘পশ্চিমী-বর্জন’ বলা যায় না বা ‘জাপানিকরান’ও বলা যায় না; এটি আসলে এমন একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা যেখানে মালয়েশিয়া তার সর্বাধিক উন্নতি সাধনে সক্ষম।

- ## মাহাথীরের বৈদেশিক নীতির পরিচালনায় ও রাষ্ট্র গঠনে ‘ইসলামের’ ভূমিকা

মালয়শিয়ার সমাজে ‘ইসলামের’ একটি বিশেষ ভূমিকা পরিলক্ষিত করা যায়। প্রথমত সমস্ত স্থানীয় ও আদি মালয়েশিয়ারা ইসলামী ধর্মাবলম্বী ছিল , তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই এই ধর্মের বিশ্বাস কারী এবং অন্যান্য গোষ্ঠী বা জাতির মধ্যে একটি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মাহাথীর বিন মহম্মদ এর পূর্বে তাকাও নীতির পরিচালনার কারণে স্থানীয় কিছু মুসলিম জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। তাদের মতে মূলত এই পূর্বে তাকাও পরিকল্পনা অনেকাংশে জাপানের কার্য পরিচালনার ঐতিহ্য এবং তাদের আদর্শ ও মতাদর্শকে অতিমাত্রায় প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে মাত্র, সেখানে জাপানি ধর্ম বিশ্বাসের সাথে মালয়শিয়ার ইসলাম ধর্ম বিশ্বাসের কোনরকম সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না। কেননা জাপানি জাতি বর্গ কনফুসিয়াস এর বিশ্বাসকে অতিমাত্রায় প্রাধান্য দেয় এবং মেনে চলেন যেখানে মালয়েশিয়ারা প্রাধান্য দেয় মহম্মদ(সাঃ) এর পরিচালিত ইসলামিক আদর্শকে। তাই খুব স্বাভাবিক কারণেই দুটি দেশের আত্মার মেলবন্ধন সম্ভব নয়; তবে এই প্রসঙ্গে মাহাথীর বিন মহম্মদ এর ভাষায়, এই বৈপরীত্য থাকলেও এই দুটি দেশের মধ্যে যে কার্য পরিচালনার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে তা আসলে ইসলামের প্রতিবন্ধকতা নয় বরং ইসলামের সাথে সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছে।[50] মালয়শিয়ার সমাজে ইসলাম যে কেবলমাত্র ধর্ম নয়, এটি একটি আদর্শ; মালয়শিয়ার স্বাধীনতা লাভের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে প্রতি সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করেছে।

কেননা ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের দিকে যখন ইসলামিক ভাবাদর্শকে মালয়েশিয়া জনগণ অতি সক্রিয় ভাবে রাষ্ট্রপরিচালনার নীতির মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করতে থাকে, তখন ‘মালয়শিয়ার ইসলামিক দল’ খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে। এরকম পরিস্থিতিতে মাহাথীর মহম্মদ তার দল ‘সংযুক্ত মলয় জাতীয় সংগঠন’ কে ইসলামিক ভাবাদর্শে পরিচালিত দল বলে প্রকাশ করেন।

যদিও মালয়শিয়ার ইসলামী দল এই ‘সংযুক্ত মলয় জাতীয় সংগঠন’ কে কম ইসলামিক ভাবাদর্শের উদ্বুদ্ধ বলে অভিযোগ করেছিলেন। [51] তাই ‘ইসলাম’ ধর্মকে মালয়শিয়ার রাজনৈতিক ভাবাদর্শ প্রাথমিক পর্ব থেকেই সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পরিলক্ষিত হয়। মাহাথীর খুব ভালোভাবেই

সচেতন ছিলেন যে যদি' ইসলামিক' ভাবাদর্শকে বাইরে রেখে তার রাজনৈতিক দলের পরিচিতির প্রচেষ্টা করা হয় সেটি কোনভাবেই সাফল্যমন্ডিত হবে না। তাই সঠিক সময়ে সঠিক ভাবে যদি ধর্মীয় ছত্রছায়ায় বিরাজ করে মালয়শিয়ার জনসমাজের মধ্যে একটি বিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি করা যায় তাহলে তার ক্ষমতায় আসা খুবই সহজসাধ্য হবে; যেটি সত্যি পরবর্তীতে বাস্তবায়িত হয়েছিল। পরবর্তীতে মাহাথীর বিন মহম্মদ এই সিদ্ধান্তে মত প্রকাশ করেন যে, সরকারকে অবশ্যই ধর্মীয় বিশ্বাসের থেকে দূরে থাকতে হবে, যেটি তাকে মুসলিম ছাড়াও অন্যান্য গোষ্ঠীগুলোকে তার দলে আনতে সক্ষম করে। আবার একইভাবে তার দলকে 'মালয়শিয়ার ইসলামী দল'র থেকে বেশি মুসলিম পরায়ন বলে অভিহিত করেন এবং সমস্ত ইসলাম ধর্ম বিশ্বাসীদের তার দলে আনতে সক্ষম হন। অর্থাৎ তার রাষ্ট্রপরিচালনা নীতিটি অতিমাত্রায় রাজনৈতিক; যেখানে কিভাবে জনসমর্থন লাভ সম্ভব সেটিই প্রধান বিষয় ছিল।

এত কিছু সত্ত্বেও তিনি দুর্ভাগ্যবশত চিনা ও ভারতীয়দের সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে আনয়ন করতে অক্ষম হন। আবার তার কিছু বৈশিষ্ট্য অন্যদিকে প্রকাশ করে, তিনি জনসমর্থন এর পরিবর্তে বা বেশি ভোট লাভের তোয়াক্কা না করে 'ইসলামীকরণ' এর উপর অতিমাত্রায় ঝোঁক প্রদর্শন করেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে ও ইসলামের সক্রিয় একজন প্রবক্তা ছিলেন। অনেকের মতে মাহাথিরের 'পূর্বে তাকাও নীতি' যদি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হত তবে তিনি 'ইসলামীকরণের' মাধ্যমে মালয়শিয়ার ভাবাদর্শ মূল্যবোধ ও জাতি গঠনে প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতেন।

মালয়শিয়ার সমাজে ইসলামের প্রভাব যে শুধুমাত্র এই স্বাধীনতার সময় কালিন সময়ে সক্রিয় রূপ লাভ করেছিল তেমনটা নয়। এই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অঞ্চলগুলিতে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে মূলত দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর সময়ে, বিশেষ করে আরব বণিক এবং ভারতীয় ও চীনা 'ধর্মগুরু' দের দ্বারা।

তৎকালীন সময়ে স্থানীয় জনগণের কাছে ইসলামের সমানাধিকারের ধারা ও গণতন্ত্রের ধারণা খুব সহজেই গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। যদিও তার পূর্ববর্তী সময় থেকে এই অঞ্চলে হিন্দু জনবসতি বিদ্যমান থাকলেও পরবর্তীতে স্থানীয় শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা ইসলামকে গ্রহণ ও প্রচারের মাধ্যমে অচিরেই এই অঞ্চলে সক্রিয় ভাবে 'ইসলাম ধর্ম' বিকাশ লাভ করে।[52] এবং এই সময় থেকেই মালয়েশিয়া একটি পরিপূর্ণতা লাভ করে ও যেটি পরবর্তীতে ইসলামের ধারাকে বজায় রেখেই তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। শাসকের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ধর্মীয় ভাবাদর্শের কোনো পরিবর্তনঘটেনি। এমনকি পরবর্তী সময় গুলিতে মালয়শিয়ার বিদেশনীতির পরিচালনায় 'ইসলাম' একটি নীতিতে পরিণত হয়েছে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে মালয়শিয়ার সংবিধানে ইসলামকে দেশের ধর্ম বলে অভিহিত করা হয়েছে , তবে অন্যান্য ধর্মের উপস্থিতিকে অস্বীকার কখনোই করা হয়নি। অন্যান্য ধর্ম গুলি মালয়েশিয়া শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে ও

যুক্তরাষ্ট্রীয় ঐক্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। [53]

মালয়শিয়ার প্রথম প্রধানমন্ত্রী টুনকু আব্দুল রহমান এর পরিচালিত রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি ও জাতি গঠনের নীতি গুলিকে যদি দৃষ্টিপাত করা হয় তাহলে অনুধাবন করা যায় যে, তিনি ব্রিটিশ শাসনাধীন কালে পরিচালিত 'ধর্মনিরপেক্ষতার' নীতি কে মেনে নিয়েছিলেন। ব্রিটিশরা মূলত এককভাবে ইসলামিক গোষ্ঠী গুলির রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ও ক্ষমতা লাভের পক্ষপাতিত্ব করেননি। ঠিক তেমনি আব্দুল রহমানও তার শাসনাধীন ব্রিটিশ মনোভাবকে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নানাবিধ সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী গুলির সমন্বয় সাধনের দ্বারা একটি পরিপূর্ণ মালয়শিয়ার গঠনের কথা বলেছিলেন। তিনি **১৯৬৯** খ্রিঃ ভোটের সময় যে ভাষণ জাতির উদ্দেশ্যে সামনে রেখেছিলেন সেটি হল ,

"মালয়শিয়রা তাদের নিজেদের প্রচেষ্টায় রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হয়েছে। ভারতীয় ও চীনারা অর্থনৈতিক ক্ষমতা দখলের সক্ষম হয়েছে, এবং এই গোষ্ঠীর সঠিক সংমিশ্রণ ও সহনশীলতার মাধ্যমে একটি চিরস্থায়ী, শান্তিপূর্ণ ও পরিবেশের সৃষ্টি সম্ভব এই মালয়শিয় সমাজে।"[54]

যদিও তার এই ভাবনা চরমভাবে 'মালয়শিয়ার ইসলামিক দল' ও অন্যান্য ইসলামী সংগঠনগুলো তারা চরমভাবে সমালোচনার সম্মুখীন হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে টুনকু আব্দুল রহমানের সময়কালে দেশীয় এবং বৈদেশিক নীতির পরিচালনায় কখনোই ইসলামিক ভাবাদর্শকে সক্রিয় ভাবে প্রভাব বিস্তার করতে দেখা যায়নি। তবে পরবর্তী সময়ে আব্দুল রাজ্জাক মালয়শিয়ার ইসলামইক দলের আদর্শে তার শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং মাহাথীর বিন মহম্মদ এর প্রধানমন্ত্রীত্ব কালে নতুন এক নীতির ধারা লক্ষ্য করা যায়।তিনি ইসলামকে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির মুখ্যমানদণ্ড হিসেবে পরিচালনা করলেও অন্যান্য ধর্মের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন।[55] মাহাথীর বিন মহম্মদ মনে করতেন যে, কোন দেশের মুসলিম জনগোষ্ঠী সেই দেশের সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগরিষ্ঠ যাই হোক না কেন তাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে, ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারণ হোক বা কোন জাতির জাতি গঠনের ক্ষেত্রেই হোক না কেন। আসলে মুসলিমদের একটি বিশ্বসমাজেও বিশেষ ভূমিকা থাকে। বর্তমান পরিবর্তিত সমাজে মানব ইতিহাসের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, এক্ষেত্রে কোথাও যেমন ধর্মের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে গেছে তেমনি কোথাও আবার নতুন করে ধর্মের মানে বোঝার মাধ্যমে জীবন ধারার সৃষ্টি হচ্ছে, অর্থাৎ ভারসাম্য সৃষ্টির জন্য সমগ্র সমাজে ইসলামের পরিবিস্তারই লাভজনক, যদিও সেখানে অনেক মতবিরোধ আছে তবে এই ইসলামিক ভাবাদর্শের ভূমিকা কেবলমাত্র মুসলিম সমাজেই নয় ও অ-মুসলিম সমাজেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে। [56]

এই আলোচনার মাধ্যমে মাহাথিরের বৈদেশিক নীতির বৈশিষ্ট্য হিসেবে ইসলামের যে একটি সক্রিয় ভূমিকা বিদ্যমান তার প্রকাশ পায়। তিনি ইসলামের আদর্শ সামনে রেখে মালয়শিয়ার জাতি গঠনের ও রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া টি পরিচালনা করেছেন। মালয়শিয়ার সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলির অনেকটাই স্থিতাবস্থা পরিলক্ষিত হয় তার শাসনকালে। অর্থাৎ তিনি যে ইসলামকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে সাফল্যমন্ডিত ভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন তা খুব স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়।

- মাহাথীরের 'দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগীতা' নীতির প্রবর্তন ও 'বিশ্বায়নের' প্রভাব

মাহাথীর বিন মহম্মদ এর সময়ে 'দক্ষিণ দক্ষিণ সহযোগিতা' নীতির প্রবর্তন তার বিদেশনীতি পরিচালনায় একটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিল। দক্ষিণের দেশ গুলির পরিচটি লাভ করে বিভিন্ন বহুপাক্ষিক গোষ্ঠীগুলির সাথে যেমন জি-৭৭ ও জি -১৫, নির্জোট আন্দোলনের সদস্য দেশ গুলির সাথে সম্পর্ক পরিচালনার মাধ্যমে ।[57] কেননা মাহাথিরের প্রধানমন্ত্রিত্ব এই দক্ষিণের দেশগুলির সঙ্ঘবদ্ধকরনের কাজটি বিশেষ ভাবে পরিচালিত হয়েছিল। এমনকি মাহাথীর বিন মহম্মদ দক্ষিণ দক্ষিণ সহযোগিতা মুখপাত্র হিসেবেও পরিচিতি লাভ করেছিল। [58]এমনকি তিনি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর উন্নতি সাধনের মাধ্যমে মালয়েশিয়াকে এই অঞ্চলের নেতৃত্ব দানকারী দেশে পরিণত করার স্বপ্ন দেখেন। তিনি মনে করতেন যে এই দক্ষিণ এশিয়ার দক্ষিণ দক্ষিণ সহযোগিতার মানদণ্ডকে সুদৃঢ় করনের মাধ্যমেই মূলত এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা গড়ে তোলা সম্ভব হবে যেটি অনেকাংশেই পশ্চিমের প্রতি ঝোঁক প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে। 'জোসেফ লিও' মনে করেন যে মাহাথিরের দক্ষিণ দক্ষিণ সহযোগিতা স্বক্রিয়তা প্রদর্শনের আরও একটি কারণ হিসেবে বলা যায় যে, মাহাথীর শিল্পোন্নত পশ্চিমের ছত্রছায়াকে যেমন নাকচকরে দিয়েছিলেন, তেমনি তার পরিপূরক একটি বাজারের প্রয়োজনীয়তা দেখাদেয়, যেটি মাহাথীর নতুন বাজার এর সন্ধান হিসেবে দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগীতা মাধ্যমে এই অভাব পূরণ করেন। [59]

এই প্রসঙ্গে অনেকে এই 'তৃতীয় বিশ্বের' দেশ গুলির দক্ষিণীকরন কে এককভাবে মাহাথিরের রাজনৈতিক দর্শনের অভিব্যক্তি বলেও অভিহিত করেছেন। ঠিক একইভাবে এই দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার মাধ্যমে মালয়েশিয়াকে তিনি নেতৃত্ব কারী একটি দেশ হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই খুব সহজেই অনুমান করা যায় যে মালয়েশিয়া এই নীতির মাধ্যমে তার নিজের একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব গড়ে তুলতে সক্ষম হয় ও মাহাথিরের বৈদেশিক নীতি এই অঞ্চলের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল

করে। এখানেই সীমিত নয়, মালয়শিয়ার পরিচিতি গঠনের সাথে সাথে জাতি গঠনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। দক্ষিণের তৃতীয় বিশ্বের দেশ গুলির উন্নতি সাধনের মাধ্যমে কিভাবে মালয়শিয়ার রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করা সম্ভব তা মাহাথিরের এই দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার নীতির দ্বারা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়েছে। মাহাথীর এই দক্ষিণ দক্ষিণ সহযোগিতা পরিকল্পনার মাধ্যমে খুব সহজেই দক্ষিণের উন্নত দেশগুলির কাছে মালয়শিয়ার স্থায়িত্ব ও তার ব্যক্তিগত বৈদেশিক নীতির গুরুত্ব লাভে সমর্থ হন এই কারণে যে, এই অঞ্চলের সমস্ত দেশ গুলি কোন না কোন সময়ে উপনিবেশিকতায় পর্যবসিত ছিল, ঠিক একইভাবে একটা সময় মালয়েশিয়াকেও উপনিবেশিকতার শিকার হতে হয়েছিল। তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাদের মধ্যে একই রকম মনভাবের কাজ করে, যেটি বিশ্বাস স্থাপনে সাহায্য করেছিল।এবং তারা একত্রিত ভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে কেবলমাত্র শক্তিশালী অর্থনৈতিক উন্নতির দ্বারাই এই অঞ্চলের সত্যি কারের বিকাশ সাধন করা সম্ভবপর হবে।

মাহাথীর বিন মহম্মদ দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগীতার বাস্তবে রূপদানের ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের দ্বারা পরিচালিত সংগঠন গুলির সাথে বহুপাক্ষিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। বিশেষ করে নির্জোট আন্দোলন কারী দেশ গুলির সাথে ও জি-১৫ গোষ্ঠীগুলির সাথে সম্পর্কের উন্মোচন করে বিকাশ সাধনের কথা বলেন। মাহাথীর বিন মহম্মদ ১৯৮৬ খ্রিঃ তৃতীয় বিশ্বের দেশ গুলির গবেষকদের নিয়ে শীর্ষ বৈঠক এর আয়োজন করেন এবং এই বৈঠকে মালয়েশিয়াকে বিশেষভাবে সম্মান প্রদর্শন করা হয়, কেননা মালয়েশিয়া বিশেষত মাহাথীর তৃতীয় বিশ্বের দেশ গুলির সমস্যাগুলিকে নিয়ে সক্রিয়ভাবে সমাধানের চেষ্টা করেন এবং কিভাবে বর্তমানে যেসমস্ত প্রতিবন্ধকতা গুলি উন্নয়নের পথে দাঁড়িয়ে আছে সেই সমস্ত প্রতিবন্ধকতাগুলিকে স্ব-মূলে বিনাশ করে সত্যি কারের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব সেই ব্যাপারে মালয়েশিয়া প্রত্যক্ষভাবে নীতি গ্রহণ করেন।[60] এই প্রসঙ্গে মাহাথীর বিন মহম্মদ ‘স্বতন্ত্র আন্তর্জাতিক কমিশন’ গঠনের কথা বলেন যেটির মাধ্যমে এই ‘দক্ষিণের অর্থনৈতিক’ সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। এবং এই কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে মাহাথীর নিজের নাম বিবৃত করেন; কেননা দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা দেশগুলি মনে করেন তাদের তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে থেকে নেতৃত্ব গ্রহণ করা হলেই সঠিকভাবে কার্য পরিচালনা সম্ভব হবে। এছাড়া দক্ষিণ দক্ষিণ সহযোগিতা মাধ্যমে সদস্য দেশ গুলির মধ্যে তথ্য প্রযুক্তির আদান-প্রদান ও অভিজ্ঞতার প্রবাহের মাধ্যমে উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে ১৯৮০ খ্রিঃ মালয়েশিয়া ‘যান্ত্রিক সহযোগিতা পরিকল্পনা’ গ্রহণ করেন, যেটি পরবর্তীতে এই অঞ্চলের বিকাশের হাতের হিসেবে কাজ করেছিল ।

এই সমস্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা খুব সহজেই মালয়েশিয়া তৃতীয় বিশ্বের অর্থাৎ দক্ষিণের অনুন্নত দেশগুলির প্রতি কি নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন সেটির ভাবমূর্তির প্রকাশ পেয়েছে। তবে বর্তমানে বিশেষত ঠান্ডা যুদ্ধের পরিসমাপ্তি পরবর্তী সময়ে বিশ্বায়নের প্রভাব কতটা কার্যকরী হয়েছে এই অঞ্চলে সেটি এখন দেখার বিষয়। আমরা যদি ব্যক্তিগতভাবে মাহাথিরের রাজনৈতিক দিকের উপর নজর জ্ঞাপন করি তাহলে দেখি যে তিনি কখনোই বিশ্বায়ন কে ইতিবাচক বলে বিবেচিত করেন নি।

তার মতে বিশ্বায়নের দ্বারা উন্নত দেশগুলি যে 'উত্তর-দক্ষিণ' ভাগাভাগি করেছেন এবং উন্নত 'উত্তর' ও অনুন্নত 'দক্ষিণ' বা তৃতীয় বিশ্বের দেশ গুলিকে দক্ষিণ বলে চিহ্নিত করেছেন তা মাহাথীর চরমভাবে সমালোচনা করেছিলেন। মাহাথীর বিশ্বায়ন ও উপনিবেশিকতাবাদকে একই মাপকাঠিতে পরিমাপ করেছেন। তিনি জনসমাজকে সাবধান করেছিলেন যে,

"এখন উপনিবেশিকতা বাদের অবসান, এবং নয়া-উপনিবেশিকতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। একটি সীমানা যেটি কোন দেশের পরিপূর্ণতা প্রদানকরে, তা প্রায় বিলুপ্ত এবং একটি 'অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা'র সৃষ্টি হয়েছে যেটি চরম শিখরে রাজত্ব করছে।" [61]

তিনি আরো বলেন যে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ও উন্নয়নশীল দেশগুলির সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পূর্বের উপনিবেশিক শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। অর্থাৎ তিনি এই প্রক্রিয়াকে উপনিবেশিকতার অন্য একটি রূপ বলেই অভিহিত করেছেন। কেননা এখানে যেমন কোন নির্দিষ্ট সীমানা থাকেনা তেমনি অর্থনৈতিক প্রতিযোগীতায় এই সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলির পক্ষে প্রথমবিশ্বের উন্নত দেশগুলির সাথে কখনোই প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠা সম্ভবনয়। অর্থাৎ তিনি এ ব্যাপারে স্পষ্ট যে পরোক্ষভাবে শোষণের নীতিই বহাল থাকছে বিশ্বায়নের দ্বারা। তাই মাহাথীর বিন মহম্মদ বিশ্বায়নকে ইতিবাচকভাবে কখনোই গ্রহণ করেননি। কেননা এই বিশ্বায়ন স্বাধীন দেশ গুলির সার্বভৌমিকতাকে বিনষ্ট করেছে।

এই প্রসঙ্গে আমরা ১৯৯৮ খ্রিঃ অনুষ্ঠিত 'নির্জোট আন্দোলনের' ১২ তম বৈঠক যেটি দক্ষিণ আফ্রিকার 'দূর্বানে' হয়েছিল সেখানে বিশ্বায়নের হুংকার হিসেবে মাহাথীর যে মতামত প্রকাশ করেছিলেন তা হল, " যখন আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি, তখন মূলত বিশ্ব সেই দেশের সার্বভৌমিকতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। গর্বের সাথে আমরা আমাদের অভ্যন্তরীণ নীতিসমূহ নির্ধারণ করি। যেখানে আমাদের পূর্বের উপনিবেশিক শক্তি কোনরুপ নাক গলায় না; যদিও ঠান্ডা যুদ্ধ বর্তমান সময়েও যদি পরিচালিত থাকতো তাহলে সেটি কখনোই সম্ভব হতো না। আর যখন ঠাণ্ডা যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটলো তখন তারা নতুন ধারণা হিসেবে 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' পরিচালনার নামে পুনরায় দমনের চেষ্টা করে।" [62] অর্থাৎ মাহাথীর বিন মহম্মদ অনেক আগে থেকেই খুব সহজ ভাবে বিবৃত করেছেন যে উপনিবেশিকতার কবলে থাকাকালীন সময়ে যেমন ভাবে অনুন্নত

দেশগুলোকে গ্লানি্র স্বীকার হতে হয়েছিল ঠিক তেমনই আজ ‘বিশ্বায়নের’ যুগে উন্নয়নশীল দেশগুলির অবস্থা পরিলক্ষিত হয়।

মাহাথীর বিন মহম্মদ হলেন বিশ্বায়নের সমালোচনায় শামিল হওয়া নেতাদের মধ্যে একজন, তিনি যে কখনোই পশ্চিমের পরিচালিত কোন নীতিকেই জাতি গঠনের বা রাষ্ট্র গঠনের পরিপূরক হিসেবে মানতে নারাজ তা ১৯৯৭-১৯৯৯ খ্রিঃ পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক সঙ্কট পরিস্থিতিতে স্পষ্টতই ফুটে উঠেছিল। কেননা তিনি এই সংকটের মোকাবিলার ক্ষেত্রে পশ্চিমের উপর নির্ভরশীল না থেকে পূর্বে তাকাও নীতির মাধ্যমে জাপানের সাথে একটি সম্পর্ক গড়ে তোলেন। তিনি পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য স্বতন্ত্রভাবে পূর্ব এশিয়াকেই কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করেন। মালয়েশিয়া-ই একমাত্র দেশ যে এই সংকটময় পরিস্থিতিতেও ‘আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার’ এর সাহায্য গ্রহণ করেননি। এই ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে যে, যেহেতু আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার এর সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেছিলেন সেহেতু মালয়শিয়ার ‘ অর্থনীতির উন্মুক্তকরণ’ এর ক্ষেত্রেও নেতিবাচক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন, যেটির প্রতি আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীগুলি জোরপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য করতে পারেনি। যেটি অন্যান্য দেশগুলোর সাথে খুব সহজেই সম্ভব হয়েছিল ।[63]

উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে মাহাথীর বিন মহম্মদ হলেন মালয়শিয়ার বিশ্বায়নের বিকল্প একটি ব্যক্তিত্ব। দক্ষিণ দক্ষিণ সহযোগিতার প্রসারণ ঘটিয়ে মালয়েশিয়াকে বিশ্বায়নের নামে শক্তিধর দেশগুলির শোষণ থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। মাহাথীর এশিয়ার অর্থনৈতিক সংকটের সাথে সাথে ‘বিশ্ব বাণিজ্য সংগঠনের’ ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন যে, সত্যিই কি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা আন্তর্জাতিক বাজারের স্থায়িত্ব প্রদানের জন্য উন্নয়নশীল দেশ গুলিতে সাহায্য করেছে? নাকি দ্রুত দেশের অর্থনীতির সীমানার উন্মুক্তকরণের মাধ্যমে বিশ্বায়নের নামে নেতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করেছে। মালয়েশিয়া খুবই অল্প সময়ের মধ্যে অর্থনৈতিক ভিত্তি স্থাপন করতে সক্ষম হন। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে চলে আসে, মালয়শিয়ার বেকারত্বের সমস্যা পুরোপুরি সমাধান সম্ভব হয়, এমনকি পরবর্তীতে শ্রমিকের আমদানির ঘটনাও ঘটে। পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক সংকটকে মালয়েশিয়া যেভাবে সামনাসামনি করেছিলেন ,সেটি মাহাথিরের ভাষায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে,

“ মালয়েশিয়া অনুধাবন করেছে বিশ্বায়নের মাধ্যমে পুঁজির উন্মুক্তকরণ যেটি মালয়েশিয়াকে সমাপ্তির দিকে পরিচালিত করেছিল; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমরা আমাদের নিজেদের পদ্ধতির বিকাশ ঘটিয়ে অর্থনীতিকে পুনরায় প্রতিস্থাপনে সক্ষম হয়েছি। আমরা জানি হয়তো আমাদের সাফল্য চিরস্থায়ী নাও হতে পারে কিন্তু তবুও আমরা আমাদের ভাবনা, মতাদর্শ ও ভাবমূর্তি বিক্রি করে দেব না তার সঠিক অনুসন্ধান না করে; যদি আমরা অনুধাবন করতে পারি যে কোন

কর্মসূচি কিঞ্চিত পরিমাণে হলেও অন্য জাতির একান্তই ব্যক্তিগত স্বার্থে পরিচালিত হয়েছে তাহলে আমাদের দেশ ও জনগণকে লড়াই করে হলেও নিরাপত্তা প্রদান করব ।” [64]

- ## আন্তর্জাতিক নিরাপত্তায় মালয়শিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি

মালয়শিয়ার পররাষ্ট্র নীতির পরিচালনায় ‘আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার’ বিষয়টি খুব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। এবং বৈদেশিক নীতির প্রবর্তকরাও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার পক্ষে সহনশীলতা, সম্মিলিত নিরাপত্তার স্বার্থে আত্মত্যাগ প্রভৃতি উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি মালয়শিয়ার রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে ও অন্যান্য দেশ গুলির সঙ্গে স্থায়ীভাবে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নিরাপত্তা ও স্থায়ীভাবে মালয়েশিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভূমিকা কে আরও শক্তিশালী করার প্রস্তাব প্রদান করেন বিশ্বের সামনে এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যাতে কার্যকরীভাবে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে সেটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মালয়েশিয়া প্রাথমিক পর্ব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। মালয়শিয়ার ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বসমাজে নিরপেক্ষ ভূমিকা এবং নির্জোট আন্দোলনকারি গোষ্ঠীগুলির সাথে ভালো সম্পর্ক তাকে ‘জি-৭৭’ এবং ‘নির্জোট আন্দোলনের’ সদস্য পদ লাভ সাহায্য করে। [65]

১৯৫৭ সালের ২৮ শে অক্টোবর মালয়েশিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভার সদস্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন ক্রমেই এই সংস্থার প্রতি মালয়শিয়ার উদারতা আরো বৃদ্ধি পায়। এই প্রসঙ্গে টুন ডঃ ইসমাইল মন্তব্য করেন যে ,

“ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য হিসেবে আমরা আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে অনুধাবন করি যে, বিশ্ব সমাজের নিরাপত্তা ও চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিস্থাপনের প্রশ্নে আমাদের সক্রিয়ভাবে আলোচনা ও সমাধানের পথ বের করতে হবে।” [66]

এই প্রতিশ্রুতি পরবর্তী সময়ে ডঃ মাহাথীর মহম্মদ এর সময়কালেও বিশেষত ১৯৮১-১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে খুবই সক্রিয়ভাবে পালিত হয়েছে, এমনকি বর্তমান সময়েও এর প্রাসঙ্গিকতা বিন্দুমাত্র লোপপাইনি। কেননা বর্তমানে মালয়েশিয়া নির্জোট ও নিরপেক্ষতাকে কেন্দ্র করে তার নিজের পরিচিতি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। বিশেষ করে মাহাথীর বিন মহাম্মদের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে উপস্থিতি মালয়েশিয়াকে একটি নতুন দিশায় পরিচালিত করেছে। মাহাথীর বিন মহম্মদ কখনোই জাতীয় স্বার্থকে উপেক্ষা করেননি, এমনকি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি খুব সচেতন ছিলেন। মালয়শিয়ার সংকটময় পরিস্থিতি, ১৯৯৭-১৯৯৯ খ্রিঃ মধ্যবর্তী সময় ‘এশিয়ার অর্থনৈতিক সংকট’ দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে

তলানীতে পরিচালিত করলেও তিনি কখনোই পশ্চিমের সাহায্যের অপেক্ষায় থাকেননি। তিনি স্বতন্ত্রভাবে ‘পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক সংঘ’ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। বিশ্বায়নের নামে আন্তর্জাতিক বিশ্ব সমাজে পিছিয়ে পড়া দেশগুলীর প্রতি অর্থনৈতিক উদারীকরণের দ্বারা উপনিবেশিক শক্তি নতুন ভাবে যে উপনিবেশিকতারই প্রতিষ্ঠা করেছেন সে ব্যাপারেও তিনি সচেতন ছিলেন। তাই তিনি মালয়শিয় সমাজকে এই প্রকোপ থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন। মালয়েশিয়া খুব সহজেই অনুধাবন করেছিলেন যে, ১৯৮০ এর দশকে যখন ঠান্ডা যুদ্ধ একটি চরম শিখরে পৌঁছায়, তখন বিশেষকরে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির অবস্থা খুবই শোচনীয়তায় পড়ে, এবং এইরকম সংকটময় পরিস্থিতিতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ শান্তি প্রতিষ্ঠার ও নিরাপত্তা প্রদানের ক্ষেত্রে তেমন কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি।

মাহাথিরের ভাষায়,

“প্রস্তাবের পর প্রস্তাব পাস হয়ে গেলেও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ক্ষেত্রে আক্রমণ,নৃসংসতা ও অর্থনৈতিক সংকট কে প্রতিহত করা সম্ভবপর হয়নি। এই সময় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভূমিকা তলানীতে পৌঁছেছে এবং আমাদের মত ছোট ছোট দেশ গুলি সত্যি কারের ভিতির মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করতে হয়েছে; স্বাধীনতা রক্ষার ভয়, স্বাচ্ছন্দতার ভয় এবং এমনকি প্রাণনাশের ভয়ে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতি পুনরায় আস্থাজ্ঞাপনকরা অতিআবশ্যিক। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে হবে। আমি খুব সাধারণ ভাবেই বলতে চাই যে, বিশেষ করে মালয়শিয়ার মত দেশগুলির আন্তর্জাতিক সংগঠন গুলিকে সাহায্য করা প্রয়োজন তাদের নিজেদেরই স্বার্থের জন্য, যাতে এই সংস্থাগুলি পুনরায় আত্মবিশ্বাস তৈরি করে একটি গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে পারে এবং বিশ্বশান্তির পরিচালনায় প্রতিবন্ধকতা গুলিকে সরিয়ে সাফল্যলাভ করতে পারে ।”[67]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মালয়েশিয়া কখনোই হিংস্রতা বা জুলুম করার পক্ষে সায় দেয়নি। এই প্রসঙ্গে মালয়েশিয়া যে বারবারই নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্নটিকে সামনে এনেছেন সেটি কারোর অজানা নয়। কেননা এই প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যে কখনোই বিশ্বে শান্তির পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব নয় সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। উদাহরণ হিসেবে আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে পরিচালিত ঠান্ডাযুদ্ধ খুবই সক্রিয় একটি দৃষ্টান্ত।

তাই অস্ত্র- প্রতিযোগিতা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয় এবং নিরস্ত্রীকরণ এর মাধ্যমে যে মালয়শিয়ার অন্যান্য দেশগুলোর সাথে শান্তিপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সম্পর্কের পরিচালনা করবে তা মালয়শিয়ার রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিগুলির মধ্যে খুবই স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান।

• ২০২০ এর ছায়ামূর্তি ও মালয়শিয়ার রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়া

মাহাথীর বিন মহম্মদ **১৯৯১** খ্রিস্টাব্দের ফ্রেবরুয়ারি মাসে ঘোষণা করেন যে মালয়শিয়ার ২০২০ এর ছায়ামূর্তির প্রকল্পটির মাধ্যমে মালয়েশিয়া নিজেকে 'নবীনতম শিল্পায়ন দেশ' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হবে । মাহাথীর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনে করেন তার প্রধান কাজ হল মালয় জাতিকে একটি পরিপূর্ণতা প্রদান করা; যেটির একটি নির্দিষ্ট সময় থাকবে আর সেটিরই অন্তিম সময় হল ২০২০ খ্রিঃ ।

এই বিষয়ে তিনি লিখেছেন যে " আমি এবং আমার সরকার এই সুদীর্ঘ সময়ের পরিকল্পনাটি তৈরি করি, যেটির এর ভূমিকা সম্পর্কে সবাই ওয়াকিফহাল, যেটির মাধ্যমে একটি সাধারণ রাস্তার মানুষও একসময় ব্যবসায়িক ক্ষেত্র পরিচালনায় নেতৃত্ব প্রদান করবে ও রাজনীতির বিকাশ ঘটবে। প্রত্যেকে কঠোর পরিশ্রম করে তারা তাদের নিজের ও দেশের উন্নতিতে অবদান রাখবে। তবে প্রকৃতপক্ষে এই পরিকল্পনা কার্যকরী হবে একটি স্থায়ীপথে ও ব্যক্তির আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টির মাধ্যমে।" [68]

এই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটি অবশ্যই একটি রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়ার সহায়ক। এই ছায়ামূর্তির মাধ্যমে মালয়েশিয়া তার নিজের জনগণের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটিয়ে জাতীর পরিপূর্ণতা প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। কারণ মাহাথীর খুব স্বাভাবিকভাবেই জানতেন যে, কেবলমাত্র স্থায়ী উন্নতিসাধন তখনই সম্ভব হবে যখন সেটি একটি সুদীর্ঘ সময়ের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হবে। মালয়েশিয়া ২০২০ সালের মধ্যে নিজেকে প্রথম বিশ্বের উন্নত দেশগুলির সাথে একই সারিতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দ্যাখে। তবে সবসময়যে এই ভবিষ্যতের স্বপ্নটি একই সরলরেখায় পরিচালিত হয়েছে এমন নয়, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তারমধ্যে পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক সংকটের ঘটনাটি অন্যতম। তবে এই সমস্ত বাধা সত্ত্বেও মাহাথীর মহম্মদ মালয়শিয়ার একটি শক্তিশালী ও স্থায়ী অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই ২০২০ এর ছায়ামূর্তি কে পরিপূর্ণতা প্রদানের ক্ষেত্রে মালয়েশিয়াকে যে যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে সেগুলি হল, মালয় মূল্যবোধ ও তাদের ব্যক্তিগত চরিত্র; অতিরিক্ত পরিমাণে নেতিবাচক, নিজের প্রতি বিশ্বাসের ঘাটতি, ধর্ম, শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের স্বল্পতা, অভ্যন্তরীণ সাম্প্রদায়িক সমস্যা এবং গণতন্ত্রের বিকাশে বাধা প্রকৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যদিও এই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মাধ্যমে জাতীয় মূল্যবোধের উন্নতি সাধন ঘটিয়ে একটি সম্মিলিত মালয়েশিয়া গঠন করাই প্রধান লক্ষ্য ছিল। তিনি সম্মিলিত মালয়শিয়ার মধ্যে এমন একটি পরিবেশের উল্লেখ করেছেন, যেখানে আত্মপরিচয় লাভ করবে, ব্যক্তিত্বের সঠিক বিকাশ ঘটবে ,সুপরিকল্পিতভাবে সমাজ ব্যবস্থার বিন্যাস সাধন হবে, এক কথায় মালয়েশিয়া

বিশ্বের দরজায় একটি নিজস্ব পরিচিতি লাভ করবে। এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাছে একটি মডেলে পরিণত হবে। [69] এছাড়া ২০২০ এর ছায়ামূর্তি হিসেবে মালয়শিয়া তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত যে সমস্ত এলাকা গুলির উপর অধিক পরিমাণে গুরুত্ব অর্পণ করে ছিল সেগুলি হল, ইন্টারনেটের মাধ্যমে বাণিজ্যিক উদ্যোগ গ্রহণ, ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরাসরি সরকারি সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা, তথ্য প্রযুক্তির সুরক্ষা ও নিরাপত্তা প্রদান, মানব সম্পদ উন্নয়ন, গবেষণার মাপকাঠি ও রুপরেখা অংকন এবং তৃতীয় বিশ্বের বাজার গুলির সঠিক অনুসন্ধান চালানো। [70]

মাহাথিরের ভাষায়, “ আমাদের অবশ্যই কঠিন পরিশ্রম করতে হবে ‘প্রয়োজন’ গুলির বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে। মৌলিক শিক্ষার বিকাশ ঘটাতে হবে, এমনকি দেশের প্রবীণ নাগরিকেও এই আওতায় আনতে হবে। আমাদের অবশ্যই ১০০ শতাংশ তথ্যপ্রযুক্তিগত পদ্ধতিতে শিক্ষা অর্জনের অভিযানটি চালনা করতে হবে। আমাদের অবশ্যই কঠোর ভাবে ভাষাগত দিক থেকে বলিষ্ঠ হতে হবে, সেটি ইংরেজি বা আরবি, মালয় বা মান্দারিন, তামিল-থাই বা তাগালোগ যাই হোক না কেন।” [71]

গবেষণামূলক প্রবন্ধটির এই অধ্যায়টিতে মাহাথীর বিন মহম্মদের প্রধানমন্ত্রী পদে আসীনহওয়ার পরবর্তী সময় থেকে কিভাবে মালয় সমাজ পরিপূর্ণতা লাভ করেছে; মাহাথীর বিন মহম্মদ তার পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে কিভাবে রাষ্ট্র গঠনের কাজটি পরিচালনা করেছিলেন তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। তবে উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে অনেক প্রমাণ উঠে আসে যে, মালয়শিয়ার সমাজব্যবস্থাকে মাহাথীর তার ব্যক্তিগত রাজনৈতিক বিচক্ষণতার মাধ্যমে একটি নতুন পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন সেটি খুবই স্পষ্ট । মাহাথীর বিন মহম্মদ সক্রিয়ভাবে যেখানে নব্বইয়ের দশকের শেষভাগের অর্থনৈতিক সংকট গুলিকে কাটিয়ে মালয়েশিয়াকে তার নিজের পরিচালিত অর্থনৈতিক নীতিরদ্বারা নতুন করে দাঁড়াতে সক্ষম করেছিল তা সত্যিই বিস্ময়কর। পূর্বে তাকাও নীতির মাধ্যমে মাহাথীর ‘পশ্চিমে’র বিকল্প হিসেবে ‘পূর্ব’ কে বিশেষ করে জাপানের সাহায্য গ্রহণের মাধ্যমে জাতির মেরুদন্ড কে ধরে রেখেছিলেন। অর্থাৎ এই অধ্যায়ের আলোচনার মাধ্যমে মাহাথিরের শাসনাধীন মালয়শিয়ার যে নতুন পরিচয় গড়ে উঠেছিল সেই দিকটিকেই প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

অতএব পরিশেষে এই মন্তব্যে উপনীত হওয়া যায় যে, মাহাথীর বিন মোহাম্মদের ২২ বছরের শাসনকালে ‘ মালয়শিয়া’ যে তৃতীয় বিশ্বের ও ‘দক্ষিণ দক্ষিণ সহযোগিতা’র সদস্য ভুক্ত দেশ গুলির সামনে তাদের আদর্শ হিসেবে, একটি মডেল হিসেবে নিজের অবস্থানকে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছে, সেটি বলার অপেক্ষা রাখে না।

- উৎস (References)

1. Joseph Frankel, "International Relations in a Changing world"; Oxford university Press, Delhi,1996, p.93
2. Ibid.
3. I. K. Lahiri, "Malaysia's Foreign Policy under Dr Mahathir Mohammad", Published by ACADEMIC EXCELLENCE, Delhi,2009, p.2
4. The Straits Times, December 15, 1962
5. Tan Ta Sen and Yong Mun Cheong (eds), "Background Paper for the seminar on Trends in Malaysia"; Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 19 June,1970. p.105.
6. Foreign Affairs Malaysia, Ministry of Foreign Affairs, Malaysia, vol.33,2000, p.33
7. Imankalyan Lahiri, "Malaysian Foreign Policy under Dr Mahathir Mohammad"; Academic Excellence Publishers, New Delhi, June 2009, p.49.
8. Ibid, p.48.
9. Tridib Chakraborti, "Malaysia's China Policy: From Volatile Indifference to Pragmatic Cognizance to Its for India"; in Tee Boon Chuan (ed.), Chindia: From Political Interface to Spiritual Dialogue, Malaysian Center for Ethnic Studies, Selangor, Malaysia, 2009, p.30.
10. Imankalyan Lahiri, n.7, p.60.
11. Kuik Cheng-Chwee, "Analyzing Malaysia's Changing Alignment Choices: 1971-1989", Malaysian Journal of History, Politics, & Strategic Studies, Vol.37, 2010, pp. 65-66.
12. Speech given by Dr. Mahathir Mohammad at Qing Hua University, Beijing China, on November 1985, (for details see www.pmo.gov.my)
13. Ibid.

14. Hao Yufan and Huan Guofang (eds), “The Chinese View of the World”; Pantheon Books, New York, 1989, p.221.
15. Li Yiping, Sino-Malaysian Relationship in the Post-Cold War Period; ICS Working Paper No. 2006-6, Institute of China Studies, University of Malaya, Kuala Lumpur, July 2006, p. 2.
16. J.C.Y Liow, “Malaysia-China Relations in the 1990s: The maturing of a Partnership”, Asian Survey, Vo. 40, no. 4, July-August 2000, p. 673.
17. Tridib Chakraborti, “The Territorial Claims in South China Sea: Probing Persistent Uncertainties”; in Arun Kumar Banerji and Purusottam Bhattacharya (eds.), People’s Republic of China at Fifty: Politics, Economy and Foreign Relations, Lancer’s Books, New Delhi, 2001, p. 171.
18. Joseph Chin Yong Liow, n. 16, p. 685.
19. Shee Poon Kim, “The Political Economy of mahathir’s China Policy: Economic Cooperation, Political and Strategic Ambivalence”, IUJ research Institute Working Paper 2004-6, Asia-Pacific Series, Tokyo, 2004, p.9
20. Abdul Razak Baginda, “Malaysian Perceptions of China: From hostility to Cordiality”; in Herbert Yee and Ian Storey (eds), 'The China Threat: Perceptions, Myths and Reality', London, Routledge Curzon, 2002, p. 241.
21. Speech given by Dr. Mahathir Mohammad at the celebration of 25 years of Establishment of Diplomatic Relations between China and Malaysia, Beijing, August 1999, (see for details, www.pmo.gov.my)
22. Mohammad nordin Sopiee (1974), From Malayan union to Singapore separation: Political Unification in the Malayan Region 1945-65, Kuala Lampur: Universsity of Malaya Press, p.135.

23. Charles Richard, Ostrom. A Core Interest Analysis of the Formation of Malaya and The Separation of Singapore, Ann Srbor: University Microfilms, 1973. p. 77.
24. Mohammad Nordin Sopiee. (1974), n. 22, p.136
25. Charles Richard, Ostrom (1973). n. 23, p.108.
26. K.S. Nathan.Malaysia-Singapore Relation: Retrospect. Contemporary Southeast Asia. 24(2):291,2002.
27. Rasdi Omar,"Malaysias Foreign Policy during the PM Dr. Mahathir's Era: A Case Study of Malaysia-Singapore Relations",(Unpublished Master Dissertation subbmittes to Faculty of Law ,IR), Hitotsubashi Uniersity , Japan, 2000. p.153.
28. Speech by Dr Mahathir at the dinner hosted by Prime Minister Lee Kuan Yew on the occasion of his visit to Singapore, 17 September 1981. for complete details refer to Foreign Affairs Malaysia. (1981), 14(4): 311-316
29. Leifer Michael, “Singapore’s foreign policy: coping with vulnerability”, Routledge, London. p.148
30. Rusdi Omar, “An Analysis of the Underlying factors that affected Malaysia- Singapore relation during the Mahathir era: Discord and Continuity”, Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy in the discipline of politics and international studies School of history and politics Faculty of Humanities and social science the University of Adelaide. May,2014. pp. 207-208.
31. N. Ganesan, bilateral tension in post cold war ASEAN. specific strategic paper. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. 1999, p.38.
32. N. Ganesan. (1991), “Factors affecting Singapore foreign policy towards Malaysia”.Australian journal of international affairs. 45(2):191

33. Ahmad Nizar Yaakub,"Malaysia and Indonesia: A Study of Foreign Policies with Special Reference to Bikateral Relation"; This thesis is presentded for the degree of Doctor of Philosophy, The unniversity of Western Australia, oct,2009. p.63
34. Ibid, p.71
35. Ibid, p.74
36. www.edition.cnn.com/WORLD/asiapcf/9905/19/malay.indo.01/index.html, (Access on 8 Feb,2019)
37. Ahmad Nizar Yaakub, n.33, p.80
38. Lai Yew Meng, "Looking East Again? Malaysia-Japan Relations in the 21St Century", MANU Bil. 26, 1-27, 2017(Dis)E-ISSN 2590-4086. pp.2-4.
39. Suzuki, A. (2014). Dissonance in Malaysia-Japan relations.Online retrieved on 2 feb 2019 from http://asiapacific.anu.edu.au
40. Khoo, B. T, "Paradoxes of Mahathirism: An intellectual biography of Mahathir Mohamad". Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1995.
41. Saravanamuttu, J, "Malaysia's Foreign Policy: The first fifty years – Alignment, neutralism, Islamism", Singapore: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), 2010.
42. Mahathir Mohamad & Ishihara, S. (1995). "The voice of Asia: Two leaders discuss the coming century", Tokyo: Kodansha International Limited.
43. Iman Kalyan Lahiri, n.7, p. 60.
44. Ibid, p. 61
45. Ibid, p. 62
46. Speech by Mahatir Mohammad at the 20th Anniversary of the LEP, for details see www.pelanduk.com
47. Mahathir. 2002. Look East Policy - "The Challenges for Japan in a GlobalizedWorld"www.mofa.go.jp/region/asiapaci/malaysia/pmv0212 / speech.html - accessed on 2Feb,2019

48. Khoo, B. T, "Paradoxes of Mahathirism: An Intellectual Biography of Mahathir Mohamad", Oxford University Press,1995.
49. Liow, n.16, p.121.
50. Jomo K.S," Japan and Malaysian Development: In the Shadow of the Rising Sun". London, Routledge, 1994.
51. Ibid.
52. Iman Kalyan Lahiri, "Islam as AnAgenda of Malaysia's Foreign policy," Jadavpur Journal of IR, vol.7,2002-2003,pp.145-146.
53. Ibid.
54. Ibid.
55. Iman Kalyan Lahiri, n.7, p. 79.
56. Foreign Affairs Malaysia, Ministry of Foreign Affairs, Malaysia, June 1982, vol.15. No.2,p.149
57. Geir Lundestad, "East, West, North, South: Major Developments in International Politics," 1945-1990, Oslo: Norwegian University Press, 1991, pp.281-2.
58. Sivamurugan Pandian, Legasi Mahathir, Kuala Lumpur, Utusan Publications, 2005, p.261.
59. Joseph Chin Yong Liow, n. 16, p143.
60. Ahmad Faiz Abdul Hamid, "Malaysia and South - South Co-operation During the Mahathir Era: Determining Factors and Implications", SubangJaya: Pelanduk Publications, 2005, p.89.
61. Mahathir, 'Globalisation: Colonialism Revisited', (speech at the 12th Conference of the Heads o f State or Heads of Government o f the NAM in Durban, South Africa on 2 September 1998, in Globalisation, Smart Partnership and Government, p.61.)
62. Ibid, p.63.
63. Iman Kalyan Lahiri, n.7, p. 89.

64. Foreign Affairs Malaysia, Ministry of Foreign Affairs, Malaysia, ,vol.33,2000,p.116
65. Iman Kalyan Lahiri, n.7, pp. 63-64.
66. For text to the speech, see Foreign Affairs Malaysia, Ministry of Foreign Affairs, Malaysia, vol.33, No.3, Sept 1997.
67. Foreign Affairs Malaysia, Ministry of Foreign Affairs, Malaysia, vol.15, No.3, Sept 1982, p. 174.
68. Mahathir Mohamad, "A New Deal for Asia", Subang Jaya: Pelanduk Publications, 1999. p.23.
69. Iman Kalyan Lahiri, n.7, p.101.
70. Ibid, p.106.
71. Foreign Affairs Malaysia, n.64, pp.44-47.

চতুর্থ অধ্যায়

২০০৩ খ্রিঃ পরবর্তী সময়ে মালয়শিয়ার বিদেশনীতি ও 'মাহাথীর বিন মহম্মদ' এর পুনরুত্থান (২০১৮ খ্রিঃ)

এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটির পূর্ববর্তী অধ্যায়ে মাহাথীরের শাসনকালের প্রাথমিক পর্বটিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এবং ২০০৩ সালে তার ক্ষমতার অব্যাহতির পরবর্তী সময়ে মালয়েশিয়ার বিদেশনীতির কি কি পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, যে সমস্ত নতুন নতুন নীতির প্রত্যাবর্তন ঘটেছে মালয়েশিয়ার পররাষ্ট্রনীতির পরিচালনায় তার ধারাবাহিকতাটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। বিশেষ করে আমরা সবাই পরিলক্ষিত করি যে ২০১৮ সালে মাহাথীরের পুনরুত্থান, বিশেষ করে 'বিশ্বের প্রবীণতম' প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সত্যিই সবার নজর আকর্ষণ করেছিল। তাই এই অধ্যায়ে ২০০৩ খ্রিঃ শাসনের অবসানের পরবর্তী সময়ে দীর্ঘ ১৫ বছর অতিবাহিত হবার পর আবার তার রাজনীতিতে একটি স্থায়ী আসন লাভের পটভূমিকাটিকে আলোচনা করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। মাহাথীরের দুটি পর্বের মধ্যবর্তী দীর্ঘ ১৫ বছরে দুটি প্রধান মন্ত্রীর আগমন ঘটেছে, তারা হলেন 'আব্দুল্লাহ আহমেদ বাদাউই' এবং 'নাজিব তূন রাজাক' উল্লেখ্য। তাদেরই প্রধানমন্ত্রীত্ব কালের উপর সংক্ষিপ্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এই আলোচনার বিকাশ ঘটানো সম্ভব। তবেই আমাদের মাহাথীরের শাসনকালের সাথে একটি তুলনামূলক আলোচনা করা সম্ভবপর হবে, যেটি আমাদের মালয়েশিয়ার ভাবমূর্তিকে খুবই সহজ ভাবে আলোচনা করতে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে।

- 'আব্দুল্লাহ আহমেদ বাদাউই' এর প্রধানমন্ত্রীত্বকালিন মালয়শিয়া

২০০৪ খ্রিস্টাব্দের ২১ই মার্চ 'আব্দুল্লাহ আহমেদ বাদাউই' মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সরকারি ভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি 'বারিসান ন্যাশনাল' বা 'জাতীয় মুখ্য জোটের' সভাপতি এবং 'সংযুক্ত মালয় জাতীয় সংগঠনের' কার্যকরী সভাপতি হিসেবে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি দুই-তৃতীয়াংশ জনগণের ভোটে বিশাল সাফল্য লাভ করে ক্ষমতায় আসীন হন। তার ক্ষমতায় পর্যবসিত হওয়ার ব্যাপারটি স্বাভাবিক হলেও তার এই বিশাল সাফল্য সত্যিই জনগণের ভাবনার বাইরে ছিল। [1] এই ১১ তম জাতীয় নির্বাচনে ' বি এন জোট' বা 'জাতীয়

মুখ্য জোট' মুলত ২১৯ টি আসনের মধ্যে ১৯৮ টি আসন লাভে সমর্থ হয় ; যেটি ১৯৭৪ খ্রিঃ পরবর্তী সময়ের নির্বাচন গুলির মধ্যে একটি অন্যতম নির্বাচন হিসেবে পরিগণিত হয়। এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখ্য যে ' সংযুক্ত মালয় জাতীয় সংগঠন' এই নির্বাচনে এককভাবে নজরকাড়া সাফল্য অর্জন করে। 'জাতীয় মুখ্য জোটের' মধ্যে সংযুক্ত মালয় জাতীয় সংগঠন একাই ১০৯ টি আসন লাভে সক্ষম হন মোট ২১৯ টি আসনের মধ্যে। যেটি মাত্র ১ টি আসনের জন্য একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে ব্যর্থ হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মালয়েশিয়ার উত্তরাংশে এই 'বি এন জোটের' সক্রিয়তা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়, তেমনি আবার বিরোধী দল হিসেবে মালয়েশিয়ার ইসলামিক দলের উপস্থিতি কেদাহ ও পেরলিসের উত্তরাংশে বিরাজমান। দুটি দলই তাদের জনসমক্ষে নিজ নিজ নীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকলেও তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে সদা জাগ্রত ছিল।[2] তবে ক্রমেই মালয়েশিয়ার ইসলামী দলের জনপ্রিয়তা কমতে থাকে এবং সংযুক্ত মালয় জাতীয় সংগঠন জনপ্রিয়তা লাভের সক্ষম হয়। এইভাবে রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হতে থাকে এবং জাতীয় মুখ্য জোট সাফল্য অর্জন করে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আব্দুল্লাহ আহমেদ বাদাউই ক্ষমতা গ্রহণ করেন ও মালয়েশিয়ার শাসন কার্য পরিচালনা করেন।

বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ দের মতে এই সাফল্য অর্জনের পেছনে এককভাবে আব্দুল্লাহ আহমেদের ভূমিকাও কম নয়। কেননা তিনি বিরোধী দল 'মালয়েশিয়ার ইসলামিক দলের' নীতির বিরুদ্ধে সংযুক্ত মালয় জাতীয় সংগঠন কে শক্তির সাথে আনয়ন করেছিলেন। তিনি জনগণকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন বিরোধীদলের নেতা আনোয়ার ইব্রাহিম এর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তার ব্যক্তিত্বের কাছে হার মেনে যায় এবং অপর একটি কারণ হিসেবে মাহাথীর বিন মহম্মদ এর সুদীর্ঘকাল ২১ বছরের একটানা ক্ষমতাসীন থাকা জনগণের কাছে অনেকাংশেই একগোয়ামিতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আব্দুল্লাহ আহমেদ 'ইসলামিক দলের' ইসলামিক রাষ্ট্রের ভাবধারাকে বাতিল করে দেন আবার তিনি ইসলামিক আদর্শের কার্যধারাকে পুরোপুরি বাতিল করেননি। এইভাবে তিনি রাজনীতির সঠিক মাপকাঠি কে বজায় রেখে খুব সীমিত সময়ের মধ্যেই জনসমক্ষে একটি পরিচিতি লাভ করতে সক্ষম হন। ২০০৩ খ্রিঃ অক্টোবর মাসে মাহাথীর মোহাম্মদের পরিপূরক হিসেবে আব্দুল্লাহ আহমেদ ক্ষমতায় আসেন। তিনি মূলত অনেক আগে থেকেই মাহাথীরের নীতির বাইরে গিয়ে তার পরিবর্তিত রীতি নীতি গুলিকে অত্যধিক পরিমাণে প্রাধান্য দিয়েছেন । তিনি রাজনীতির উদারীকরণের উপর অধিক পরিমাণে গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রথাগতভাবে কেবলমাত্র প্রতীকি চিহ্নের মাধ্যমে সরকার ও রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক পরিচালনার পক্ষপাতিত্ব তিনি করেননি। ইসলামিক ভাবধারার সাথে আধুনিক সমাজের তাল মিলিয়ে তার শাসন পরিচালনা করেছিলেন।[3] তার শাসন পরিচালনার

নীতি গুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে তিনি অনেকাংশেই তার পূর্বসূরি প্রধানমন্ত্রী মাহাথীর মহম্মদের নীতি গুলিকে গ্রহণ করেননি। পূর্বেই আমরা আলোচনা করেছিলাম যে, মাহাথীরের শাসনাধীন সময়ে 'রাজতন্ত্র' মূলত কোণঠাসা অবস্থায় বিরাজমান ছিল, মাহাথীর মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রপরিচালনায় রাজতন্ত্রের ভূমিকা কে খুবই সীমিত করে এনেছিলেন। ঠিক একইভাবে মাহাথীরের পরবর্তী সময়ে আব্দুল্লাহ আহমেদ ক্ষমতায় আসলে তিনি রাজতন্ত্রের ভূমিকাকে অতি মাত্রায় গুরুত্ব প্রদান করেন। মালয়েশিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাসে এই সময়েয় সবথেকে সক্রিয়তার পরিচয় বহন করে রাজতন্ত্র। এমন কি মালাক্কায় ১৪০০ খ্রিঃ সময়কালীন এই রাজতন্ত্র খুবই কার্যকরী ভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করত, পরবর্তী সময়ে ১৫১১ খ্রিঃ ব্রিটিশ উপনিবেশীক শক্তির আগমন ঘটলে রাজতন্ত্র ক্রমশই তার গুরুত্ব হারাতে থাকে। ১৯৫৭ খ্রিঃ মালয়েশিয়া স্বাধীনতা অর্জন করলেও রাজতন্ত্র কিন্তু তেমনভাবে প্রাধান্য পায়নি বা তার কোন সক্রিয় ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়নি, যেটি আব্দুল্লাহ আহমেদের প্রধানমন্ত্রিত্বে রাজতন্ত্রের পুনর্জাগরণের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। মূলত আব্দুল্লাহ আহমেদ তার রাজনৈতিক পরিসরে মালয়েশিয়ার রাজতন্ত্রের বিকাশের জন্য একটি খোলামেলা পরিবেশে সৃষ্টি করেন, তিনি মনেকরেন এই রাজতন্ত্র মালয় সমাজের রীতিনীতি ও পৌরসমাজের মধ্যে এক মেলবন্ধন হিসেবে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'পেরাক' ছিল শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত একটি মালের রাজ্য, এখানে সুলতানের শাসন কায়েম থাকায় মূলত শাসনভার অর্পিত ছিল মুখ্যবিচারক 'সুলতান আজলান শাহ' ও তার পুত্র ডঃ 'রাজা নাজরীন শাহ' এর উপর। তারা তাদের শাসন পরিচালনার নীতি ও গৃহীত পরিকল্পনা জনসমক্ষে বক্তব্য আকারে পেশ করেন ২০০৪ সালের জুলাই মাসে সিঙ্গাপুরের 'দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার শিক্ষা সংগঠনে'। রাজা নাজরীন শাহ পেশ করেন যে, রাজতন্ত্রের প্রতিবন্ধকতার অবসান ঘটাতে হলে এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের যদি পুনরায় রাজকীয়তার আনয়ন করতে হয় তাহলে যে তিনটি বিষয়ের উপর অতিমাত্রায় প্রাধান্য বিস্তার করতে হবে তা হল,

প্রথমত, তিনি মনে করেন বর্তমানে রাজতন্ত্রের ভূমিকা শুধুমাত্র নামমাত্রই সংরক্ষণ কারীর ভূমিকা পালন করে চলেছে; তাই যদি সত্যিই এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করার জন্য প্রধানত রাজতন্ত্রের উপর আইন প্রতিষ্ঠাকারীর দায়িত্ব ও তার বাস্তবায়নকারীর ভূমিকা বৃদ্ধি করতে হবে ।

দ্বিতীয়ত, নতুন প্রজন্মের সাথে তাল মিলিয়ে সরকারের স্বচ্ছতা নির্ধারণের মাপকাঠি ও বিশ্ব রাজনীতির বিষয়গুলির উপর বিবেচনা করার ক্ষমতা এবং রাজত্ব এর ওপর কোনোরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করা যাবে না যেটি রাজকীয় কার্য পরিচালনায় বাধা সৃষ্টি করতে পারে ।

তৃতীয়ত, এই সমস্ত পরিবর্তন সাধিত হলে রাজতন্ত্র মূলত একটি প্রধান শক্তিতে পরিণত হবে এবং যেটি মালয়েশিয়ার বহুজাতিক সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলির ভাগ্য নির্ধারণের ক্ষমতা লাভ করবে

ও তাদের শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালনায় সক্ষম হবে এবং এই রাজতন্ত্র বিশেষ করে ইসলামের রক্ষক ও মুসলিমদের ব্যক্তিগত বিষয় গুলির উপর অধিক পরিমাণে বিবেচনা মূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবে বলে বক্তব্য পেশ করেন রাজা নাজরীন শাহ । [4]

অতএব আমরা এই আলোচনার মাধ্যমে একটি বিষয় পরিলক্ষিত করি যে, মাহাথীরের প্রধানমন্ত্রীত্ব কালে মালয়েশিয়য় রাজতন্ত্র যেমন একটি নামসর্বস্ব শাসক কে পরিণত হয়েছিল, আব্দুল্লাহ আহমেদের সময়ে তার বিপরীত ভাবমূর্তির প্রকাশ পেয়েছে, দেশেরই অভ্যন্তরে রাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য আওয়াজ উঠেছে যেটির উপস্থিতি মাহাথীরের সুদীর্ঘ ২১ বছরের রাজনৈতিক শাসন কালে কখনোই সক্রিয় ভাবে পরিলক্ষিত হয়নি।

আব্দুল্লাহ আহমেদ বাদাউই এর সময়কালটিকে রাজতন্ত্রের পুনঃবিন্যাস বা পুনর্জাগরণের পর্ব বলা হলেও আব্দুল্লাহ আহমেদ বাদাউইযেমন ভাবে চেয়েছিলেন তেমন ভাবে রাজতন্ত্রের বিন্যাস সাধন সম্ভবপর হয়নি। অতিমাত্রায় রাজনীতির উদারীকরণের নীতি গ্রহণের ফলে ‘সংযুক্ত মালয় জাতীয় সংগঠন’ এর কিছু নেতাদের মতামতের সাথে রাজতন্ত্রের মতবিরোধ সৃষ্টিহয়, যেটি প্রকৃতপক্ষে আব্দুল্লাহ আহমেদ বাদাউইের জনপ্রিয়তাকে অনেকটাই হ্রাস করে। বিশেষজ্ঞদের মতে আব্দুল্লাহ আহমেদ বাদাউই মূলত ‘সবাইকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে কাউকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হননি’। এমনকি এমনকিছু সংগঠন ছিল যেগুলি আব্দুল্লাহ এই রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় উদারীকরণে বিশেষভাবে লাভবান হয়েছিল তারাও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল আব্দুল্লাহর শাসনের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে ।

এইরকম সময়ে মালয়েশিয়ার সমাজে নানাবিধ সমস্যার জন্ম হয়, ইসলামিক আদর্শে বিশ্বাসী গোষ্ঠীবর্গের তরফ থেকে দাবি আসে ‘সমাহিত আস্থা কমিশন’ গঠন করার ব্যাপারে। যেটির প্রধান দাবি ছিল, আব্দুল্লাহ আহমেদ বাদাউই এর শাসনাধীন সময়ে ইসলামের আদর্শের প্রতি একটি ষড়যন্ত্রমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল আর তারই যাচাই করার প্রশ্নে এই কমিশন গঠনের প্রস্তাব রাখেন ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী গোষ্ঠীবর্গ । [5]

মালয়েশিয়ার বৈদেশিক নীতির পরিচালনায় আব্দুল্লাহ আহমেদ বাদাউইএকটি নতুন পরিচিতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি বহির্বিশ্বের সাথে সহযোগিতামূলক প্রতিপালকের সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। ২০০৪ খ্রিঃ জুন মাসে তিনি ‘দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় জাতিসংঘের’ সদস্যের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং ‘চীন’ ও ‘জাপান’ সফরে যান। এর ফলে মালয়েশিয়ার আঞ্চলিক স্থায়িত্বতা আরো সুদৃঢ় হয়। এবং পরবর্তী সময়ে তিনি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় জাতিসংঘ, এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক বৈঠক প্রকৃতির সাথে বহুপাক্ষিক চুক্তি সাধনের উদ্দেশ্যে আমেরিকা ,ফ্রান্স, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশ গুলিতে সফর করেন। ‘দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় জাতিসংঘ’ এর সাথে যদি মালয়েশিয়ার সম্পর্ক টিকে আলোচনা

করা হয় তাহলে দেখা যায় বিশেষত সিঙ্গাপুর ও ইন্দোনেশিয়ার সাথে মালয়েশিয়ার সম্পর্কটি প্রাধান্য লাভ করেছিল; ঠিক একই ভাবে মায়ানমার এবং থাইল্যান্ডের সাথে তেমন কোনো উন্নতি সাধিত হয়নি বরং অবনতির পথে পরিচালিত হয়েছিল বলে সাক্ষ্য পাওয়া যায়। সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লি-হোসেন-লং এর সাথে আব্দুল্লাহ আহমেদ বাদাউই এর ঘনিষ্ঠ বৈদেশিক সম্পর্ক প্রতিস্থাপিত হয়। ঠিক এইভাবে ইন্দোনেশিয়ার সাথেও 'অভিবাসী-শ্রম' এর ব্যাপারে বহুবিধ আলোচনা সাধিত হয়। [6]

মায়ানমার মালয়েশিয়ার শাসন ব্যবস্থার প্রতি সমালোচনা মূলক মন্তব্য করেন যখন মালয়েশিয়া মায়ানমারের রোহিঙ্গাদের শরণার্থী হিসেবে আখ্যায়িত করেন। অপর দিকে অপরদিকে থাইল্যান্ড যে হত্যাকাণ্ডহয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে মালয়েশিয়া সেইঅঞ্চলের স্বায়ত্তশাসনেরপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মন্তব্য পোষণ করেন, এক্ষেত্রে থাইল্যান্ড দাবি করেন যে এই হত্যাকাণ্ডের অধিকাংশ বিদ্রোহী কারীরা মালয়েশিয়া থেকেই তাদের প্রেরণা গ্রহণ করেছে। এই সমস্ত কারণে আব্দুল্লাহ আহমেদ এর সময়কালীন মালয়েশিয়ার সাথে মায়ানমার ও থাইল্যান্ডের সম্পর্ক তলানীতে পৌঁছায়।

আমেরিকার প্রশ্নে 'আব্দুল্লাহ আহমেদ বাদাউই' শাসনাধীন মালয়েশিয়া আসলে কি অবস্থান গ্রহণ করেছে তা স্পষ্ট নয়; কেননা ইরাক ও প্যালেস্টাইনের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আমেরিকা হস্তক্ষেপ করলে সেক্ষেত্রে আব্দুল্লাহ প্রকাশ্যে সমালোচনা করেন, তবে সেটি কতটা কার্যকরী হয়েছিল সেটির পেছনে প্রশ্নবোধক চিহ্নটি থেকেই যায় এবং পরবর্তী সময়ে দেখা যায় অর্থনৈতিক প্রগতির প্রশ্নে আমেরিকার সহিত একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন যেটি ' বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ পরিকাঠামো চুক্তি' নামে পরিচিত। এর মাধ্যমে এটি খুব সহজেই প্রতীয়মান হয় যে আব্দুল্লাহ আহমেদ ও আমেরিকার মধ্যে একটি সক্রিয় যোগাযোগ ও শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার নীতি সম্পন্ন হয়েছিল। যেটি মালয়েশিয়ার পূর্ববর্তী শাসক বর্গ গুলির মধ্যে তেমন শব্দ সক্রিয়ভাবে কখনই পরিলক্ষিত হয়নি স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকেই।

আব্দুল্লাহ আহমেদের এক বছর অতিবাহিত হলে ২০০৫ খ্রিঃ তার দল 'বি এন' বা 'জাতীয় মুখ্য জোটকে' নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অতিরিক্ত পরিমাণে তেলের দাম বৃদ্ধি পায়, ডিজেলের ঘাটতি দেখা দেয়, সুদের পরিমাণের মাত্রা অতিরিক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, দেশের মধ্যে স্বাস্থ্য সেবায় বিনিয়োগ বাড়তে থাকে প্রভৃতি কারণে সরকারকে সংকটের সম্মুখীন হতে হয়। এই সমস্ত সমস্যার মোকাবিলার জন্য আব্দুল্লাহ আহমেদ বাদাউইইসলামিক নীতির প্রেক্ষিতে ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রচলন বা প্রতিস্থাপন এর প্রতিষ্ঠা করেন, ফলে আন্তর্জাতিক বিশ্বের 'বন্ডের'একটি বাজার গড়ে উঠতে পারে যেটা তৎকালীন মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক টানাপোড়েন কে স্থায়িত্ব প্রদান করতে পারে বলে তিনি মনে করতেন [7]।

তবে এই সমস্ত বিষয়গুলি কখনোই সমালোচনার দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মাহাথীর বিন মহম্মদ দেশের অর্থনীতির টালমাটাল প্রশ্নে আব্দুল্লাহ আহমেদের সমালোচনা

করেন। ২০০৬ খ্রিঃ আব্দুল্লাহ আহমেদ বাদাউই শাসনাধীন যে বিষয়টি পরিলক্ষিত পরিলক্ষিত হয়েছিল তা হল একটি রাজনৈতিক স্থায়িত্বতার বিকাশ ঘটেছিল মাত্র। এই সময়ে ‘ নবম মালয়েশিয়া পরিকল্পনা’ গ্রহণ করা হয়, যেটি ২০০৬ খ্রিঃ থেকে ২০১০ খ্রিঃ পর্যন্ত কার্যকরী থাকবে বলে জানানো হয়। এই পরিকল্পনায় মুদ্রাস্ফীতির মাত্রাটি নিয়ন্ত্রণে আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এবং মালয়েশিয়ার ‘২০২০ এর ছায়ামূর্তির’ পরিপূর্ণতার মধ্যেই অর্থনীতির বাৎসরিক ৬ শতাংশ বৃদ্ধির রূপরেখা অঙ্কন করা হয়, যেটির মাধ্যমে একটি সুস্থির বিকাশ সম্ভবহবে বলে বিশেষজ্ঞরা মত পোষণ করেন্, এই নব মালয়েশিয়া পরিকল্পনায়। [৪]

আব্দুল্লাহ আহমেদ বাদাউই ২০০৪ খ্রিঃ যেখানে ৯১ শতাংশ ভোট কেন্দ্রে তার কর্মদক্ষতা অনুমোদন পেয়েছিল সেখানে পরবর্তী সময় গুলিতে এই জনপ্রিয়তা হ্রাস পেতে থাকে। ২০০৭ খ্রিঃ নভেম্বর মাস নাগাদ এই জনসমর্থন ৬১ শতাংশে এসে দাঁড়ায়। মালয়েশিয়ার সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধের তীব্রতা বাড়তে থাকে, কেননা তিনি ‘মালয় কর্মসূচি’ গ্রহণ করেছিলেন ইসলামিক প্রেক্ষাপটে যেটি অন্যান্য জাতির স্বার্থে আঘাত হানে; এছাড়া বিরোধী দল স্ব-শক্তিতে সামনে হাজির হয় , প্রাক্তন উপ-প্রধান মন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের নেতৃত্বে। এই সময়ে অর্থনৈতিক গতিটি যদিও মন্দ ছিল না,তবে ভবিষ্যতে কিভাবে আব্দুল্লাহ আহমেদ অর্থনৈতিক পরিচালনা করতে সক্ষম হবে সে ব্যাপারে জনগণের মধ্যে একটি সন্দেহের দানা বাঁধে।[9]
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যখন আব্দুল্লাহ আহমেদ বাদাউই ক্ষমতায় আসেন তখন তার যে বিষয়গুলি জনগণকে সন্তুষ্ট করেছিল তা হল, সমাজের দুর্নীতির হার কমানো, অপরাধমূলক কাজকর্মের হ্রাস , পুলিশ প্রশাসন সংস্করণ, ও সকল প্রকার উত্তেজনামূলক পরিস্থিতির বিনাশ । তবে পরবর্তী সময়ে এই সমস্ত পরিকল্পনা গুলির বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনেকটাই শিথিলতা পরিলক্ষিত হয়। তাই অনেকে মালয়েশিয়ার ২০০৭ সালকে ‘ সর্বোচ্চ দুর্নীতি ও সর্বনিম্ন বিরোধী দলের উপস্থিতি’ পর্ব বলেও অভিহিত করেন।[10]এই সমস্ত কারণে ২০০৮ সালের ১২ তম জাতীয় সাধারণ নির্বাচনে আব্দুল্লাহ আহমেদ বাদাউই জনসমর্থন হারান এবং তিনি পদত্যাগে বাধ্য হন এবং নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ‘নাজিব তুন রাজাক’ দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

- ## মালয়শিয়ার ১২ তম জাতীয় সাধারণ নির্বাচন ও ‘নাজীব তুন রাজাক’ এর ক্ষমতা গ্রহণ

‘বারিসান ন্যাশনাল’ বা ‘জাতীয় মুখ্য জোট’ যেটি ১৯৭৩ খ্রিঃ থেকে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে চলেছে। এটি মূলত ১৪ টি রাজনৈতিকদলের সংমিশ্রনে তৈরি একটি জোট

ছিল, এখানে প্রতিটি সম্প্রদায়ের পক্ষপাতিত্ব করার জন্য সদস্য বিদ্যমান ছিল এই জাতীয় মুখ্য জোটে। তবে মূলত ‘ সংযুক্ত মালয় জাতীয় সংগঠন’ এককভাবে কর্তৃত্বমূলক অবস্থান বজায় রাখতে সক্ষম হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে দুটি রাজনৈতিক দল পূর্ব মালয়েশিয়া থেকে অধিক আসন লাভে সক্ষম হয়েছিল তা হল, ‘ সারাওক জন দল’ এবং ‘ সাবাহ সম্মিলিত দল’।[11] মালয়েশিয়ার স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী সময়ের ইতিহাসে ৮ই মার্চ ২০০৮ সালের সাধারণ নির্বাচনে ‘ জাতীয় মুখ্য জোট’ দলের পঞ্চম প্রধানমন্ত্রী এবং ‘ সংযুক্ত মালয় জাতীয় সংগঠন’ এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আহমেদ বাদাউই এর ফলাফল ছিল সব থেকে বেদনাদায়ক। মালয়েশিয়ার জনগণ কখনোই অনুমান করতে পারেনি এই নির্বাচনের নেতিবাচক ফলাফল, জোট সরকার জনপ্রতিনিধি কক্ষে তার দুই-তৃতীয়াংশ আসন হারায় এবং চারটি রাজ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখতে অসমর্থ হয়। ‘কুয়ালালামপুর’ ও ‘কেলানতান’ এর উপরেও অধিকার হারায়, যেটি ‘জাতীয় মুখ্য জোট’ দলের বা ‘বারিসান ন্যাশনাল’ জোটের জনপ্রিয়তা অনেকটাই হ্রাস পায়।

অনেক রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মাহাথীর মহম্মদ এর সময়ে রাজনৈতিক কারণে ‘আনোয়ার ইব্রাহিম’ কে জেলে যেতে হলেও পরবর্তীতে ছাড়া পেয়ে তিনি পরাজিত বিরোধী জোট গুলিকে নিয়ে ‘পাকাতান রাকায়াত’ বা ‘ জন-চুক্তি’ নামে শক্তিশালী বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করেন। আনোয়ার ইব্রাহিমের এই বিরোধী জোটের মধ্যে যে দলগুলির বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে তা হল, তার নিজের দল ‘ জন ন্যায় দল’, ‘ মালয়েশিয়ার ইসলামিক দল’, ‘ গণতান্ত্রিক কার্যকরী দল’, এবং ’ ধর্মনিরপেক্ষ চিনা দল’।[12]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই নির্বাচনে ‘পাকাতান রাকায়াত’ বা ‘জন চুক্তি জোট’ জনপ্রতিনিধি কক্ষে ৮২ টি আসন লাভ করে । যেটি জাতীয় মুখ্য জোটের মধ্যে ভাঙ্গন ধরিয়ে দেয় এবং ‘ সংযুক্ত মালয় জাতীয় সংগঠনএর’ মধ্যেও একটি হীনমন্যতার সঞ্চার করে। এমত অবস্থায় ২০০৯ সালের মার্চ মাসে ‘ সংযুক্ত মালয় জাতীয় সংগঠনএর’ নির্বাচনে রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গরা তাদের ক্ষমতা দখলের জন্য উদ্যোগী হয়ে ওঠে, আব্দুল্লাহ আহমেদ অবসর গ্রহণে বাধ্য হলে ‘ নাজিব তুন রাজাক’ তার স্থান দখলে সক্ষম হন এবং তিনি ‘ সংযুক্ত মালয় জাতীয় সংগঠনএর’ সভাপতি হিসেবে নিয়োজিত হন এবং মালয়েশিয়ার ষষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় আসীন হন। তিনি প্রধানমন্ত্রী হবার পরবর্তী সময়ে ‘ সংযুক্ত মালয় জাতীয় সংগঠনএর’ খামতি গুলিকে সারিয়ে তোলেন ও ‘ বারিসান ন্যাশনাল’ বা ‘ জাতীয় মুখ্য জোটের’ একটি শক্তিশালী মেরুদণ্ড হিসেবে রাজনৈতিক কার্য পরিচালনা করতে থাকেন।[13]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মাত্র দুই মাসের রাজনৈতিক বিচক্ষণতার দ্বারা আনোয়ার ইব্রাহিম এর উপর মহলের সাথে তিনি সরাসরি যোগাযোগ রাখতে সক্ষম হন এবং বিরোধী পক্ষকেও সামাল দেন। নাজিব রাজাকের ক্ষমতায় আরোহনের বিষয়টি কোন দিক থেকেই কম নাটকীয় নয়। যদিও

তিনি প্রাক্তন মালয়েশিয়ার দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী 'আব্দুল রাজ্জাকের' সন্তান হিসেবে খুব স্বাভাবিকভাবেই একটি জনসাধারণের মধ্যে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। আমারা এই অনুচ্ছেদে দেখব নাজিব টুন রাজাকের সময়কালিন মালয়শিয়ার বৈদেশিক নীতির পরিচালনার ধারা কোন দিকে মোড় নিয়েছিল। যদিও এই গবেষণামূলক প্রবন্ধের এর প্রধান আলোচ্য বিষয় মাহাথীর বিন মোহাম্মদের দুটি পর্বের তুলনামূলক আলোচনা, তবে কোন ভাবেই এই দুটি পর্বের মধ্যবর্তী সময় টিকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। তাই সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে একটি সম্যক ধারণা প্রদান করা হল।

'নাজীব রাজাক' ষষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতা গ্রহনের পরবর্তী সময়ে প্রথম বছরেই তিনি চার দিনের চীন সফরে যান, বৈদেশিক নীতির পরিচালনার কার্যে । তিনি এই ক্ষেত্রে মূলত তার বাবা মালয়েশিয়ার দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাকের পরিচালিত নীতি, যেটি ১৯৭৪ খ্রিঃ দিকে তিনি মালয়েশিয়া- চীন সম্পর্কের উন্নতি জন্য গ্রহণ করেছিলেন, সেই নীতির পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করেছিলেন। নাজীবের এই চীন সফর খুবই কার্যকারিতা লাভ করেছিল, পরিণতি হিসেবে চীনা প্রেসিডেন্ট 'হু-জিনটো' কুয়ালালামপুর সফরে আসেন দুটি দেশের মধ্যে একটি গভীর সম্পর্কের বাতাবরণ গড়ে ওঠে। কেননা নাজীবের ক্ষমতায় আসার পূর্ববর্তী অনেক সময়ই মালয়েশিয়ায় কোন চীনা প্রতিনিধির প্রবেশ ঘটেনি, যেটা নাজীবের ক্ষমতায় আরোহনের প্রথম বছরেই সম্ভব হয়েছিল। তাই চীন ও মালয়েশিয়ার মধ্যে যে একটি বাণিজ্যিক দুয়ারের মুক্তকরণ ঘটেছে সেটির আচ পাওয়া যায় এই নাজীবের রাজাকের প্রধানমন্ত্রীত্ব কালে। [14]

নাজিব রাজাকের ক্ষমতায় আসার প্রথম বছরের 'ইন্দোনেশিয়ার' সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক কিছুটা তলানীতে পৌঁছাই। কেননা নাজীবের প্রধানমন্ত্রীত্ব কালে মোটামুটি ভাবে বলা যায় ২০ লাখেরও বেশি ইন্দোনেশিয়ান অধিবাসী মালয়েশিয়ার নানান কাজের সাথে যুক্ত ছিল, তাদের অধিকাংশই নির্মাণ কাজ ও চালকের কাজের সাথে সরাসরি যুক্ত ছিল। এই সমস্ত কর্মচারীদের মধ্যে একটি 'নিরাপত্তা' সংক্রান্ত প্রশ্নের মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, প্রভৃতি কারণে অশান্তির পরিবেশ গড়ে উঠলে মালয়েশিয়ায় শ্রমিকের প্রেরণ বন্ধ করে দেয় ইন্দোনেশিয়া সরকার। তারা দাবি রাখে যে যদি মালয়েশিয়া সরকার সরকারিভাবে ন্যূনতম মজুরি এবং তাদের নিরাপত্তা প্রদান না করে তাহলে এই প্রতিবন্ধকতার অবসান ঘটানো হবে না, যদিও পরবর্তী সময়ে সরকারি ভাবে এই প্রত্যাহার কে কখনোই তুলে নেওয়া হয়েছিল না। নাজীবের প্রথম বছরের শাসনকালে মূলত বৈদেশিক নীতির তেমন কোনো পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়নি, তিনি প্রচলিত স্রোতের সাথে তার দপ্তরকে পরিচালনা করেছিলেন। তিনি ' দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতীয় সংগঠন' ও ' ইসলামী সম্মিলনী সংগঠন' গুলির সাথে সমঝোতা পূর্ণ সম্পর্ক পরিচালনা করেছিলেন। তার সময়কালে পশ্চিমী দেশগুলিরকে বেশি মাত্রায় প্রাধান্য প্রদান করতে

পরিলক্ষিত করা যায়। তবে তিনি চীন কেউ কোন ভাবে বাইরে রাখেননি, তিনি মূলত চেয়ে ছিলেন বিশ্বের সমস্ত দেশ গুলির সাথে সামরিক ও বৈদেশিক সম্পর্ক প্রতিস্থাপন করে মালয়েশিয়ার সামগ্রিক বিকাশ ঘটাতে।

আব্দুল্লাহ আহমেদ বাদাউই যেমন ভাবে জনপ্রিয়তা হারিয়েছেন ঠিক তেমনি ভাবে নাজিব জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি বাদাউই এর থেকে অনেক নমনীয়তার পরিচয় দেন ,ফলে বি এন জোটের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা লাভের সমর্থ হন 'সংযুক্ত মালায় জাতীয় সংগঠনএর' সমর্থনে দ্বারা।[15] তিনি তার পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীর সমস্ত নীতি কে বিসর্জন দেননি; বরং ইতিবাচক দিকগুলোকে গ্রহণের মাধ্যমে নেতিবাচক দিকগুলিকে প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে একটি সফল পরিকাঠামোর স্থাপন করেছিলেন। এই সময়ে মালয় সমাজে একটি ধারা প্রচলিত ছিল যে, " যদি আজি মালয়েশিয়ার সাধারণ নির্বাচনের আয়োজন করা হয় 'বারিসান ন্যাশনাল' বা ' জাতীয় জোট 'পুনরায় দুই-তৃতীয়াংশ জনপ্রিয়তা লাভে সক্ষম হবে"[16] এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । তাই ২০০৯ সালটিকে নাজিব এর শাসন কাজের একটি ইতিবাচক সূচনা হিসেবে উল্লেখ করতে পারি, এই সময়ে আনোয়ার ইব্রাহিম তেমনভাবে কোন বিরোধী জনমত গড়ে তুলতে সক্ষম হয়নি ।

"যেখানে অন্যরা মৌলবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, আমরা ইসলামের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিকে বেছে নিয়েছি। যেখানে অন্যরা গণতান্ত্রিক নীতি থেকে দূরে সরে গেছে সেখানে আমরা আত্মার বিকাশ ও গণতন্ত্রের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছি। এই সিদ্ধান্ত আমাদের জাতির ইতিহাস কে পরিপূর্ণতা প্রদান করেছে এবং আমাদেরকে আমাদের সহকর্মীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে শিখিয়েছে ।" [17]

নাজিব রাজ্জাকের এই   বক্তব্যের মাধ্যমে খুব সহজেই তার বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের ১০ ই জানুয়ারি তুর্কির প্রধানমন্ত্রী ' রিসেপ তাইপ এডরোগান' মালয়েশিয়া সফরে এলে তাকে স্বাগত জানাতে এই বক্তব্য রাখেন নাজীব রাজাক । অর্থাৎ তিনি বিশ্ব সমাজে খুবই স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেন যে, কেবলমাত্র 'আধুনিকতার' নীতি যেমন তিনি অবলম্বন করেন নি তেমনি আবার কেবলমাত্র 'ইসলামী আদর্শকে' আঁকড়ে ধরে তিনি জাতিকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যান নি; তিনি ইসলামিক আদর্শের সাথে গণতন্ত্রের এক চরম মেলবন্ধন ঘটিয়ে, উদারীকরণ ও ঐতিহ্যের মেলবন্ধন ঘটিয়ে মালয়েশিয়ার সমাজকে অগ্রগতির দিকে ত্বরান্বিত করেছিলেন। তবে অনেকের মধ্যে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর রাজনৈতিক ক্ষমতার পেছনে সুদুর অতীত থেকেই ইসলামের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। মূলত এই অঞ্চলের ইসলামিক আদর্শে বিশ্বাসী ব্যক্তিবর্গ কখনোই গোঁড়ামিতার পরিচয় দেননি, তারা সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে নিজেদের মানিয়ে নিয়ে উন্নত সমাজের দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, আর স্থানীয়

বাসিন্দাদের বিশ্বাসের অধিকাংশই ইসলামিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ , তাই নাজীব রাজাক কখনোই ইসলামিক ছত্রছায়া থেকে দূরে সরেগিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত বা বৈদেশিক নীতি- নির্ধারণ করার চেষ্টা করেননি, যেটি তার এই বক্তব্য খুবই সহজভাবে প্রতীয়মান হয়েছে।

নাজীব রাজাক এই ইসলামিক ভাবাদর্শের ও গণতন্ত্রের একটি সঠিক মেলবন্ধনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপরিচালনার ব্যাপারটি নিয়ন্ত্রণ করার কথা বললেও ২০১০ সালের দিকে তার অন্যভাবমূর্তি মাথাচাড়া দেয় । দেখা যায় নাজীব সরকার মালয়েশিয়ার মুসলিম সমাজের চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হন এবং বহুজাতিক মালয় সমাজের অন্যান্য জাতিগুলির সাথে ইসলামিক ভাবাদর্শের ভারসাম্যমূলক পরিস্থিতির প্রতিষ্ঠায়ও ব্যর্থ হন।
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ২০০৯ সালের ৩১ই ডিসেম্বর মালয়েশিয়ার উচ্চ আদালত মালয় ভাষা যুক্ত 'ক্যাথলিক প্রকাশনায়' 'আল্লাহ' নামটি ব্যবহারের স্বপক্ষে রায় দিলে দেশের মধ্যে একটি উত্তেজনামূলক পরিবেশের সৃষ্টি হয়।[18] তবে সময়ের অতিবাহিত হবার সাথে সাথে ২০১৩ সালের ১৪ই অক্টোবর পূর্বের উচ্চ আদালতের রায় উপেক্ষিত করে নতুন রায় প্রদান করা হয়, তিন সদস্যের বেঞ্চ নির্ণয় করে যে, মালয় ভাষায় ' আল্লাহ' শব্দটি ক্যাথলিক খ্রিস্টানরা ব্যবহার করতে পারবে না বা তাদের কোনো প্রকাশনীতে তাদের ঈশ্বরকে ইঙ্গিত করতে এই শব্দটির ব্যবহার করতে পারবে ন। এই সমস্ত কারণে ২০০৮ ও ২০১৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে যে সমস্ত স্থানীয় খ্রিস্টানরা 'বিএন জোট বা জাতীয় মুখ্য জোটকে' সমর্থন দিয়েছিলেন তারা অনেকাংশেই পরবর্তী সময়ে আস্থা হারিয়ে ফেলে এই জোটের উপর থেকে।

২০১২ সালটিতে মালয়েশিয়ার ইতিহাসে একটি 'বিনা নির্বাচনি বছর' হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রধানমন্ত্রী নাজিব এই বছরে বিপুল পরিমাণে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সেই কারণে নাজিব এই বছরে তার সরকার ভেঙে দিতে এবং ১৩ তম জাতীয় সাধারণ নির্বাচন পরিচালনায় ইতস্তত বোধ প্রকাশ করেন। তিনি দাবি করেন যে তার সরকার যতদিন পর্যন্ত পরিপূর্ণভাবে পাঁচ বছর অতিক্রম করছে, যেটি মূলত ২০১৩ সালের এপ্রিল মাসে সম্পন্ন হবে, ততদিন পর্যন্ত তিনি ক্ষমতাসীন থেকে কার্য পরিচালনার কথা বলেন।[19] তবে ২০১২ সালের মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যেই বি এন জোট বা জাতীয় মুখ্য জোট অনুধাবন করে যে তারা তাদের প্রদেয় অনুপ্রেরণার পরিপূর্ণতাসাধন করতে সক্ষম হয়েছে। যে সমস্ত সংস্কার সাধনের প্রতিশ্রুতি তারা দিয়েছিল তা পূরণ করতে পেরেছে এবং তারা অনুমান করতে পেরেছিল যে ২০১৩ সালের প্রথম দিকেই সাধারণ নির্বাচনের সম্পাদন করতে হবে ,তাই তারা তাদের রাজনৈতিক প্রচার চালাতে থাকে বিশেষ করে প্রতিশ্রুতির পরিপূর্ণতা পেয়েছে এই মতাদর্শ কে সামনে রেখে। [20]

নাজিব তার দেশের মৌলিক আইনের সংস্কার সাধন করেছিলেন। তিনি কুখ্যাত 'অন্তর্বর্তী সুরক্ষা আইনের' সংস্কার সাধন করেছিলেন । আদালতের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন নাগরিককে গ্রেপ্তার করা যাবে না, সেটি তিনি এই আইনের সংস্কারের মাধ্যমে সুনিশ্চিত করেছিলেন। তিনি প্রগতিশীল গণতন্ত্রের পথ আরো মুক্ত ও উন্মোচিত করার কথা বলেছিলেন। তবে কিছু মন্তব্যকারীরা তাদের মত পোষণ করেন যে এই 'অন্তর্বর্তী সুরক্ষার আইনের' সংস্কারের ফলে জনগণকে তাদের ব্যাক্তি স্বাধীনতাকেও বিসর্জন দিতে হয়েছিল বহুল পরিমাণে। বিরোধী রাজনৈতিক দল, পৌর সমাজের সক্রিয় ব্যক্তিবর্গরাও এই সংস্কারের ওপর নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছিলেন, তারা দাবি করেন যে এই সংস্কার নতুনভাবে আরো প্রতিবন্ধকতার জন্ম দিয়েছিল।[21] তারা বক্তব্য রাখেন এই অন্তর্বর্তী সুরক্ষা আইন সংশোধনের মাধ্যমে নতুন যে 'নিরাপত্তা অপরাধ সংক্রান্ত বিশেষ ব্যবস্থা' গ্রহণ করা হয়েছে তাতে বলা হয় যে, কোন ব্যক্তিকে তার রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে বা রাজনৈতিক কার্যকারণের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা যাবে না। অর্থাৎ এই সংস্কার সমাজে রাজনৈতিক অপরাধের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেবে বলে বিরোধী দলগুলি মত প্রকাশ করেছিল ।

নাজিব রাজাকের রাজনৈতিক সংস্কার সাধনের বিষয়টি সত্যিই প্রশংসনীয়। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, " তিনি একজন সু-প্রতিষ্ঠিত মানুষ, যিনি তার নিজের পার্টি কে বিচ্ছিন্ন করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে রাজনৈতিক সংস্কার করেছিলেন এবং খুব সামান্যই কেন্দ্রস্থলে বিশ্বাস জ্ঞাপন করেছিলেন।"[22] নাজীব তার সংস্কার সাধনের মাধ্যমে 'রাকায়াত পাকাতান' এর পক্ষে নিজেকে পেশ করেছিলেন, যেটি তিনি মনে করেছিলেন পরবর্তী নির্বাচনে তার নেতৃত্বকারি ভূমিকাকে অনেকটাই স্থায়িত্ব প্রদান করবে।

তৎকালীন মালয়েশিয়ার সামাজিক সংস্কার সাধনের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নাজীব রাজাক ২০১০ সালে যে '১ মালয়েশিয়া উন্নতিকরণ পরিকল্পনা' গ্রহণ করেছিলেন সেটি ২০১২ সালের নির্বাচনের আগে বিশেষভাবে প্রচার কার্যের স্লোগানে ব্যবহার করে থাকেন। এই '১ মালয়েশিয়া উন্নতিকরণ পরিকল্পনা' র যেসমস্ত বিষয়গুলি বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছিলো তা হল দেশের গরীব জনগণের হাতে মুদ্রার আনয়ন, দরিদ্র এলাকাভুক্ত অঞ্চলগুলিতে সরকারিভাবে চিকিৎসা বা স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রসাধন এবং সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত দোকান গুলির একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে উন্নতি সাধন। তবে এই সমস্ত ব্যবস্থা গৃহীত হলেও প্রকৃতপক্ষে মালয়েশিয়ার সমাজে '১ মালয়েশিয়া উন্নতিকরণ পরিকল্পনা'টির কতখানি সঠিক বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছিল সে ব্যাপারে একটি স্ববিরোধী ধারণার জন্ম হয়।

অর্থনৈতিক সংস্কার প্রশ্নে ২০১২ খ্রিঃ মালয়েশিয়ায় তেমন কোনো নেতিবাচক দিক পরিলক্ষিত হয়নি। মালয়েশিয়ার এই টালমাটাল বিশ্ব অনিশ্চয়তার

পরিবেশেও কিন্তু জাতীয় অর্থনীতি ইতিবাচক ভূমিকায় পালন করেছিল। দেশের জাতীয় আয় ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল [23] এই বছরের। অর্থাৎ এই সমস্ত আলোচনার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, ২০১২ সালটি মালয়েশিয়ার জন্য ছিল একটি সংস্কারমূলক বছর, যেখানে 'রাজনৈতিক অপরাধ'ও ' অন্তর্বর্তী সুরক্ষা আইনের' মত বিষয়গুলিতে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এই বছরটিতে খুব সতর্কতার সাথেই প্রচার কার্যটিকে পরোক্ষ ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং সরকার তার প্রতিশ্রুতি গুলিকে বাস্তবায়নে অতিরিক্ত পরিমাণে মনোনিবেশ করেছিলেন। এই বছরে নির্বাচনের জন্য গোটা দেশ অপেক্ষায় থাকলেও মূলত এই নির্বাচন কখনোই আসেনি ,যা নিয়ে বিরোধী পক্ষ ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং সরকারের প্রতি দোষারোপ করেন যে খুব বুদ্ধিমত্তা ও চালাকির সাথেই এই নির্বাচনী শিথিলতা বা উদাসীনতা প্রকাশ করেছিলেন নাজীব সরকার।

- ## ১৩ তম জাতীয় সাধারণ নির্বাচন

১৩ তম জাতীয় সাধারণ নির্বাচন ছিল মালয়েশিয়ার নির্বাচনের ইতিহাসে ঘটিত 'প্রথম নির্বাচন' যেখানে সরকার পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ক্ষমতায় বিদ্যমান ছিল নির্বাচনের সময় সীমা অতিক্রম করে। এই নির্বাচন যে দুটির জোটের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল তা হল 'বারিসান ন্যাশনাল' বা জাতীয় মুখ্য জোট এবং 'পাকাতান রাকায়াত' বা 'জন জোট' দলের মধ্যে। ২০১৩ সালের ৫ই মে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই নির্বাচনের ফলশ্রুতি হিসেবে সংসদের ২২২ টি আসনের মধ্যে জাতীয় মুখ্য জোট ১৩৩ টি আসন লাভ করে এবং 'জন জোট' ৮৯ টি আসন; [24] এই ভোটের ফলাফল মোটামুটি ভাবে যদি পূর্বের পরিচালিত ১২ তম সাধারণ নির্বাচনের সঙ্গে তুলনা করা হয় তবে জাতীয় মুখ্য জোট ৭ টি আসান হারায় । এই ফলাফলের তুলনা করলে আমরা দেখতে পাই যে ' সংযুক্ত জাতীয় মালয় সংগঠন' জাতীয় মুখ্য জোটের ১৩৩ টি আসনের মধ্যে ৮৮ টি আসন লাভ করে। [25]

বিরোধী দল ২০০৮ এর নির্বাচনে ৫ টি রাজ্যের উপর তাদের ক্ষমতা অর্পণ করতে সক্ষম হলেও এই নির্বাচনে শুধু মাত্র ৩ টি রাজ্যেই তাদের ক্ষমতা বহাল থাকে। 'পেরাক' এবং ' কেদাহ' পুনরায় জাতীয় মুখ্য জোটের অধীনে চলে যায়। এই প্রসঙ্গে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মাহাথীর বিন মহম্মদ মন্তব্য রাখেন যে,

"এই নির্বাচনে অনেক মালয়েশিয়ার সাম্প্রদায়িক জাতিগুলি পুনরায় 'সংযুক্ত মালায় জাতীয় সংগঠনের' ছত্রছায়ায় ফিরে যায়,কেননা তারা অনুধাবন করেছিল যে যদি জাতীয় মুখ্য জোটের পতন ঘটে, তবে তারা তাদের নিজের দেশেই ভিখারিতে পরিণত হবে ।" [26]

অর্থাৎ মাহাথীর মহম্মদ নিজেও বিশ্বাস করতেন যে স্থানীয় মালয়জাতির সাফল্য বহুলাংশে জাতীয় মুখ্য জোটের সাফল্যের মধ্যেই নিহিত আছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই নির্বাচনে আসনের দিক থেকে জাতীয় মুখ্য জোট সাফল্য অর্জন করলেও জনসাধারণের পছন্দকে প্রাধান্য দিলে দেখা যায় যে জাতীয় মুখ্য জোট কেবলমাত্র ৪৭.৩৮ শতাংশ ভোট লাভে সক্ষম হয়, যেখানে 'জন-জোট' ৫০.৮৭ শতাংশ ভোট লাভ করে, যেটি এই জোটের পূর্বের নির্বাচনের থেকে ৩.০৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায় এবং ঠিক একইভাবে জাতীয় মুখ্য জোটের ৪.০১ শতাংশ জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়।

এই পরিস্থিতিতে আনোয়ার ইব্রাহিম এবং তার দল "৫০৫ এর দুর্নীতি" নামে একটি প্রচারণা চালায়। তাদের দাবি সরকার খুব চালাকির সাথে নির্বাচন পিছিয়ে দিয়ে রাজনৈতিক দুর্নীতির মাধ্যমে আসন লাভে সমর্থ হয়েছে মাত্র, এখানে জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে ব্যর্থ হয় সরকার, তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই সরকার তার দাবি রাখতে পারে না পুনরায় সরকার গঠনের জন্য। এই সমস্ত দাবির ভিত্তিতে যাতে পুনরায় স্বচ্ছতার সঙ্গে ভোট গ্রহণ করা হয় তার দাবি জানাই আনোয়ার ইব্রাহিম "৫০৫ এর দুর্নীতি" নামকরণ এর মাধ্যমে। তবে এই আবেদন খুব স্বাভাবিক ভাবেই দেশের অর্থনীতির দিকে নজর রেখে আদালত বাতিল করে দেয়। [27] এইভাবে বিভিন্ন টানাপোড়েনের মধ্যদিয়ে নাজীব রাজাক পুনরায় সরকারগঠনে সক্ষমহন এবং মালয়েশিয়ার বৈদেশিক নীতির পরিচালনা করেন। তবে কোন ভাবেই এই নির্বাচনের প্রাসঙ্গিকতা কে উপেক্ষা করা যায়না, কেননা এই নির্বাচনে এমন কিছু কতিপয় ঘটনা ঘটে যেগুলি মালয়েশিয়ার ইতিহাসে খুবই প্রথমবার বলেই পরিচিতি লাভ করে।

মালয়েশিয়ার রাজনীতি ও বৈদেশিকনীতির পরিচালনায় ২০১৪ খ্রিস্টাব্দকে চ্যালেঞ্জের সামনা সামনি হতে হয়েছিল। এই বছরে দুঃখজনকভাবে দুটি বিমান দুর্ঘটনা ঘটে, 'এম এইচ ৩৭০' হারিয়ে যাওয়া এবং ইউক্রেনে 'এম এইচ ১৭' ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়ার ঘটনা মালয়েশিয়ার বিমান পরিচালনায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। একইসাথে এই বছরের প্রবল বন্যাও সাধিত হয় মালয়েশিয়ায় যা লক্ষেরও বেশি মানুষকে স্থানান্তরিত হতে বাধ্য করেছিল। এই সমস্ত কারণে এই বছরে মালয়েশিয়ার অর্থনীতিতে বিশাল নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল।[28] ২০১৫ খ্রিস্টাব্দটি মালয়েশিয়ার জন্য একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বছর, এই বছরে নাজিব মূলত বৈদেশিক নীতির পরিচালনার করার জন্য একটি বিশেষ সুযোগ পা্ন, মালয়েশিয়া 'দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতীয় সংগঠন' এর চেয়ারম্যান পদ লাভ করে এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের 'নিরাপত্তা পরিষদের' অস্থায়ী সদস্যপদ লাভ করে। কিন্তু এই সমস্ত বিশেষ পদ গুলি অর্জন করলেও মালয়েশিয়ার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা তা পদদলিত করে। নাজিব প্রশাসনকে দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সামনাসামনি করতে হয় এবং এমনকি

'১ মালয়েশিয়া উন্নতিকরণ' পরিকল্পনার দুর্নীতির ভার সরাসরি নাজীবের উপর এসে পড়ে। কেননা এই দুর্নীতির সাথে নাজীবের নাম আরো জড়িয়ে পড়ে যখন ' ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল' প্রকাশ করে যে প্রায়ই ৭০০ মিলিয়ন আমেরিকান মুদ্রা নাজিব রাজাকের ব্যক্তিগত খাতে আসে।
তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই মালয়েশিয়ার জনগণ রাজিবের রাজনৈতিক চরিত্রের উপর প্রশ্ন তুলতে থাকে। যদিও নাজিব ব্যক্তিগত স্বার্থে এই খাতের ব্যবহার করেননি বলে দাবি রাখেন।[29] এটি ছিল মালয়েশিয়ার ইতিহাসে সবথেকে বড় দুর্নীতি, যা ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মালয়েশিয়ার একটি স্থায়ী জায়গা তৈরি করতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল।
এই সমস্ত ঘটনা মালয়েশিয়ার অর্থনীতিতে গভীরভাবে আঘাত হেনেছিল ফলে ক্রমাগত দেশের জাতীয় আয় নিম্নমুখী হতে থাকে যেটি '২০২০ এর ছায়ামূর্তি' কে পরিপূর্ণতা প্রদানের ক্ষেত্রে আশঙ্কার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।[30] এই সময়ে মালয়েশিয়ার সবথেকে বড় ব্যবসায়িক অংশীদার চীনের সাথেও ব্যবসা বাণিজ্যের সম্পর্কের অবনতি ঘটে।একই সাথে তৎকালীন বিশ্বের ইসলামিক রাষ্ট্রগুলির উপর সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের মাত্রা বৃদ্ধি পায় যেটা মালয়েশিয়ার ইসলামীক নীতিতে ব্যাংকিং পরিষেবা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাকে অনেকটাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেছিল ।
এছাড়া রোহিঙ্গা শরণার্থী ও দক্ষিণ চীন সাগরের ব্যাপারটিও মালয়েশিয়ায় প্রবেশ করেছিল ও বৈদেশিক নীতিতে তার প্রভাব পড়েছিল। এই সমস্ত কারণে ২০১৫ সালটিকে একটি সংকটময় পরিস্থিতি বলে বিবেচনা করা হয়, যদিও এই বছরে মালয়েশিয়া বিশ্ব রাজনীতিতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ আসন লাভ করেছিল কিন্তু তা তেমনভাবে সাফল্য এনে দিতে পারেনি অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে।

২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মাহাথীর বিন মহম্মদ 'সংযুক্ত জাতীয় মালয় সংগঠন' থেকে বেরিয়ে আসেন। দলের মধ্যে থাকাকালিন অবস্থাতেই নাজীবের বিরোধ আওয়াজ তোলেন এবং তিনি নাজীবের প্রধানমন্ত্রীত্ব কালীন কাজ-কর্মের সমালোচনা করেন । তিনি এই দল থেকে বেরিয়ে এসে নিজে একটি বিরোধী দল তৈরি করেন যা 'পি পি বি এম ' নামে পরিচিত এবং এই সময়ে তিনি আনোয়ার ইব্রাহিম, পূর্বে যাকে শত্রু হিসেবে বিবেচনা করতেন তার সাথে হাত মেলান।[31] অনেকেই সন্ধিকে নতুন জোট হিসেবে নামকরণ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মাহাথীর এই বছরেই '১মালয়েশিয়া উন্নতিকরণ' প্রকল্পের দুর্নীতিতে নাজীবের বিরুদ্ধে তদন্ত করার জন্য আবেদন জারি করেন। এবং তিনি অক্টোবর মাসে রাজা 'ইয়াং-দি-পারতুয়ান আরং' এর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে দেশের বিপুল পরিমাণে জনগনের সম্মতিনামা পেশ করেন তৎকালীন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নাজীব রাজাকের বিরুদ্ধে। [32]
বৈদেশিক সম্পর্কের পরিচালনায় এই সমস্ত অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও '১ মালয়েশিয়া উন্নতিকরণ' প্রকল্পের ছায়ামূর্তি থেকে নাজির তার পরিচালিত বৈদেশিক সম্পর্ককে দূরে সরিয়ে

রেখে বৃহৎ শক্তিধর চীন ও আমেরিকার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখে। এই সময় মার্কিন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা ও নাজীবের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই সময়ে আমেরিকার বিচার বিভাগ মালয়েশিয়ার কিছু ব্যাংকার ও অর্থনীতিবিদ কে মালয়েশিয়ার উন্নয়ন তহবিল থেকে অর্থ আত্মসাতের আরোপ লাগাই; এর এক মাসের মধ্যেই 'হোয়াইট হাউস' ঘোষণা করে যে মালয়েশিয়া স্বচ্ছতার সাথে বৈদেশিক সম্পর্ক ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য পরিচালনা করে চলেছে, এর ফলে মালয়েশিয়ায় নাজিব সরকার আমেরিকার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনার ব্যাপারে সুনিশ্চিত হন। [33]

২০১৬ সালের নভেম্বর মাসের দিকে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি পদে 'ডোনাল্ড ট্রাম্প 'ক্ষমতায় এলে তিনি মুদ্রার হার বৃদ্ধি করেন। ফলে মালয়েশিয়ায় ২০১৭ সালের প্রথম দিকে মালয়েশিয়ার মুদ্রার প্রায় ৫ শতাংশ অধঃপতন ঘটে মার্কিন মুদ্রার তুলনায়, এই সময়ে জ্বালানি তেলের দাম বেড়ে যায় এমনকি ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিচালনার খরচ এবং জীবন ধারনের মাত্রাটি অতিমাত্রায় ব্যয়বহুল হয়ে ওঠে। তবে পরবর্তী কয়েক মাসের মধ্যেই মালয়েশিয়ার অর্থনীতির নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে, ২০১৭ সালের মে মাসের দিকে অর্থাৎ দ্বিতীয় চতুর্থাংশে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির মাত্রা ৫.৬ শতাংশ [34] এবং মালয়েশিয়ার মুদ্রার মান ৩.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।[35] এইভাবেই পরবর্তী সময়ে রপ্তানির বৃদ্ধি ঘটে এবং মালয়েশিয়ার অর্থনীতি একটি ভারসাম্যমূলক অবস্থায় আসে।

• ১৪ তম জাতীয় সাধারণ নির্বাচন ও মাহাথীরের পুনঃআগমন

২০১৮ সালের ৯ই মে মালয়েশিয়ার 'ঐতিহাসিক ১৪ তম জাতীয় সাধারণ নির্বাচন' সম্পন্ন হয়। এই নির্বাচনটি মালয়েশিয়া ইতিহাসে এমন একটা নির্বাচন হিসেবে পরিগণিত হয় যেখানে সুদীর্ঘ ৬০ বছরেরও বেশি সময় প্রথমবার 'ব্যারিসান ন্যাশনাল' বা 'জাতীয় মুখ্য জোটের বাইরে থেকে সরকার গঠিত হয়েছিল। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মাহাথীর বিন মহম্মদ ২০১৮ সালে পুনরায় মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতা দখল করেন। 'পাকাতন হারাপান' বা ' আশার জোট' মূলত এই নির্বাচনে জয় লাভ করে।এই দলের নেতৃত্বকারি ছিলেন আনোয়ার ইব্রাহিম এবং সভাপতি হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন মাহাথীর বিন মহম্মদ। রাজনৈতিক চরিত্রগত দিক থেকে এই দলটি ছিল খুবই নবীন, ২২ই সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালে এই জোটটি গঠিত হয়েছিল। তবে এই জোটের উত্তরসূরি হিসেবে আনোয়ার ইব্রাহিমের 'পাকাতান রাকায়াত' কেই চিহ্নিত করা হয় । এই 'পাকাতন হারাপান' বা 'আশার জোট' এর যে সমস্ত আদর্শ গুলি জনসমক্ষে

উঠে আসে তা হল, সামাজিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, সামাজিক বিন্যাসের উদারীকরণ, উন্নতি সাধন ও সংস্কার সাধন। [36]

২০১৮ সালের ৭ই এপ্রিল মালয়েশিয়ার ১৩ তম সংসদ বা নাজিব সরকার ভেঙে গেলে ৯ ই মে ১৪তম সংসদ গঠনের জন্য নতুন নির্বাচন সংসদের নিম্নকক্ষ বা 'দিওয়ান রাকায়াত' এর মোট ২২২ টি আসনের ভিত্তিতে এই নির্বাচন সাধিত হয়। এটি ছিল প্রথম নির্বাচন যেখানে ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে মালয়েশিয়ার স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী সময় থেকে প্রথমবার জাতীয় মুখ্য জোটের বাইরে গিয়ে সরকার গঠিত হয়েছে। 'পাকাতান হারাপান' বা আশার জোট মূলত 'সাবাহ উত্তরাধিকার দলের' সাথে জোট সাধিত করে মোট ২২২ টি আসনের মধ্যে ১২১ টি আসন লাভ করে । জাতীয় মুখ্য জোট বা বারিসান ন্যাশনাল এর প্রার্থী নাজিব যেখানে ৭৯ টি আসুন লাভে সক্ষম হন, এবং তিনি মুখ্য বিরোধী দলের মর্যাদায় ভূষিত হন 'গাগাসান মোজাহাতেরা' বা 'মালয়েশিয়ার ইসলামিক দলের' সাথে, যেটির সহিত যুক্ত ছিলেন 'আব্দুল হাদী আওয়াং'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে নাজিব সরকারের এই নির্বাচনে ৫৪ টি আসনের অবনতি ঘটে, যেটির প্রায় সম্পন্নটাই 'পাকাতান হারাপান' এর অধীনে আসে। এই নির্বাচনে দেখা যায় ১৩.৫৮ শতাংশ জনগণ জাতীয় মুখ্য জোট থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন এবং 'আশার জোট' জনগণের মন জয় করতে সফল হন। [37]

২০১৮ সালের ১০ই মে 'পাকাতান হারাপান' বা 'আশার জোটের নেতা মাহাথীর বিন মহম্মদ পুনরায় মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় আসেন। ইনি হলেন বিশ্বের সবথেকে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী যিনি ৯৩ বছর বয়সেও দেশের হাল ধরতে সক্ষম হন । মাহাথীর ক্ষমতায় আসার পরবর্তী সময়ে 'আনোয়ার ইব্রাহিমকে' তিনি রাজকীয়তার নিয়ম অনুসারে ক্ষমা প্রদান করেন, ফলে পরবর্তী সময়ে আনোয়ার কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই চলাফেরা করার অধিকার লাভ করেন। মাহাথীর মহম্মদ মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর নাজীবের '১ মালয়েশিয়া উন্নতিকরণ' পরিকল্পনার দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করেন। মাহাথীর হলেন একমাত্র প্রধানমন্ত্রী যিনি দুটি বিরোধী দল থেকে তার অবস্থান বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা একটা জিনিস খুবই সহজ ভাবে অনুধাবন করেছি যে, ইসলামিক আদর্শে বিশ্বাসী হলেও শুধুমাত্র গোঁড়ামি মানসিকতার মধ্য দিয়েই যে মালয়েশিয়া জনগণ তাদের জীবন অতিবাহিত করতে নারাজ তা এই ১৪তম সাধারণ নির্বাচন প্রমাণ করে দিয়েছে। এই নির্বাচনে মাহাথীরের ক্ষমতায় পুনরাগমন এর একমাত্র কারণ ছিল তার ধর্মীয় সহিষ্ণুতার সাথে আধুনিকীকরণের মেলবন্ধনের চিন্তাভাবনা। কেননা পঞ্চম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে 'বাদাউই' ক্ষমতায় এসে তেমনভাবে মালয়েশিয়ার সামাজিক ও অর্থনৈতিক

উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হননি। তার সময় কাল দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, মাহাথীরের সময়ে যেমন 'রাজতন্ত্রকে' কোণঠাসা অবস্থায় বিরাজ করতে হয়েছিল তেমনি 'বাদাউই' ঠিক তার বিপরীত নীতি অবলম্বন করেছিলেন । অতএব এই সময় থেকেই জনগণ মাহাথীরের অভাব অনুধাবন করতে শেখে।

পরবর্তী সময়ে ষষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নাজীব রাজাক ক্ষমতায় এলে তার বিরুদ্ধে নানান সময় নানান দুর্নীতির ছাপ লাগে, তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল , '১ মালয়েশিয়া উন্নতিকরণ পরিকল্পনা' । যেখানে তার ব্যক্তিগত তহবিলে হিসাব বহির্ভূতভাবে ৭০০ মিলিয়ন আমেরিকান মুদ্রার আগমন ঘটে। শুধু তাই নয়, তার সময়কালীন তিনি ১৩ তম সাধারণ নির্বাচন সময় অতিবাহিত হবার পরে সম্পন্ন করেছিলেন, যেখানে তিনি আসনের দিক থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও জনগণের মোট ভোট ভোটের অর্ধেকেরও কম ভোট পেয়েছিলেন, এই ব্যপারে তৎকালীন বিরোধী নেতা আনোয়ার ইব্রাহিম ' কুট-কৌশল' এর মাধ্যমে নাজিব ক্ষমতায় এসেছিলেন দাবি করেন।

এইভাবে দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক পরিস্থিতি এতই উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠেছিল যে নাজীবের প্রধানমন্ত্রীত্ব কালীন মালয়েশিয়া 'দক্ষিণ পূর্ব এশিয় জাতিও সংগঠনের' সদস্য পদ ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের 'নিরাপত্তা পরিষদের' অস্থায়ী সদস্য হিসেবে সদস্য পদ লাভ করলেও মালয়েশিয়া আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নিজের জায়গা করে নিতে ব্যর্থ হয়। এই সমস্ত কারণে ষাট বছরেরও বেশি সময় ক্ষমতায় থাকা 'বি এন জোট' বা জাতীয় মুখ্য জোটের উপরথেকে আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং মাহাথীরের নেতৃত্বে 'পাকাতান হারাপান' বা 'আশার জোট'কে জনগণ আপন করে নেন। যার পরিণতি হিসেবে বিশ্বের প্রবীণতম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মাহাথীর বিন মহম্মদ পুনরায় আসন গ্রহণ করেন।

অতএব বর্তমানে মাহাথীর মহম্মদ মালয়েশিয়ার ভাগ্য কিভাবে নির্ধারণ করবে সেটি এই আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু । তবে তার পূর্ব অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যে বর্তমানে মালয়েশিয়ায় উন্নয়নে খুবই প্রয়োজন তা দেশের জনগণ প্রত্যক্ষ ভাবে এই ১৪তম সাধারণ নির্বাচনে প্রমান করে দিয়েছেন এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

- উৎস (References)

1. Joseph Liow "The Politics behind Malaysia's Eleventh General Election", Asian Survey , Vol. 45, No. 6 (November/December 2005), p.907 , Published by University of California Press , Stable URL: https://www.jstor.org/stable/10.1525/as.2005.45.6.907
2. More details to see Steven Gan, "BN Will Win, Here's Why," March 8, 2004, http://www.malaysiakini.com/editorials/22788 , accessed Feb,2019.
3. Ahmad Fauzi Abdul Hamid and Muhamad Takiyuddin Ismail, "The Monarchy and Party Politics in Malaysia in the Era of Abdullah Ahmad Badawi (2003–09)", The Resurgence of the Role of Protector, Asian Survey, Vol. 52, No. 5 (September/October 2012), pp. 924-925, Published by University of California Press, Stable URL https://www.jstor.org/stable/10.1525/as.2012.52.5.924
4. Raja Nazrin Shah, "The Monarchy in Contemporary Malaysia", Singapore: ISEAS, 2001.
5. Ahmad Fauzi Abdul Hamid, "Politically Engaged Muslims in Malaysia in the Era of Abdullah Ahmad Badawi (2003–2009)", Asian Journal of Political Science 18:2 (2010), pp. 164–169.
6. Bridget Welsh, "Malaysia in 2004: Out of Mahathir's Shadow?", Asian Survey , Vol. 45, No. 1 (January/February 2005), pp. 159-160, University of California Press Stable URL: https:// www.jstor.org/stable/10.1525/as.2005.45.1.153
7. Claudia Derichs, "Malaysia in 2005: Moving Forward Quietly", Asian Survey , Vol. 46, No. 1 (January/February 2006), p.172, University of California Press Stable URL: https:// www.jstor.org /stable/ 10.1525/as.2006.46.1.168

8. Claudia Derichs, "Malaysia in 2006: An Old Tiger Roars", Asian Survey , Vol. 47, No. 1 (January/February 2007), p.150, Published by University of California Press, Stable URL: https://www.jstor.org/stable/10.1525/as.2007.47.1.148
9. Lee Hock Guan , "MALAYSIA IN 2007: Abdullah Administration under Siege", Southeast Asian Affairs, SEAS - Yusof Ishak Institute,2008, p.187, Stable URL: https://www.jstor.org/stable/27913359 , Accessed: 28-02-2019 12:15 UTC
10. William Case, "Malaysia in 2007: High Corruption and Low Opposition", Source: Asian Survey, Published by: University of California Press, Vol. 48, No. 1 (January/February 2008), p. 47
11. Bendeich Marck, "Malaysia Govt Loses Key State of Penang," Reuters via Yahoo! News, accessed on March 12, 2008 (taken from Asian Survey,11 feb,2019) &

    United States Commission on International Religious Freedom, USCIRF Annual Report 2008–Malaysia, May 1, 2008, online at UNHCR Refworld, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/485569a13c.html>, accessed feb 23, 2019.
12. Bilveer Singh, "Malaysia in 2008: The Elections That Broke the Tiger's Back", Asian Survey , University of California Press, Vol. 49, No. 1 (January/February 2009), p. 157
13. Carolyn Hong, "Back with a Vengeance," Straits Times, October 30, 2008.
14. James Chin, "MALAYSIA: The Rise of Najib and 1Malaysia", Southeast Asian Affairs, (2010), p.176, Published by ISEAS - Yusof Ishak Institute, Stable URL: https://www.jstor.org/stable/41418565
15. "Poll Shows Strong UMNO Backing For Najib", Malaysian Insider, 30 December 2009 ,The strait times.

16. “BN Will Win Elections If Held Today”, Malaysiakini, 15 November 2009.
17. From a speech during the welcoming Turkish prime minister Recep Tayyip Erdogan to Malaysia, 10 January 2014 (New Straits Times Online)
18. Maznah Mohamad. “The Ascendance of Bureaucratic Islam and the Secularization of the Sharia in Malaysia”, Pacific Affairs 83, no. 3. 2010, pp. 505-524.
19. William Case, “Malaysia in 2012: A Non-election Year”, Asian Survey, University of California Press, Vol. 53, No. 1 ,2013, pp. 134-141.
20. Graham K. Brown, “MALAYSIA IN 2012: Promises of Reform; Promises Met?”, Southeast Asian Affairs, 2013, p.155, Published by ISEAS - Yusof Ishak Institute, Stable URL: https://www.jstor.org/stable/23471142
21. Ibid, p.156.
22. Ibid.
23. Ibid, p.163.
24. https://en.wikipedia.org/wiki/2013_Malaysian_general_election(accessed on 2nd march,2019)
25. James Chin (guest editor), “Special Issue: Malaysian General Elections 2013”, The Round Table: The Commonwealth Journal of International Affairs 102, no. 6 (December 2013)
26. Ram Anand, “Chinese Rejected Malay Hand of Friendship”, May 7, 2013, (http://www.malaysiakini.com/news/229421) accessed,11 march,2019.
27. James Chin, “MALAYSIA IN 2013: Najib's Pyrrhic Victory and the Demise of 1 Malaysia”, Southeast Asian Affairs, 2014, p. 176, Published by ISEAS - Yusof Ishak Institute Stable URL: https://www.jstor.org/stable/44112072

28. Najib Razak, “Prime Minister’s End of Year Message”, www/najibrazak.com, 31 December 2014. (accessed 28 feb,2019)
29. Tom Wright and Simon Clark, “Investigators Believe Money Flowed to Malaysian Leader Najib’s Account amid 1MDB Probe”, Wall Street Journal, 2 July 2015.
30. Helena Varkkey, “MALAYSIA IN 2016: Persistent Crises, Rapid Response, and Resilience” Southeast Asian Affairs, (2017), p. 208, Stable URL: https://www.jstor.org/stable/10.2307/26492602
31. Tasnim Lokman and Adrian Lai, “PPBM Seeking Anwar’s Blessing”, New Straits Times, Sept 12, 2016.
32. Trinna Leong, “Sultan of Kelantan Named New Malaysian King”, Straits Times, Oct 14, 2016.
33. “White House stated Malaysian Transparency in Wake of Fund Scandal”, Reuters, July 21, 2016.
34. The Star, “Malaysia’s Economy rises at 5.6% in Q1”, May 19, 2017.
35. Deloitte Insights, “Malaysia: Subdued Growth Prospects for 2017”, March 28, 2017. (https://www2.deloitte.com/insights/us/en/economy/asia-pacific-economic-outlook/2017/q2-malaysia.html) Accessed, 15 march,2019.
36. https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Malaysian_general_election (Accessed, march 10,2019)
37. Ibid.

পঞ্চম অধ্যায়

মাহাথীর বিন মহাম্মাদের দুই সময়কালের (১৯৮১-২০০৩ খ্রিঃ ও ২০১৮ খ্রিঃ-বর্তমান) তুলনামূলক আলোচনা ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট

ডঃ মাহাথীর বিন মহাম্মদের প্রাথমিক পর্বের প্রধানমন্ত্রীত্ব কালে তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতা মালয়েশিয়ার রাজনৈতিক চরিত্রকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল, ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে তার ক্ষমতার অব্যাহতি ঘটলে বিভিন্ন প্রধানমন্ত্রীর আগমন হয় ফলে মালয়েশিয়ার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতার মাত্রা বৃদ্ধি লাভ করে যেটি তাঁর নেতৃত্বকে বিশেষভাবে মনে করিয়ে দেয় মালয়শিয়ার জনগণের মনে; যার পরিণতি হিসেবে ২০১৮ সালের মালয়েশিয়ার জাতীয় সাধারণ নির্বাচনে পুনরায় ৯৩ বছর বয়সের একজন বৃদ্ধ ও বিচক্ষণ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মাহাথীর মহাম্মদ ক্ষমতায় আসীন হন । তার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব প্রমাণ করে দেয় 'ব্যক্তির বয়স শুধুমাত্র একটা নাম্বার মাত্র' ; কেননা ব্যক্তির বিচক্ষণতার অবসান একমাত্র তার মৃত্যুর মাধ্যমেই পরিসমাপ্তি লাভ করে, সেটি মাহাথীর অক্ষরে অক্ষরে প্রমান করে দিয়েছেন।

যাই হোক বর্তমানে ২০১৮ খ্রিঃ মাহাথীর বিন মহাম্মদ ক্ষমতায় আসার পরবর্তী সময়ে তিনি কি কি আন্তর্জাতিক কাঠামোর বিকাশ সাধন করেছেন এবং তার প্রাথমিক পর্ব বিশেষত ১৯৮১-২০০৩ খ্রিঃ সময়কালীন পরিস্থিতির সাথে বর্তমান পর্বের কি কি সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় তার আলোচনা করা হলো এই অধ্যায়ে। এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটির তৃতীয় অধ্যায়ে তাঁর প্রাথমিক পর্বের উপর খুব স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান করা হয়েছে এবং এই অধ্যায়ে তার পুনরায় ক্ষমতায় আগমনের পরবর্তী সময় টিকে সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রবন্ধটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে ।

এই অধ্যায়ে মূলত মাহাথিরের দুটি পর্বের তুলনামূলক আলোচনার মধ্যদিয়ে আলোচনাটি কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে এই গবেষণামূলক প্রবন্ধে মাহাথিরের ১৯৮১ খ্রিঃ থেকে ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ এবং ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত যে বিষয়গুলির উপর অতিমাত্রায় প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তা হল, মূলত তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে মালয়েশিয়ার 'বিদেশনীতি' পরিচালনার ও 'রাষ্ট্র গঠন' সম্পর্কে

একটি সম্যক ধারণা অর্জন করা । যে বিষয়গুলি এই তুলনামূলক আলোচনার সহিত জড়িত তা হল,

(ক) চীনা প্রশ্নে মাহাথিরের দৃষ্টিভঙ্গির স্থায়িত্বতা

(খ) 'জাপানি-করন' সমালোচনা ও মাহাথিরের অতিমাত্রায় জাপানি ভাবাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

(গ) 'পশ্চিমা সভ্যতা' সম্পর্কে মাহাথিরের দৃষ্টিভঙ্গি

(ঘ) 'জল চুক্তি' কেন্দ্রিক সিঙ্গাপুর-মালয়শিয়া বিতর্কে মাহাথিরের মূল্যায়ন

(ঙ) '১ মালয়শিয়া উন্নতিকরন' প্রকল্পের দুর্নীতিতে নাজীব এর যুক্ততা ও মাহাথিরের পুনরুত্থান

(চ) মাহাথিরের বিদেশনীতি এবং রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়ায় 'ইসলামের' ভূমিকা

(ছ) ইউরোপীয় সংগঠন ও ফরাসি বাজারে 'পাম জৈব- জ্বালানির' রপ্তানিতে মালয়েশিয়ার বৈষম্যতার স্বীকার

(জ) 'অস্ত্র প্রতিযোগিতা', 'বিশ্বায়ন' ও 'বর্তমান বিশ্ব' সম্পর্কে মাহাথিরের দৃষ্টিভঙ্গি

উল্লিখিত এই বিষয়গুলিকে আলোচনার মাধ্যমে গবেষণামূলক প্রবন্ধটির এই অধ্যায়টিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এখন আমরা এই উল্লেখিত প্রতিটি বিষয়ের উপর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখব যে, মাহাথীর যখন প্রথমবারের মতো ১৯৮১ থেকে ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় এসেছিলেন তখন তিনি যেরূপ দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছিলেন এই বিষয়গুলির উপর এবং বর্তমানে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি পুনরায় ক্ষমতায় এলে অর্থাৎ এখন তিনি কি পুর্বের মতই এই বিষয়গুলির ব্যাপারে একই রকম মনোভাব প্রকাশ করেন, নাকি ভিন্ন পথে পদার্পণ করেছেন, এই ব্যাপারে একটি তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করা হল,

(ক)

মাহাথীর বিন মহাম্মদ এর প্রাথমিক পর্বের প্রধানমন্ত্রিত্ব কালে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আমরা অনুধাবন করতে পারি যে, চীন মালয়শিয়া সম্পর্কের ব্যাপারে মাহাথীর যেমন খুবই স্পষ্ট, তেমনি আবার তিনি স্ব-বিরোধী মনোভাবেরও পরিচয় দিয়েছেন। তিনি এই ব্যাপারে স্পষ্ট যে মালয়েশিয়ায় চীনের

সাথে কখনোই সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করবে না, আবার তিনি একইভাবে যে শক্তিশালী বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের স্থাপনের কথা বলেছেন তাও নয়, সে ক্ষেত্রে তিনি চীনকে শক্তিশালী ব্যবসায়িক অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করেছেন। ঠিক একইভাবে ২০১৮ সালের পরবর্তী সময়ে চিনা প্রশ্নে মালয়েশিয়ায় মাহাথীর বিন মহাম্মদ একই নীতিতে বহাল আছেন যেমনটি তিনি পূর্বে ছিলেন । এই প্রসঙ্গে তিনি ২০১৮ সালের জুন মাসে টোকিওতে অনুষ্ঠিত হওয়া ' এশিয়ার ভবিষ্যৎ সমাবেশ' এ চীন সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে,

"চীন হলো একটি বৃহৎ শক্তিশালী দেশ এবং আমাদের চীনের সাথে অবশ্যই সম্পর্ক বহাল রাখতে হবে; এক্ষেত্রে আদতে আমরা চীনকে পছন্দ করি বা অপছন্দ করি সেটা কোনো ভিত্তি প্রদান করে না।" [1]

জাপানি সংবাদমাধ্যমে প্রদেয় এই বক্তব্যের মাধ্যমে খুব স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে মালয়েশিয়ায়,চীনের সাথে সরাসরি প্রতিযোগিতায় লিপ্ত না হয়ে একটি বাণিজ্যিক অংশ হিসেবে চীনের সাথে সম্পর্ক সাধনের প্রয়াস করেছেন। পূর্ব এশিয়া এবং ইউরোপ এর মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য যে 'রেশম পথ' উদ্যোগ চীনা সরকার কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে সেটিও মাহাথীর মহাম্মদ ইতিবাচক দৃষ্টিতেই গ্রহণ করে নিয়েছেন বলে ধারণা করা যায়। তবে এই প্রসঙ্গে মাহাথীর বিন মহাম্মদ মন্তব্য করেন যে, ' আমাদের মত ছোট দেশের পক্ষ থেকে এই পরিকল্পনার পক্ষে মতামত থাকুক বা নাথাকুক তাতে তোয়াক্কা না করে চীন তার 'রেশম পথের' পরিকল্পনা এগিয়ে নিয়ে যাবে'[2] অর্থাৎ এই মন্তব্যে আমরা একটি বাধ্যবাধকতার সুর মাহাথীর বিন মহাম্মদের কণ্ঠে অনুভব করতে পারি। 'এশিয়ার ভবিষ্যৎ সমাবেশ ২০১৮' তে মাহাথীর চীনের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ও দুটি দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক আদান-প্রদানের ব্যাপারে মতামত প্রকাশ করেন। তবে মাহাথীর বিন মহাম্মদ চীনের এই এশিয়া ও ইউরোপের সংযুক্তিকরণে ' রেশম পথের' ব্যবহারের ব্যাপারে খুব স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে, এই যোগাযোগ মাধ্যমটি কোন ভাবেই চীন একচ্ছত্র ভাবে ব্যবহার করতে পারবে না; এখানে বাকি সদস্য বা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিও সমান অধিকার লাভ করবে। এই প্রসঙ্গে তিনি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিকে বিশেষ করে যারা ভৌগোলিকভাবে 'রেশম পথ' এর আওতায় তারা ভবিষ্যতে বেজিং এর উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে না পড়ে তার ব্যাপারেও সতর্ক করে দিয়েছেন। এই ক্ষেত্রে মাহাথীর পরোক্ষভাবে 'লাউস' ও 'কম্বোডিয়া' কেই ইঙ্গিত করেছেন কেননা এই দেশ গুলির উন্নতিকরণ ও ভূমি সংস্কারের ব্যাপারে তারা চীনা বিনিয়োগকে বিনা দ্বিধায় স্বাগত জানিয়েছেন।

মালয়েশিয়ার পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রীগণ বিশেষ করে ‘বাদাউই’ ও ‘নাজীব রাজাকের’ সময়কালে মালয়শিয়া যেভাবে চীনের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়ে ছিল পরবর্তীতে মাহাথীর বিন মহাম্মদ প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হয়ে তার অনেকটাই ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন, ফলে তিনি মালয়েশিয়ায় চীনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিবিধ কার্যাবলী স্থগিত করেন। এই প্রসঙ্গে মাহাথীর বিন মহাম্মদ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নাজীব রাজাককে ইঙ্গিত করে মন্তব্য করেন যে,

“মালয়েশিয়ার নেতৃত্বকারীরা বৃহৎ ঋণ এবং বৃহৎ পরিকল্পনা কে অতিমাত্রায় পছন্দ করে; তবে সেই ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে তারা খুবই উদাসীনতার পরিচয় দেন।” [3]

মাহাথীর মনে করেন নাজীব রাজাক বিশেষত চীনের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন শুধুমাত্র ঋণের বোঝা বাড়ানোর তাগিদে, একই ভাবে মাহাথীর তার শাসনাধীন সময় কালকে চীনের সাথে সম্পর্ককে কেবলমাত্র ভালো বাণিজ্যিক অংশীদার এবং বৈদেশিক বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার উপায় হিসেবেই সীমিত রেখেছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে চীন যেহেতু বর্তমানে একটি প্রগতিশীল শক্তি এবং ১৯৭৪ খ্রিঃ থেকে চীনের সাথে মালয়শিয়া বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনা করে আসছে, তাই পছন্দ-অপছন্দকে কম প্রাধান্য দিয়ে বৈদেশিক নীতির মাপকাঠিতেই মালয়শিয়া অবশ্যই সফলভাবে চীনের সাথে কূটনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করবে,এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই ।

অতএব এই অধ্যায়ে মাহাথিরের চীনের প্রতি যে সাম্প্রতিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত করা যায় তা তার অতীতের চীনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে খুব কমই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।কেননা নব্বইয়ের দশকের সময়েও মাহাথীর চীনকে যেমন অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব হিসেবে পরিগণিত করেননি,আবার সম্পর্ক ছিন্নও করে দেননি, তেমনি তার এই সাম্প্রতিক ‘এশিয়ার ভবিষ্যৎ সমাবেশে’র বক্তব্যে একই সুরধ্বনিত হয়েছে। মাহাথীর বিন মহাম্মদ তার প্রাথমিক পর্বের প্রধানমন্ত্রীত্ব কালে ১৯৯৯ খ্রিঃ মালয়শিয়া - চীন বৈদেশিক সম্পর্ক বা চুক্তির ২৫ বছর উদযাপন উপলক্ষে তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, “মালয়শিয়া চীন কূটনৈতিক সম্পর্ক যদিও ২৫ বছরের পুরনো কিন্তু সক্রিয়ভাবে এই দুই দেশের জনগণের সম্পর্ক শুরু হয় ৬০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। এমনকি কিছু কিছু ঐতিহাসিক দাবি করে যে এটি ২০০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিদ্যমান। ইন চিং, নৌ সেনাপতি চিং হো , এবং রাজপুত্র হাং-লি- পো প্রমূখ নাম গুলোর সাথে মালয় জাতিরা পরিচিতি লাভ করে মালাক্কার ইতিহাসের সময় থেকে। এই যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভাব আজ দুই দেশের খাদ্যাভাস, পোশা্ক, সংস্কৃতি,এমনকি বিভিন্ন গৃহনির্মাণের ডিজাইনেও পরিলক্ষিত হয়,তবে দুঃখজনক ভাবে এই সম্পর্কের ইতি টানে যখন

এই অঞ্চলে ইউরোপীয়দের আগমন ঘটে এবং মালয় রাজ্য গুলির উপর তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে।” [4]

অর্থাৎ মাহাথিরের দুটি সময়কালের উপরেই ভিত্তি করে বলা যায় যে, মালয়শিয়া চীন সম্পর্কের মাত্রাটিকে বন্ধুত্বপূর্ণ বা শত্রুভাবাপন্ন হিসেবে বিবেচনা করে বাণিজ্যিক মাপকাঠিতেই বিচার করা যুক্তিযুক্ত। কেননা মাহাথীর বিন মহাম্মদ উপরইউক্ত বক্তব্যটির মাধ্যমে খুব সতর্কতার সাথে ব্রিটিশ শক্তির উপর এবং ইউরোপীয় শক্তি কে দোষারোপ করে প্রমাণ করেছেন যে ব্যক্তিগতভাবে মালয়শিয়া চীন সম্পর্কের টানাপোড়েন কখনোই পরিলক্ষিত হয়নি আর এখানেই মাহাথিরের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের বিচক্ষণতার পরিচয় ফুটে উঠেছে।

(খ)

ডঃ মাহাথীর বিন মহাম্মদ ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় এলে, তিনি ওই বছরেই ১০ ই জুন ৩ দিনের ‘জাপান’ সফরে যান তার স্ত্রী ডঃ সিতি হাসমা মঃ আলি ও বিভিন্ন বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালক মন্ত্রীদের নিয়ে। তিনি এই জাপান সফরে একটি দিক খুবই স্পষ্ট করেন যে, মালয়শিয়া জাপানের প্রতি এবং তাদের ঐতিহ্যের প্রতি পূর্বের মতোই আস্থাবান। এই সফরে তিনি ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে গৃহীত যে ‘পূর্বে তাকাও নীতি’ গ্রহণ করেছিলেন তার পুনরায় সক্রিয়ভাবে প্রতিষ্ঠিতকরার কথা বলেন।তিনি বলেন যে এই নীতির পুনঃনবীকরণের মাধ্যমে কেবলমাত্র মালয়শিয়া-জাপানের মধ্যেই বাণিজ্যিক সম্পর্কের উন্নতি সাধন হবে না, তার সাথে সাথে প্রতিবেশী দেশগুলিরও জীবনযাপনের মানের উন্নতি ঘটবে। মাহাথীর বলেন যে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে তিনি কেবলমাত্র বাণিজ্যিক সম্পর্ক কে প্রাধান্য না দিয়ে জাপানিদের মূল্যবোধ এবং তাদের নিজেদের নৈতিক বিবেচনা ও কঠোর পরিশ্রম সাধনের মানসিকতা কে প্রধান কারণ হিসেবে সামনে রেখে ‘পূর্বে তাকাও নীতির’ বিন্যাস করেছিলেন। পূর্বে তাকাও নীতি যে কেবলমাত্র জাপানী-করন নয় সেটিও তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। কেন মাহাথীর কখনোই পশ্চিম এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেননি।পূর্বে তাকাও নীতি যে আসলে মালয়েশিয়ার অর্থনীতিতেও বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল তা মাহাথিরের নিজের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল তার প্রথম পর্বের প্রধানমন্ত্রীত্ব কালে , “পূর্বে তাকাও নীতি পরিচালনা করার দুই দশকেরও বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরেও আজও তার গুরুত্ব অসীম। যার পরিণতি হিসেবে বর্তমানে মালয়েশিয়ায় একটি দ্রুত উন্নত দেশ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে থেকে।” [5]

মাহাথিরের এই জাপান সফরের গুরুত্ব কে কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না, কেননা মাহাথীর বিশেষত এইসফরে পুনরায় তার নীতির প্রানবন্ত করেন এবং তিনি আরোএকবার তাদের বিশেষত জাপানিদের সাফল্যের কারণ হিসেবে তাদের প্রচলিত মূল্যবোধ ও নৈতিকতাকেই ইঙ্গিত করেছেন। মাহাথীর নিজেই মন্তব্য করেন যে,

"১৯৬১ খ্রিঃ যখন আমি জাপান সফরে আসি তখন দেশের অভ্যন্তরিন অবস্থাকে কসাইখানার সাথে তুলনা করা যেত, এবং আমি পরিলক্ষিত করেছি যে, জাপানি অধিবাসীদের কঠোর পরিশ্রম নতুন করে সাজিয়ে তুলেছে দেশটিকে এবং কালক্রমে আজ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে।" [6]

মাহাথীর বিন মহাম্মদ এই জাপান সফরে তিনি মালয়েশিয়াকে জাপানি মূল্যবোধের নিরিখে তুলনা করেছেন। তিনি জাপানি নাগরিকদের উদ্দেশ্যে মন্তব্য রাখেন যে তাদের কঠোর পরিশ্রম করার মানসিকতা এবং নৈতিক মূল্যবোধ জাপানকে বিশ্বের মানচিত্রে পরিচিতি প্রদান করেছে। তাদের ব্যর্থতা,তাদের লজ্জা বোধ জাপানি ব্যক্তিবর্গকে 'হারাকিরি'র মত বিভীষিকাময় ঘটনায় লিপ্ত করেছিল, ঠিক একই ভাবে মালয়েশিয়ার জনগণকে এই বৈশিষ্ট্যের অভাব বা অনুপস্থিতি হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। মাহাথীর মনে করেন মালয় জাতির মধ্যে জাপানিদের মতো শক্তিশালী স্থির চিন্তা ভাবনা করার ক্ষমতার অভাব আছে, যেটি মালয়েশিয়ার উন্নতি সাধনের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। তাই তিনি জাতির সামনে উপস্থাপন করেছেন যে যদি মালয় জাতি জাপানি ভাবাদর্শকে অবলম্বন করতে পারে তবে মালয়েশিয়াও জাপান হয়ে উঠতে সক্ষম।[7]

অতএব ডঃ মাহাথীর বিন মহাম্মদ এর সাম্প্রতিক এই জাপান সফর আসলে 'পূর্বে তাকাও নীতি'রই পুনঃজ্জিবিকরন,তবে কোনোভাবেই তা জাপানি-করন নয়। কেননা প্রাথমিক পর্বেওআমরা পরিলক্ষিত করেছিলাম যে তিনি কখনোই পুরোপুরি ভাবে পশ্চিমী সভ্যতা কে বর্জন করেনি। ঠিক একইভাবে তার এই পর্বেও তিনি পূর্ব-পশ্চিম এর মধ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ স্থায়িত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবেশের সৃষ্টিকরনের উপর বেশি মাত্রায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন। চীনের মত, জাপানের প্রতিও মালয়েশিয়ার বিশেষ করে মাহাথিরের বৈদেশিক নীতির তেমন কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না দুটি সময়কালের মধ্যে। এই একই স্থায়িত্বশীল মনোভাব প্রমাণ করে দেয় যে মাহাথিরের প্রাথমিক পর্বের গ্রহণ করা বৈদেশিক নীতি গুলি বা কূটনৈতিক কার্যাবলী কোনভাবেই কোন ভুল সিদ্ধান্ত ছিলনা। মাহাথীর উপলব্ধি করেন যে, জনগণ কেবলমাত্র সরকারের পরিবর্তন সাধন করেই এবং সেই শূন্যতা পূরণের জন্য তাকে আনয়ন করেননি; জনগণ হারিয়ে যাওয়া পুরনো মূল্যবোধ ও নৈতিকতাকেও ফিরে পেতে চায়, আর তাই তিনি আজও পূর্বের মতোই অনড়।

(গ)

বর্তমান 'বিশ্বব্যবস্থা' প্রসঙ্গে বিশেষ করে পশ্চিমা সভ্যতা কে কেন্দ্র করে মাহাথিরের দৃষ্টিভঙ্গি আসলে কিরূপ তার একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রদান করার চেষ্টা করা হয়েছে এই অনুচ্ছেদে। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাহাথীর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সমাবেশে তার বক্তব্য রাখেন। এই প্রসঙ্গে মাহাথিরের ১৫ বছর আগে যে বক্তব্য তিনি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সামনে রেখেছিলেন তার সাথে অনেকটাই সাদৃশ্য পরিলক্ষিত করা যায়। আমরা এই গবেষণামূলক প্রবন্ধ টির দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখেছিলাম যে, মাহাথীর মহাম্মদ তাঁর প্রাথমিক পর্বের প্রধানমন্ত্রীত্ব কালে নব্বইের দশকে অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হলেও তিনি আমেরিকার কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করেননি। তিনি তার পরিপূরক হিসেবে জাপান এবং তৃতীয়বিশ্বের দেশগুলিকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন এবং অতি সম্প্রতি ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পরবর্তী সময়েও তিনি আমেরিকার প্রতি প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েননি। অতি সাম্প্রতিক মাহাথীর একটি সাক্ষাৎকার এর মাধ্যমে বলেন যে,তিনি বিশেষ করে মালয়শিয়া গণতন্ত্রের ধারাকে মজবুত করবে এমনকি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাতেও মালয়শিয়া উদগ্রীব। অর্থাৎ ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সমাবেশে যে বক্তব্য তিনি প্রদান করেছিলেন আজকের বক্তব্যেও তার সাথে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত করা যায়। তিনি তৎকালীন সময়ে বক্তব্য রেখেছিলেন যে পশ্চিমের শক্তিশালী নেতৃত্ব কারীদের হাত থেকে বিশ্ব ব্যবস্থার মাপকাঠির মাত্রাকে সরিয়ে এনে তা তৃতীয়বিশ্ব ও এশিয়ার নেতৃত্বধীন দেশগুলির দ্বারা পরিচালিত হলে একটি সঠিক বিশ্বব্যবস্থা প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হবে বলে তিনি মনেকরেন।[৪] এই প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন যে " সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ (স্থায়ী সদস্য) মূলত একটি অগণতান্ত্রিক সংগঠন,এখানে ৫ টি মাত্র দেশ সমগ্র বিশ্বের উপর তাদের কর্তৃত্ব জাহির করে মাত্র ।" [9]

অর্থাৎ তার এই বক্তব্য থেকে একথা খুবই স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, মাহাথীর আন্তর্জাতিক বিশ্ব ব্যবস্থাকে কখনোই পরিকাঠামোগত বলে বিবেচনা করেননি। এমনকি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদকেও তিনি কেবলমাত্র 'বৃহৎশক্তির ভণ্ডামির আসর' বলে অভিহিত করেছেন। কেননা এই সংস্থাগুলি তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলিকে তেমনকোনো কার্যকরী ভূমিকা প্রদান করতে সক্ষম হয়নি। মাহাথীর বিন মহাম্মদ কে একজন স্পষ্টবাদী নেতৃত্বকারী হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে, বিশেষ করে যখন সেটি পশ্চিমী বা আমেরিকার ব্যাপারে এসে দাঁড়ায়। এই প্রসঙ্গে মাহাথীর আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বলেন যে,

"এখানে সাম্যবাদের কথা বলা হয় মাত্র, আসলে কিন্তু কোন সাম্যবাদী চিন্তা ধারাকে বাস্তব প্রকাশ এই ব্যবস্থায় প্রকাশপায়নি, তা কেবলমাত্র তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে।"
তিনি আরো বলেন যে, শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি সেটাই করে যেটি তারা করতে চাই এবং এবং দুর্বল রাষ্ট্রগুলিকে তা মেনে নিতে বাধ্য করে। অর্থাৎ তিনি পশ্চিমি সভ্যতার প্রতি কখনোই আস্থা প্রকাশ করেননি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মাহাথীর বিন মহাম্মদ যখন ১৯৮১-২০০৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন তখনও তিনি পশ্চিমা সভ্যতা সম্পর্কে একইরকম দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন যেমনটি আজ দিয়েছেন।

'পশ্চিমের'প্রতি মতামত পোষন করতে গিয়ে মাহাথীর চীন সম্পর্কে বলেন যে, " চীনের ইতিহাসে এমন ঘটনা বিরল যেখানে ক্ষমতার মাধ্যমে রাজ্য দখল করেছে, আমাদের সাথে চীনের সম্পর্কের বাতাবরণ ২০০০ বছরেরও বেশি তবে কখনোই চীন কর্তৃক মালয়শিয়া দখলের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়নি।"

মাহাথীর আসলে চীনের সাথে যেমন তার বাণিজ্যিক সম্পর্কের মাপকাঠিতেই সীমাবদ্ধ ছিলেন ঠিক তেমনি যখন পশ্চিম এর সাথে তুলনা করার সময় এসেছে তখন চীনকে বন্ধুত্বপূর্ণ দেশ হিসেবে গ্রহণ করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। তিনি বিশৃঙ্খলাকারী শক্তি হিসেবে উপনিবেশিক শক্তিকেই দায়ী করেছেন, যেটির সূত্রপাত পশ্চিমের মধ্যেই নিহিত ছিল।

বর্তমানসময়ে চীনের সাথে 'পশ্চিমাসভ্যতার' বিশেষকরে আমেরিকার যে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়েছে তা মাহাথীর 'নির্বোধ' ও 'পুরনো অনুভূতি' বলেই ইঙ্গিত করেছেন। ব্যক্তিগতভাবেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথীর বিন মহাম্মদ এর মধ্যে তেমন কোনো ইতিবাচক দিক পরিলক্ষিত হয়নি। তিনি মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্পর্কে মন্তব্য রাখেন যে,

" তার সাথে (ডোনাল্ড ট্রাম্প) মানিয়ে চলাটা অসম্ভব, কেননা তিনি খুবই সীমিত সময়ের মধ্যে মতের পরিবর্তন সাধন করেন এবং তিনি যখন তার মতামত পোষণ করেন কোন বিষয়ে তিনি মনে করেন সেটির সাথে বাস্তবায়নের কোনো সম্পর্ক থাকে না।" [10] অর্থাৎ মাহাথিরের এই মনোভাব থেকে এটি খুব সহজেই প্রতিয়মান হয় যে তিনি আমেরিকার রাষ্ট্রপতির প্রতি বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস স্থাপন করেননা। এমনকি তিনি 'হোয়াইট হাউস'র সাথে সম্পর্ক পরিচালনায় প্রতিবন্ধকতার ব্যাপারেও ডোনাল্ড ট্রাম্পের ব্যক্তিত্বের উপর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

১৯৯০ এর দশকে মাহাথীর বিন মহাম্মদকে 'এশিয়ার মূল্যবোধ' সংরক্ষণের প্রধান রক্ষাকারী ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিবেচনা করা হত। যেখানে কিছু নিয়ম নীতির প্রসারণের মাধ্যমে মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক-করনের উপর প্রশ্নবোধকচিহ্ন খাড়া করেছিল এবং একমাত্র কর্তৃত্ববাদী শাসন এর মাধ্যমে স্থায়িত্ব প্রদান সম্ভব যদি সেটি সাফল্য ও উন্নতিকরণের মাধ্যমে পরিচালিত হয়, এই দৃষ্টিভঙ্গিরপ্রতি মাহাথীর তৎকালীন সময়ে মতামত প্রকাশ করেছিলেন। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে তিনি অনেকটাই সে ব্যাপারে শিথিলতা প্রকাশ করেছেন গণতন্ত্রের প্রশ্নটিকে সামনে রেখে। তিনি মধ্য পূর্বের গণতন্ত্রের ব্যর্থতার ব্যাপারটিকে সামনে রেখে মন্তব্য করেন যে, এটি এমন কোন বিষয় নয়,যেটি সমস্তরকম পরিবেশে সফলতা লাভকরবে,এই কারণে মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষত আরব বিশ্বে এই গণতন্ত্র সঠিক রুপ লাভে অসমর্থ হয়েছে এবং সব সময় গণতন্ত্র যে ভালো শাসন কায়েম করবে তাও নয় কেননা এই মধ্যপ্রাচ্যের অঞ্চলগুলিতে গণতন্ত্রের মাধ্যমে আইনঅমান্যকারি নেতৃত্বকে ক্ষমতাথেকে সরানোর প্রচেষ্টাকরা হলে তা অনেক সময়ই একনায়কতন্ত্র বা স্বৈরাচারী শাসকে পরিণত হয়েছে। তিনি আরো বলেন যে গণতন্ত্র তখনি কার্যকর হবে যখন জনগন নিজেরা তাদেরকে গণতন্ত্রের অংশ হিসেবে অনুধাবন করতে শিখবে এবং তারা তাদের ভোটের মূল্য নির্ধারণ করতে শিখবে। ডঃ মাহাথীর বিন মহাম্মদ পশ্চিমা দেশগুলোর মত একই মাপকাঠিতে গণতন্ত্রকে বিচার করেনি, বা সকল পরিস্থিতিতেই গণতন্ত্র যে একমাত্র শান্তির বার্তা বয়ে নিয়ে আসবে এ ব্যাপারেও তিনি মতপ্রকাশ করেননি; তিনি অঞ্চল,পরিস্থিতি, জনগণের পছন্দ ও শিক্ষা সংস্কৃতির সাথে গণতন্ত্রের একটি আনুপাতিক সম্পর্ক বিদ্যমান বলে মনেকরেন আর এখানেই পশ্চিমা সভ্যতার সাথে তার মতাবিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

(ঘ)

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ই আগস্ট, যখন মালয়শিয়া এবং সিঙ্গাপুর দুটি পৃথক রাষ্ট্রের পরিণত হয়েছিল তখন থেকেই দুটি দেশের মধ্যে বৈপরীত্যের আগমন ঘটতে থাকে। এই প্রসঙ্গে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের মালয়শিয়া ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে সাধিত হওয়া 'জল-চুক্তির' বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়, কেননা দুটি দেশের বিচ্ছিন্নতার পেছনে এই বিষয়টি প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা পালন করেছিল। তৎকালীন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী তুন আব্দুল রহমান বুদ্ধিমত্তার সাথে এই পরিস্থিতি সামাল দিয়েছেন ঠিকই কিন্তু কালক্রমে তার নেতিবাচক ছায়া দুটি দেশের অর্থনৈতিতে পড়তে থাকে। এবং অচিরেই সম্পর্কের অবনতি ঘটে,[11] কিন্তু পরবর্তী সময়ে ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে মাহাথীর বিন মহাম্মদ মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় এলে দুটিদেশের মধ্যে সম্পর্কটি পুনরায়

স্থায়িত্ব লাভ করেছিল। এই স্থায়িত্বতাও বজায় ছিলনা খুব বেশি দিন, কেননা ১৯৯৭ খ্রিঃ যখন 'এশিয়ার অর্থনৈতিক সংকট' খুব প্রকট আকার ধারণ করেছিল তখন মালয়শিয়া সিঙ্গাপুরের কাছে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি চাইলে সিঙ্গাপুর শর্ত চাপিয়ে দেয় ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত জল-চুক্তির পুনঃস্থাপনার ব্যাপারে যেটি মালয়েশিয়ার পক্ষে কখনোই লাভজনক ছিল না। এর ঘটনা মাহাথীর মোহাম্মদকে বাধ্য করেছিল সিঙ্গাপুরের উপর থেকে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার আশা ভুলে যেতে, তিনি অনুধাবন করেছিলেনযে সিঙ্গাপুরকে তিনি বন্ধু হিসেবে বিবেচনা করলেও সিঙ্গাপুর মূলত এই আর্থিক সংকটে মালয়েশিয়াকে ব্যবহার ছাড়া আর কিছুই করছে না। আর এই প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন যে,

"যদিও আমি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক কামনা করেছিলাম; কিন্তু সেটিও বর্তমানে খুবই সমস্যার বিষয়ে পরিণত হয়েছে, কেননা মালয়শিয়া জনগণ পুনরায় সিঙ্গাপুরের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে জড়াতে আগ্রহী নন।" [12]

১৯৮১-২০০৩ খ্রিস্টাব্দ সময়কালীন মাহাথীর মোহাম্মদের প্রধানমন্ত্রিত্বে এই সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল সিঙ্গাপুর কে কেন্দ্র করে, তার পরবর্তী সময়ে সুদীর্ঘ ১৫ বছরে 'বাদাউই' ও 'নাজীবের' শাসনে মালয়েশিয়ার পরিচালিত হলেও খুবই সাম্প্রতিক ২০১৮ সালের মালয়েশিয়ার জাতীয় সাধারণ নির্বাচনে পুনরায় মাহাথীর ক্ষমতালাভ করেন এবং প্রধানমন্ত্রী পদে ক্ষমতাসীন হন এবং যেটি তাকে বিশ্বের প্রবীণতম প্রধানমন্ত্রীর আক্ষয় প্রতিস্থাপিত করেছে। যাইহোক সিঙ্গাপুরের প্রশ্নে মালয়েশিয়ায় বিশেষ করে মাহাথীর মহাম্মদ কতখানি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধন করেছেন; তিনি আজও কি পূর্বের নীতিতেই অনড়, নাকি বন্ধুত্বের হাতবাড়িয়ে দিতে চাইছেন,এই সমস্ত বিষয়গুলিই এই আলোচনার প্রাসঙ্গিকতাকে বহন করে নিয়ে চলেছে। ২০১৮ সালের ২৫ শে জুন মাহাথীর মহাম্মদ সিঙ্গাপুরের 'জল-চুক্তির' বিষয়টিকে পুনর্বিবেচনা করার জন্য মন্তব্য করে বলেন,

"প্রতি হাজার গ্যালন জলের দাম হিসেবে কেবল মাত্র ৩ সেন্ট শুধুমাত্র অযৌক্তিক নয়, তা সিঙ্গাপুরের মত ধনী দেশের পক্ষে অস্বাভাবিকও বটে; তাই অচিরেই মালয়েশিয়ার এই চুক্তির পুনর্বিবেচনা করা উচিত।" [13]

তিনি এশিয়ার সংবাদ চ্যানেলের মাধ্যমে একটি সাক্ষাৎকারে এই মন্তব্য করেন । ১৯৬২ সালে মালয়েশিয়া-সিঙ্গাপুর 'জল চুক্তি'র মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল দুটি দেশ যে,সিঙ্গাপুর 'জওহর' নদী থেকেসর্বোচ্চ মাত্রায় ২৫০মিলিয়ন গ্যালন জল প্রতিদিন গ্রহণ করতে পারবে এবং তার ২ শতাংশ অর্থাৎ ৫ মিলিয়ন গ্যালন পরিশ্রুত জল 'জওহর' কে প্রদান করবে এবং এই জল চুক্তির মেয়াদ ২০৬১ খ্রিস্টাব্দে পরিসমাপ্তি হবে। কিন্তু মাহাথীর বিন মহাম্মদ মনে করেন যে

১৯৬১ খ্রিঃ সেই চুক্তির প্রাসঙ্গিকতা থাকলেও আজকের সময়ে তার প্রাসঙ্গিকতা নেই। কেননা সময়ের সাথে সাথে সবকিছুই পরিবর্তন সাধিত হয়।তিনি আরও উল্লেখ করেন যে 'জওহর' থেকে যে জল সিঙ্গাপুর ৩ সেন্ট প্রতি হাজার গ্যালন হিসেবে গ্রহণ করছে সেই জলই পরিশ্রুত করে ৫০ সেন্ট প্রতি হাজার গ্যালন হিসেবে 'জওহর' কেই বিক্রি করছে বলে মাহাথীর মহাম্মদ তীব্র সমালোচনা জ্ঞাপন করেন।এই সমস্ত কারণেই তিনি 'জল চুক্তির' পুনর্বিবেচনা করার জন্য দাবি রাখেন বা সম্মতি প্রকাশ করেন।[14] তিনি বলেন সিঙ্গাপুর হল একটি ধনী রাষ্ট্র অর্থাৎ সিঙ্গাপুরের এই চুক্তির ব্যাপারে আরো অনেক বেশি উদারতার পরিচয় দেওয়া উচিত।এই বক্তব্যের প্রতি উত্তর হিসেবে সিঙ্গাপুরের বিদেশমন্ত্রী 'ভিভান বালাকৃষ্ণান' বলেন যে, এটি কোন ধনী বা দরিদ্রতা ব্যাপার নয়; এটি একটি চুক্তি যেটি দুটি দেশের সম্মতিতেই সাধিত হয়েছিল। যেটির মান্যতা আসলে দুই দেশের সরকারেরই প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করা। তিনি আরো বলেন যে এই ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের 'জলচুক্তি' দুটি দেশের ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে আলাদা হবার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। কেননা তৎকালীন সময়ে মালয়শিয়া তার নিজের স্বার্থের কথা ভেবেই এই বিচ্ছেদসাধন করেছিল, যার দ্বারা সিঙ্গাপুরের কোনরূপ অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয় নি, আর এই জল চুক্তি সিঙ্গাপুরের কাছে ছিল একটি নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার আশ্বাসস্বরূপ।তাই তিনি পার্লামেন্টে বলেন যে এই জল যুক্তির কোন রূপ পরিবর্তনসাধন আসলে দুটি দেশের বিচ্ছিন্ন বা আলাদা হয়েযাওয়ার শর্তগুলিকে অসম্মান প্রদর্শন করা হবে মাত্র। সিঙ্গাপুরের বিদেশমন্ত্রী বালাকৃষ্ণন, মাহাথিরের ১৯৮১ খ্রিঃ ক্ষমতায় আসার পরবর্তী সময়ে তিনি এই ব্যাপারে কেন কোন মতামত পোষণ করেননি সে ব্যাপারে প্রশ্ন তোলেন, বালাকৃষ্ণান মালয়েশিয়াকে মনে করিয়ে দেন যে প্রতি ২৫ বছর অন্তর এই চুক্তির পুনর্বিবেচনা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সে ক্ষেত্রেও দুটি দেশের সম্মতি আবশ্যিক। অর্থাৎ ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে যখন এই চুক্তির পুনর্বিবেচনা করার কথা ছিল তখন মাহাথীর মহাম্মদ মালয়েশিয়ার কার্যকরী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করলেও উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছেন মাত্র। কারণ সেই সময়ে মালয়শিয়া এই চুক্তির দ্বারা লাভবান হয়েছিল বলে বালাকৃষ্ণন দাবি করেন। কেননা মাহাথীর অনুভব করেছিলেন যে 'জলচুক্তির' পরিবর্তন সাধিত করে সিঙ্গাপুর কর্তৃক প্রেরিত পরিশ্রুত জলের দামেরও পরিবর্তন হবে যেটি মালয়েশিয়ার জন্য লাভজনক নয় ।[15]

ভিভান বালাকৃষ্ণান আরো বলেন যে এই জলচুক্তি অনুযায়ী সিঙ্গাপুর মালয়শিয়া কে প্রতিদিন সর্বোচ্চ '৫ মিলিয়ন গ্যালন' পরিশ্রুত জলের যোগান দেবে কিন্তু বর্তমানে সেই পরিশ্রুত জলের যোগানের পরিমাণ '১৬ মিলিয়ন গ্যালন' এ এসে দাঁড়ায়। এমনকি ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে খরার কারণে জলের প্রবাহ মাত্রা কমে গেলেও সিঙ্গাপুর 'জওহর'কে জলের সরবরাহ বন্ধ করেনি।

এই সমস্ত কারণে বালাকৃষ্ণান মাহাথিরের দাবিকে প্রাসঙ্গিকতা প্রধান না করে বর্তমানে প্রচলিত চুক্তিতেই আবদ্ধ থাকার কথা জানিয়েছেন।

তবে এখানেই ঘটনা সীমাবদ্ধ নয়, অতি সাম্প্রতি ২০১৯ সালের ১ মার্চ মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী 'জওহর' এর শাসক ও সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের এই চুক্তির ব্যাপারে প্রতিরোধ গড়েতোলার জন্য আহ্বান জানান। তিনি এই যুক্তিকে 'নৈতিকতার দিকথেকে ভুল' বলে আখ্যায়িত করেন। মাহাথীর মহাম্মদ বলেন যে সিঙ্গাপুরের খুব সীমিত সময়ের মধ্যে বিশাল উন্নতি লাভের পেছনে মালয়েশিয়ার জলের যোগান বিশেষভাবে ভূমিকা পালন করেছে। তিনি আরো বলেন যে এই ব্যাপারে 'জওহর'এর জনগণ কখনো তাদের মুখ খোলেননি যেটি মূলত অন্যায় ছাড়া আর কিছুই নয়।

"তারা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সমঝোতার জন্য অপেক্ষা করছে; নিজেদের (রাজ্য শাসক) কোনরুপ না জড়িয়ে, রাজ্যের শাসকদলের অবশ্যই তাদের কণ্ঠ উচ্চারিত করতে হবে। ধনীরা কি কখনো গরীবদের ওপর নির্ভরশীল ছিল? অবশ্যয় না, এটি অপ্রাসঙ্গিকও বটতে। তাই আমাদের অবশ্যই এই সমস্যা সম্পর্কে জাগ্রত হতে হবে।" [16]

মাহাথীর মোহাম্মদের এই বক্তব্য থেকে খুব সহজেই বোঝা যায় যে তিনি রাজ্যের শাসক দেরকে তাদের সমস্যার জন্য সোচ্চার হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি কেবল মাত্র শাসক বর্গগুলিকেই নয়, তিনি 'জওহর' এর জনগন কেউ এব্যাপারে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। মাহাথীর বিন মহাম্মদ 'জওহর' বাসিকে মনে করিয়ে দেন যে, সিঙ্গাপুর 'জওহর' এর উপর জল এবং বিদ্যুতের জন্য নির্ভরশিল; অর্থাৎ এই বিষয়গুলি সঠিক মূল্যায়ন সাধন হলে 'জওহর' প্রচুর পরিমাণে মুনাফা অর্জন করতে পারবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাই তিনি বারবার সিঙ্গাপুরের উন্নতির কারণ হিসেবে মালয়শিয়াকেই চিহ্নিত করেছেন। [17]

উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে একটি বিষয়ে মন্তব্যে আসা যায় যে, বর্তমানে এই 'জলচুক্তি' বিষয়টি দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে একটি অস্থিরতার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এখানে একটি প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়েছে 'নৈতিকতার' সাথে 'চুক্তির' মতভেদ সৃষ্টি হলে কোনটি প্রাধান্য পাবে? সিঙ্গাপুর যেখানে তাদের চুক্তির উপর ভিত্তি করে বক্তব্য রেখেছেন,তেমনি মালয়শিয়া বিশ্বসমাজের সামনে তুলে ধরেছেন নৈতিকতার মানদন্ড। তাই এই ব্যাপারে কোন ভাবেই কেবলমাত্র একক দৃষ্টিভঙ্গিতে উপনীত হওয়া সম্ভব বা সহজসাধ্যনয়। কেননা ১৯৯৮ খ্রিঃ মালয়েশিয়া-সিঙ্গাপুরের মধ্যে এশিয়ার অর্থনৈতিক সংকটের মোকাবিলার ব্যাপারে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল । যেকোনো মালয়েশিয়া, বিশেষকরে মাহাথীর মহাম্মদ মনে করেছিলেন যে সিঙ্গাপুর

নিজের স্বার্থে মালয়েশিয়াকে ব্যবহার করছে মাত্র, এবং এই সংকটময় পরিস্থিতিতে মালয়েশিয়াকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি সিঙ্গাপুর । অর্থাৎ মাহাথিরের প্রাথমিক পর্বের প্রধানমন্ত্রীত্ব কালেও যেমন সিঙ্গাপুরের সাথে সম্পর্ক অনৈক্যমতের মাধ্যমে পরিসমাপ্তি ঘটে ছিল ঠিক, তেমনি ২০১৮ খ্রিঃ মাহাথীর বিন মোহাম্মদের পুনরায় ক্ষমতায় আগমন ঘটলেও সিঙ্গাপুর সাথে এই একই বিষয় কে কেন্দ্র করে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। অতএব এখন আমাদের দেখার বিষয় হল এই, যে ভবিষ্যতে এই ঘটনা কোন দিকে পরিবাহিত হয়।

(ঙ)

২০১৮ সালের ৯ই মে মালয়েশিয়ার ১৪ তম জাতীয় সাধারণ নির্বাচনে ঐতিহাসিকভাবে ‘সপ্তম’ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ‘মাহাথীর বিন মহাম্মদ’ ক্ষমতা গ্রহণ করেন। এই জাতীয় সাধারণ নির্বাচনটি ঐতিহাসিক, কারন বিগত ৬০ বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ‘বারিসান ন্যাশনাল’ বা ‘জাতীয় মুখ্য জোট’র বাইরে গিয়ে সরকার গঠিত হয়েছিল। মাহাথীর বিন মহাম্মদ যে দল থেকে ক্ষমতায় আসেন তা হল ‘পাকাতান হারাপান’ বা ‘আশার জোট’ ,যে জোট জনসমাজের মনে পুনরায় সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি,গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন ও উন্নয়নের ভাবধারাকে জাগিয়ে তোলে।[18] তবে শুধুমাত্র সেই সমস্ত প্রতিশ্রুতি গুলি কি ‘পাকাতান হারাপান’ এর জয়ের অন্যতম কারণ ছিল? এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের সামনে তার পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রী নাজীব রাজাকের উপর ‘১ মালয়শিয়া উন্নতিকরণ প্রকল্প’র যে দুর্নীতির ছায়া পড়েছিল তা বিশেষভাবে ভূমিকা পালন করে। কেননা মাহাথীর নির্বাচনের আগে এই ব্যাপারটিকে প্রধান হাতিয়ার বানিয়ে নির্বাচনী প্রচার পরিচালনা করেছিলেন। মাহাথীর মালয়েশিয়ার জনগনের মনে এই ভাবনা জাগ্রত করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, নাজীব সরকার মালয়শিয়া ভাগ্য নির্ধারণে ব্যর্থ, তাই একজন বিচক্ষণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন এবং নিজেকে তার বিকল্পহিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন। পরবর্তীতে মাহাথীর ক্ষমতা গ্রহণের পর নাজিবের বিরুদ্ধে নানারকম অনুসন্ধানমূলক কার্যাবলী পরিচালনা করেন এবং তার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করাহয়। এই রকম পরিস্থিতিতে মামলায় উপস্থিতি দেওয়ার সময় এগিয়ে আসলে নাজীব তার নিজের উপর সমস্ত অর্পিত দোষারোপের ভার কখনোই স্বীকার করেননি, তিনি মালয়েশিয়ার জনসমাজে প্রচার করতে থাকেন যে, তাকে পরিকল্পিতভাবে মাহাথীর মহাম্মদ ফাঁসিয়েছে এই দুর্নীতি ঘটনা ক্রমের সাথে।নাজীব ‘১ মালয়শিয়া উন্নতিকরণ প্রকল্প’ র ভিত্তিতে যে বিলিয়ন ডলারের দুর্নীতির ভার তার উপর এসে পড়েছে সে ব্যাপারেও তিনি নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেন। এমনকি নাজীব ইন্টারনেটের দুনিয়াতেও

ফেসবুক ও টুইটারের মাধ্যমে সরকারের সমালোচনা করেছেন।[19] ২০১৯ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি মামলার আলোচনা হিসেবে আদালতে তার হাজিরা দেওয়ার দিন স্থির হলে তিনি জনগণের প্রতি নিজেকে একজন সাধারন ব্যক্তি ও দেশপ্রেমী হিসেবে উপস্থাপন করেন যাতে তিনি দেশবাসির সমানুভূতি লাভে সক্ষম হন। তিনি মালয়েশিয়ার জনগনকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে, '১ মালয়শিয়া উন্নতিকরণ প্রকল্প'র যে দুর্নীতির ভার তার উপর অর্পণ করা হয়েছে তা একটি সন্দেহ মাত্র, এই ব্যাপারে আদালত কখনোই তাকে চূড়ান্ত দোষী হিসেবে সাব্যস্ত করেননি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য নাজিবের ক্ষমতা থেকে অপসারণের ও জাতীয় সাধারণ নির্বাচনের প্রায় ১১ মাস পরে এই মামলার সূচনা করা হয়,এবং এই ব্যাপারে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথীর বিন মহাম্মদ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

এইভাবে বর্তমান সময়ে দিন অতিবাহিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু মামলার শুনানি বা কার্যকরীভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি । অতিসম্প্রতি ১২ই ফেব্রুয়ারি আদালতে হাজিরা দেওয়ার কথা থাকলেও তার আইনি পরামর্শকারি উকিল 'হরবিন্দরজিত সিং' জানান যে নাজীবের আপিলের ভিত্তিতে আপাতত এই বিচারকার্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত আদালত গ্রহণ করেছে। এবং পরবর্তি কোন তারিখে তা শুরু হবে সে ব্যাপারে কোনো নির্দিষ্ট দিনক্ষণ স্থির হয়নি।[20] অতএব এই সমস্ত টানাপোড়েনের মধ্যদিয়ে ঘটনাটি পরিবাহিত হয়ে চলেছে আজও। তবে ভবিষ্যতে এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে মাহাথীর সরকার কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং কতটা সক্রিয়তার পরিচয় দেন তা একমাত্র সময়ই বলে দেবে জাতীর সামনে।

(চ)

মাহাথীর বিন মহাম্মদ ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনি 'পূর্বে তাকাও নীতির' প্রত্যাবর্তন ঘটান, তবে সমালোচকগন বিশেষকরে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি এই নীতির বাস্তবায়নকে 'জাপানি-করণ' বলেই আখ্যা দিয়েছিলেন। এমনকি মালয়েশিয়ার জনগণ,ইসলামীক আদর্শে বিশ্বাসী ব্যক্তিবর্গ এই নীতিকে ইসলামীক আদর্শের পরিপন্থী হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন । তারা দাবি করেন যে মাহাথীর বিন মহাম্মদ অতিরিক্ত পরিমাণে জাপানের আদর্শের প্রতি এবং তাদের কর্মদক্ষতার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন ফলে মূলত তিনি ইসলামের আদর্শ কে উপেক্ষা করেছেন। তারা দাবি করেন যে জাপানিরা 'কনফুসিয়াসের' চিন্তা ভাবনার উপর ভিত্তিকরে তারা তাদের ধর্মীয় আচার-আচরণ পরিচালনা করেন সেখানে মালয়েশিয়ার ব্যাক্তিবর্গ 'হজরত মহাম্মদ' (সাঃ) এর আদর্শে ইসলামকে মেনে চলে ফলে দুটি দেশের মধ্যে আদর্শগত ভাবে মেলবন্ধন ঘটানো প্রায় অসম্ভব । এই সমস্ত প্রশ্নের জবাবে মাহাথীর

বিন মহাম্মদ বলেন, এই দুটি দেশের মধ্যে বৈপরীত্য থাকলেও আসলে 'পূর্বে তাকাও নীতি' কে কোনভাবেই ইসলাম-বিরোধী হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না, কেননা এই নীতিতে ইসলামের সহনশীলতার পরিচয় ফুটে উঠেছে বিশ্বসমাজে।[21] অর্থাৎ মাহাথীর বিন মহাম্মদ ১৯৮১-২০০৩ খ্রিঃ প্রধানমন্ত্রীকালীন সময়ে তিনি যেমন পুরোপুরি ভাবে আধুনিকতাকে বিসর্জন দেননি তেমনি তিনি ইসলামের আদর্শকেও উপেক্ষিত করেননি। তিনি ইসলামের সাথে আধুনিকতার এক চরম মেলবন্ধন ঘটিয়ে তার শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন মাত্র।

একইভাবে মাহাথিরের বর্তমান সময়ের সাথে যদি তার ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গির পূর্ববর্তী সময়ের একটি তুলনামূলক আলোচনা করা যায় তাহলে দেখা যায় যে,তিনি বর্তমান সময়েও ইসলামীক আদর্শকে সামনে রেখে তারা শাসনকার্য ও বৈদেশিক নীতির পরিচালনা করে চলেছে, উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে ২০১৯ সালের ২৯ শে জানুয়ারি মাহাথীর বিন মহাম্মদ ইসরাইলকে একটি 'সন্ত্রাসবাদি রাষ্ট্র' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি খুব স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে ইসরাইলের সাথে মালয়েশিয়ার যেমন কোনো বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালিত হয় না, তেমনি ইসরাইলের খেলোয়াড়দেরও এই মালয়েশিয়ায় প্রবেশের কোনোঅধিকার নেই।[22] অর্থাৎ এখানে তিনি খুব স্বাভাবিকভাবেই ইসলামকে সম্মান প্রদর্শন ও ইজরায়েলকে অবমাননা করেছেন।কেননা ইসলামের ধর্মীয় ভাবাবেগ অনুযায়ী কোন ইসলামীক আদর্শে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তি 'ইহুদীদের' সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবে না,এখানে মাহাথীর বিন মহাম্মদ পরোক্ষভাবে সেই দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রকাশ করেছেন। মাহাথীর এখানেই থেমে থাকেননি, তিনি প্যালেস্টাইনের প্রতি ইজরায়েলের অমানবিক ব্যবহার এবং অত্যাচারের ব্যপারেও সমালোচনা করেছেন । আন্তর্জাতিক প্যারা অলিম্পিক'-এ ঈশ্রায়েলি খেলোয়াড়দের মালয়েশিয়ায় প্রবেশের ব্যাপারে সরাসরি নাকচ করে দিয়েছেন এবং মন্তব্য করেছেন যে,

"আমরা মনে করি আমাদের অধিকার আছে ইহুদিদের আমার দেশে প্রবেশ করতে না দেওয়ার জন্য। এই ব্যাপারে আমাদের সিদ্ধান্তকে যখন বিশ্বব্যাপী সমালোচনা করে তখন আমরা বলার অধিকার রাখি যে, বর্তমানে বিশ্ব নিজেই ভন্ডামিপূর্ণ ব্যবহার জাহির করে।" [23]

অর্থাৎ এই সমস্ত আলোচনার মাধ্যমে মাহাথীর কে কোনভাবেই ইসলামবিরোধী বলে দাবি করা যায় না বরং মাহাথীর ইসলামের আদর্শকে সামনে রেখেই যে তিনি মালয়েশিয়ার জাতি গঠনের এবং রাষ্ট্র গঠনের কাজটিকে এগিয়ে নিয়েগেছেন এ ব্যাপারে কোন সন্দেহনেই।

২০১৮ সালের ১২ই নভেম্বর আমেরিকার সংবাদ মাধ্যম 'সিএনবিসি' কে একটি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মাহাথীর মহাম্মদ মায়ানমারের সাথে

মালয়েশিয়ায় সম্পর্ক কিরূপ,সে ব্যাপারে স্পষ্ট মতামত প্রকাশ করেন। এই সংবাদ মাধ্যমের উপস্থাপক শ্রীঃ 'জাগারাজাহ', মাহাথীরকে মায়ানমারের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন,মালয়শিয়া যখন স্বাধীনতা লাভ করে তখন মালয়েশিয়ায় প্রচুর পরিমাণে বিদেশি জনগণের সমাপন থাকলেও মালয়শিয়া তাদের প্রতি কোনরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ না করে তাদের দেশের নাগরিকের মর্যাদা দিয়েছে, কিন্তু মায়ানমারের ব্যাপারে এই চিত্রটি বিপরীত; এই দেশে ৮০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে মুসলিম সম্প্রদায় বসবাস করলেও তাদের মালয়েশিয়ার অঙ্গ হিসাবে আজও মেনেনিতে নারাজ।সম্প্রতি রোহিঙ্গাদের প্রতি দুর্ব্যবহার ও অত্যাচার তার প্রমাণ দিয়েছে। এই অঞ্চলটিতে যখন ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা কায়েম ছিল তখন তারা তাদের শাসনকার্য পরিচালনা উদ্দেশ্যে সমস্ত অঞ্চলটিকে একটি মাত্র রাষ্ট্র 'বার্মা' হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন । কিন্তু পরবর্তীতে মায়ানমার স্বাধীনতা লাভ করলেও রোহিঙ্গাদের তাদের অংশ হিসেবে মেনে নিতে আজও হীনমন্যতা প্রকাশ করেছেন । এই প্রসঙ্গে উপস্থাপক মালয়েশিয়া, মায়ানমার কে বিশেষ করে আন সান সু কি কে সমর্থন করে কিনা বা ভবিষ্যতে মায়ানমারের সাথে বৈদেশিক সম্পর্ক কিভাবে পরিচালিত হবে সে ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে মাহাথীর বলেন যে তিনি মায়ানমারের ব্যবহারে একেবারে খুশি নন তবে বৈদেশিক ও কূটনীতিক সম্পর্কের পরিচালনার ব্যাপারে মালয়শিয়া কোনরূপ নেতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না । [24]

এই সাক্ষাৎকারে তাকে বর্তমানে ঘটেযাওয়া ইয়েমেনের দুর্ভিক্ষ এবং সৌদিআরবের সাথে সংঘর্ষের কারণ এবং সিরিয়ার অভ্যন্তরীণ দাঙ্গা ও ইজরায়েলের শোষণমূলক আচরন প্রভৃতি ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে মাহাথীর বলেন , ইসলামের সম্প্রসারণের মাধ্যমেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। কেননা বর্তমানে তারা যে সমস্ত কাজে লিপ্ত, তার সমস্তটাই ইসলামের আদর্শের পরিপন্থী। এ ব্যাপারে মালয়শিয়া একটি ইসলামিক দেশ হিসেবে তাদের সামনে বার্তারাখে যে,তারা তাদের নেতৃত্বেরপ্রতি বা নেতাদেরপ্রতি অতিরিক্ত পরিমাণে বিশ্বাস স্থাপন না করে যদি ইসলামের বা মুসলিম ধর্মের নীতি গুলির প্রতি মনোনিবেশ করে তাহলে খুব সহজেই এই সমস্ত সমস্যা থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব। [25]

অতএব মাহাথীর বিন মোহাম্মদকে 'ইসলামের আদর্শে' উদ্বুদ্ধ একজন বিচক্ষণ আধুনিকতাবাদী বললে ভুল হবে না। মাহাথীর বিশ্বের প্রবীণতম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় আসার পরেও তিনি পূর্বে যে নীতিতে বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনা ও রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন আজও তার শাসন ব্যবস্থায় সেই নীতিরই প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। বিশেষত এইঅধ্যায়ের তুলনামূলক আলোচনা হতে তারই প্রমাণ মেলে। বর্তমান সময়ে তিনি

ক্ষমতা গ্রহণের পর ২০১৮সালের ২রা আগস্ট আমেরিকার সংবাদ মাধ্যম 'সি এন এন' কে সাক্ষাতকারের মাধ্যমে বলেন যে,

" বর্তমানে তোমরা যে ইসলামকে অনুভব করছ সেটি প্রকৃত ইসলাম নয় যেটি আমাদের ধর্ম শিখিয়েছে। এটা সেই ইসলাম যেটা কিছু ক্ষমতাবান নেতা ও সুনির্দিষ্ট কিছু জনগণ এবং গবেষকদের দ্বারা প্রচারিত। আমরা এটা অনুধাবন করেছি যে এই আদর্শ 'কোরআন'র প্রকৃত ইসলামের আদর্শ থেকে ভিন্ন। তাই আমরা অনুভব করি 'কোরআন'র বর্ণিত ইসলাম অবশ্যই খুবই আধুনিক ইসলাম; একই কখনোই যুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টির কথা বলে না, এটি সমগ্র মুসলিম জাতিকে ভাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কথা বলে, এটি হত্যা ও খুনের মত জঘন্য অপরাধকে অন্যায় বলে আখ্যায়িত করে; অর্থাৎ বর্তমানে আমরা সেইসমস্ত কাজেই লিপ্ত হয় যেগুলি প্রকৃতপক্ষে করতে বারণ করা হয়েছে। তাই বলা যায় এটাই ধর্মের আসল ব্যাখ্যা যেটি সত্যিয় আমাদের 'বিশ্ব-রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে।"[26]

অর্থাৎ এই আলোচনার মাধ্যমে মাহাথিরের দৃষ্টিভঙ্গি খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ইসলামিক আদর্শের প্রতি । মাহাথীর বিন মহাম্মদ মালয়েশিয়ার বৈদেশিক নীতির পরিচালনায় ও আরব বিশ্বের সাথে সম্পর্ক পরিচালনায় সর্বদাই ইসলামকে তার আদর্শ হিসেবে মান্য করেছেন। মাহাথীর কখনোই ইসলামের নামে মালয়েশিয়ার মত নানা জাতীর সমাবেশ গঠিত সমাজে বিশৃঙ্খলাতা বা ইসলাম ধর্মের এককতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেননি । তার শাসন পরিচালনার ব্যাপারটিকে আমরা খতিয়ে দেখলে বুঝতে পারব যে, তিনি ধর্মনিরপেক্ষতার বাণী নিয়েই সামনে এগিয়ে নিয়েছেন 'মালয়' সাম্রাজ্য কে।প্রতিপক্ষ দল তার বিরুদ্ধে একনায়কতন্ত্রের আরফ হানলেও তিনি তা অস্বীকার করেন। মনে করিয়ে দেন যে, ইচ্ছাকৃতভাবে তিনি অবসরগ্রহণ করেছিলেন,এবং জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমেই তাকে ক্ষমতায় রেখেছিলেন।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে কোন 'একনায়কতন্ত্রের শাসক' কখনোই ইচ্ছাকৃতভাবে পথ ছেড়ে দেয়নি। অর্থাৎ তিনি নিজেকে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত একজন প্রতিনিধি হিসেবে মনে করেন। তিনি বহুজাতিক মালয়েশীয় সমাজকে উন্নয়নশীল দেশের গণ্ডি থেকে বের করে উন্নত রাষ্ট্রে এনে দাঁড় করানো স্বপ্নদেখেন। আমরা এই আলোচনার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে যে মাহাথীর বিন মহাম্মদ হলেন একজন ব্যক্তিত্ব যিনি আধুনিকতা ও ইসলাম এর মেলবন্ধন ঘটিয়ে মালয়েশিয়াকে একটি বলিষ্ঠ জাতিতে পরিণত করার প্রয়াস করেছিলেন এবং বর্তমানেও তার প্রবাহধারা বহাল রেখেছেন।

(ছ)

সাম্প্রতিক ২০১৯ সালের ১৯ শে মার্চ মালয়েশিয়ার ‘পামতেলের’ ব্যবহারের উপর ফ্রান্স নিষেধাজ্ঞা জারি করলে মাহাথীর বিন মহাম্মদ খুবই স্পষ্ট ভাবে বলেন যে, ইউরোপীয় সংগঠন এবং ফ্রান্সের বাজারে মালয়েশিয়াকে যদি এই রকম বৈষম্যের শিকার হতে হয় তবে অবশ্যই ইউরোপ এবং ফরাসি রপ্তানিকৃত দ্রব্যের উপর মালয়েশিয়ার বাজার নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপন করতে বাধ্য হবে। এ ব্যাপারে মাহাথীর বিন মহাম্মদ ‘বিশেষ ক্যাবিনেট কমিটি’ ও ‘দুর্নীতি মুক্তকরণ কমিটির’ সাথে আলোচনার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, বর্তমানে মালয়শিয়া পাম তেল রপ্তানিতে একটি বিশেষ স্থান লাভ করেছে,এবং বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনের ফলে এই পামতেলের দ্বারা ‘জৈব জ্বালানি’ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে, যেটির ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইউরোপ ও ফরাসি বাজারে নানা রকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে ।এই প্রসঙ্গে মাহাথীর মনে করেন যে এই রকম বৈষম্যমূলক আচরণ মালয়েশিয়ার অর্থনীতিতে বিশেষ ভাবে আঘাত হানতে পারে ফলে মালয়শিয়া বাধ্য হবে এই সমস্ত দেশগুলি থেকে কোন দ্রব্য আমদানি না করতে। মালয়শিয়া কর্তৃক গৃহীত ‘২০২০ এর ছায়ামূর্তি’ বাস্তবায়নে এই পামতেল প্রদত্ত জ্বালানির বাজার বিশেষ ভূমিকা পালন করে । ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাস থেকে এই ‘জৈব জ্বালানির’ রপ্তানিকার্য চালু হওয়ার কথা হলেও তা মূলত হয়নি।এই সমস্তকারণে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথীর বিন মহাম্মদ ফরাসি রাষ্ট্রপতি ‘ইমানুয়েল ম্যাক্রন’কে বার্তা দেন, যদি এরকম বৈষম্যমূলক আচরণ বিদ্যমানথাকে তাহলে মালয়শিয়া ইউরোপীয় গোষ্ঠীবর্গের সাথে মুক্ত বাণিজ্য সংক্রান্ত আলোচনা স্থগিত করতে বাধ্য হবে এমনকি মালয়েশিয়া, ফ্রান্সের রপ্তানিকৃত বাজারের প্রতি কঠোর নিষেধাজ্ঞা গ্রহণ করবে।[27] অর্থাৎ মাহাথীরের এই সিদ্ধান্ত থেকে এটা স্পষ্ট যে তিনি মালয়েশিয়ার রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে ও ‘মালয়’ জাতির উন্নতি বিধানের ব্যাপারে তিনি কোন শক্তির সাথেই আপোষ করেননি।তিনি কঠোর হস্তে বহুজাতিক মালয়েশিয়াকে একটি সুগঠিতজাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার জন্যই তিনি উন্নয়নমূলক বৈদেশিক নীতির ছত্রছায়া অনুসরণ করেছেন।

(জ)

বর্তমান প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্ব-সমাজের কবল থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথীর বিন মহাম্মদ ‘দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জাতীয় সংগঠন’ এর সামনে বক্তব্য রাখেন যে, আমাদের মত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিকে অবশ্যই বিদেশী শক্তিধর দেশ গুলির মত

বিরোধমূলক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা বর্তমানে বিদেশি পশ্চিমী শক্তি ইতিমধ্যে 'মধ্য-পূর্ব' অঞ্চলগুলিতে তাদের আখের গোছাতে শুরু করেছে। এই প্রসঙ্গে তিনি ইয়েমেনের পক্ষে দাঁড়াতে বা সম্মেলনে হাজির হওয়াকেই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেছেন। তিনি ইয়েমেনের গৃহযুদ্ধের জন্য পশ্চিমী শক্তি আমেরিকা, ব্রিটেন এবং রাশিয়াকেই ইঙ্গিত করেছেন। তারা ব্যবসা বাণিজ্যের নামে এই অঞ্চলটিতে অশান্তির পরিবেশ গড়ে তুললে মাহাথীর তাদের 'মৃত্যুর বনিক' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। মাহাথীর মনে করেন যে এই সমস্ত রাষ্ট্রগুলি মূলত মানবাধিকারের নামে অস্ত্র প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করেছে এবং তার থেকে মুনাফা অর্জন করেছে মাত্র।[28] তাদের জন্য চিরস্থায়ী অশান্তির পরিবেশই একমাত্র মুনাফা অর্জনের রাস্তা প্রশস্ত করে। এই কারণে 'দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে' তিনি সদাজাগ্রত থাকার ব্যাপারে সচেতন করে দিয়েছেন এবং এই প্রতিযোগিতা থেকে বিরত থাকার জন্য তিনি বলেন যে,

" আমরা ইতিমধ্যেই অনুধাবন করতে পারছি যে বিরোধী মনোভাবের বীজ আমাদের অঞ্চলে বপিত হয়েছে, এবং সীমারেখা অঙ্কিত হয়েছে ,ভিত প্রস্তুতির কার্য শুরু হয়ে গেছে, প্রস্তুতি চলছে রণতরীরও, আমাদের পক্ষ ধরনের জন্য চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে; এখনও যদি আমরা এই ব্যাপারে জাগ্রত না হয়, তবে মধ্যপ্রাচ্যের মত আমাদের উপরেও অস্ত্র প্রতিযোগিতা বিরাজ করবে, আমরাও বাধ্য হব বিশাল অংকের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করার জন্য শক্তিশালী দেশগুলির কাছ থেকে, যাতে আমরা একে অপরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে পারি।" [29]

এই বক্তব্যের মাধ্যমে মাহাথীর খুবই স্পষ্ট ভাবে 'দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার' বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে নয়াউপনিবেশিকতাবাদের মাধ্যমে বৃহৎ শক্তিশালী দেশ গুলি তাদের শাসন কার্য বহাল রেখেছে এই অঞ্চলের উপর।

অতএব বর্তমান সময়ে তার পশ্চিমা সভ্যতার প্রতি যে মন্তব্য এবং তাদের নয়া উপনিবেশিকতার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে নতুন করে একটি শাসন প্রতিষ্ঠা করার যে পরিকল্পনা তিনি তার বক্তব্যে তুলে ধরেছেন তা তার প্রাথমিক সময়ের (১৯৮১-২০০৩ খ্রিঃ)প্রধানমন্ত্রীত্বকালে প্রেরিত পশ্চিমা ধারণা থেকে বিন্দুমাত্র সরে আসেনা । মাহাথিরের প্রাথমিক এবং বর্তমান সময়ের প্রধানমন্ত্রীত্বে বারংবারই পশ্চিমা সভ্যতার অধিগ্রহণের প্রতি ভিতির প্রদর্শন ফুটে উঠেছে। তিনি মালয়েশিয়ার কূটনৈতিক সম্পর্ক পরিচালনার উদ্দেশ্যে কখনোবা পশ্চিমের সাথে লিপ্ত হয়েছেন ঠিকই; কিন্তু তিনি তা কখনোই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মাপকাঠিতে বিচার করেননি।

মাহাথিরের ভাষায়, "এখন উপনিবেশিকতাবাদের অবসান ঘটেছে এবং বিশ্বায়নের অনুপ্রবেশ সাধিত হয়েছে। একটি সীমানা,যেটি কোন দেশের পরিপূর্ণতা প্রদান করে, তা প্রায় বিলুপ্ত এবং একটি অর্থনৈতিক প্রতিযোগীতার সৃষ্টি হয়েছে, যেটি এখন চরম শিখরে রাজত্ব করছে।" [30]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মাহাথীর তার প্রাথমিক পর্বের শাসনকালে এই বক্তব্য রাখলেও বর্তমানে তার মতাদর্শের কোন পরিবর্তন হয়নি। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে তার প্রদেয় বক্তব্যের মাধ্যমে বোঝা যায় যে তিনি আজও আগের মতোই পশ্চিমের প্রতি তেমন বিশ্বাসস্থাপন করতে পারেননি।

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটির এই অধ্যায়ে মাহাথিরের শাসনপর্বের, বিশেষকরে ১৯৮১-২০০৩ খ্রিঃ এবং ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত একটি তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনার মাধ্যমে আমরা পরিলক্ষিত করি যে মাহাথীর বিন মহাম্মদ তার শাসন পরিচালনায় বৈদেশিক সম্পর্ক এবং রাষ্ট্র গঠনের নীতি হিসেবে তিনি আগের মতাদর্শকেই বেছে নিয়েছেন। তিনি আগেও যেমন পশ্চিমা সভ্যতাকে ইতিবাচক হিসেবে দেখেননি,বর্তমানেও তারই প্রমাণ দিয়েছেন। চীনের সাথে সম্পর্ক পরিচালনার ব্যাপারেও তিনি আগের মতই স্থির। মালয়েশিয়া-সিঙ্গাপুর এর মধ্যে সম্পর্ক খতিয়ে দেখলে আমরা দেখতে পাই যে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে এই দুটিদেশ আলাদা হয়ে যাওয়ার পরথেকেই ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত 'জল চুক্তিকে' নিয়ে সম্পর্কের মান নির্ধারিত হয়েছে প্রায়ই। এই ব্যাপারে মাহাথীর খুবই সাম্প্রতিক জলের দাম বাড়ানোর ব্যাপারে আর্জি রাখলে দুটি দেশের মধ্যে একটি গরমা-গরম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ঠিক একইভাবে ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে যখন 'এশিয়ার অর্থনৈতিক সংকট' দেখা দিয়েছিল তখন মালয়শিয়া সিঙ্গাপুরের কাছে আর্থিকসাহায্য চাইলে সিঙ্গাপুর 'জলচুক্তির' পুনঃবিবেচনার শর্ত আরোপ করে যেটি মালয়েশিয়ার জন্য লাভজনক ছিল না। এইভাবে একটিমাত্র ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই দেশের মধ্যে মতবিরোধ আজও বিদ্যমান। এই অধ্যায়ে মাহাথিরের ইসলামের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিকে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করাহয়েছে। সমালোচকদের মতে, মাহাথীর যখন ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী সময়ে প্রথমবারের মত ক্ষমতায় আসেন, তখন তিনি 'কর্তৃত্ববাদী' ও 'একনায়কতন্ত্রে' হিসেবে শাসন পরিচালনা করেছিলেন। তবে মাহাথীর এই দাবিকে কোনভাবেই সমর্থন করেননি। কেননা তিনি স্পষ্ট করেদেন যে,তিনি জনগণের নির্বাচনের মাধ্যমেই প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এবং তিনি ইসলামের আদর্শ সামনে রেখে তার বৈদেশিক নীতি ও কূটনীতি পরিচালনা করেছিলেন ঠিকই তবে তিনি কখনই বহুজাতিক 'মালয়' সমাজের জনগণেরওপর তা চাপিয়ে দেননি। তিনি ইসলামের সাথে আধুনিকতার সংমিশ্রণ করে মালয়েশিয়ার রাষ্ট্র গঠনের কাজ পরিচালিত

করেছিলেন।এবং বর্তমানে তিনি ২০১৮ সালে আবারো ক্ষমতায় আসার পর এক বছর অতিক্রম করলে এই সময়ে তার পরিচালিত কার্যবিধির মধ্যে পূর্বের মতোই ইসলামের আদর্শকে পরিলক্ষিত করা যায়। তিনি 'দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার গোষ্ঠীগুলিকে' 'নয়া উপনিবেশিকতা' ও 'বিশ্বায়নের' নামে পশ্চিমী শোষণের হাত থেকে রক্ষার জন্য বারবারই তার কণ্ঠ উচ্চারিত করেছেন, এই বাপারেও তিনি আগের মতই অনড়। তাই বলা যায় যে কোন ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ মাহাথীর বিন মহাম্মদ মালয়েশিয়াকে একটি সুগঠিত জাতি রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। এবং তার অবসর গ্রহনের পরবর্তী ১৫ বছর বিভিন্ন শাসকের আগমন ঘটলেও বস্তুত মালয়েশিয়ার জনগণ তার অভাব অনুভব করেন, যার ফলশ্রুতি হিসেবে ৯৩ বছর বয়সেও বিশ্বের 'প্রবীণতম প্রধানমন্ত্রী' হিসেবে মালয়েশিয়ার '১৪তম জাতীয় সাধারণ নির্বাচন' তাকে পুনরায় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে অর্পিত করেন। তবে বর্তমানে তিনি কতটা সাফল্য অর্জন করবেন এবং তিনি কি পুনরায় মালয়েশিয়ার ভাগ্য নির্ধারণ করতে সক্ষম হবেন, এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর কেবলমাত্র তার ভবিষ্যতের দিনগুলিই বলতেপারে।অতএব গবেষণামূলক প্রবন্ধের এই অধ্যায়ের এই আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গিকে এখানেই সমাপ্তি করা হল, এই অধ্যায়ে আমরা মাহাথিরের দুটি শাসন পর্বের একটি তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় পেয়েছি।আমরা অনুধাবন করতে পেরেছি, তার ক্ষমতায় পুনঃআগমনের কারণ সমূহকে। কেননা যে কোন বিষয়ের একটি পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করার জন্য তুলনামূলক আলোচনার বিকল্প মেলা ভার। তাই সেই আলোচনারই প্রয়াস করা হয়েছে এই অধ্যায়ে ।

- উৎস (References)

1. YUKAKO ONO, Nikkei staff writer, Nikkei Asian Review, “Malaysia should 'make best use' of Belt and Road, Mahathir says”, JUNE 11,2018, (https://asia.nikkei.com/Spotlight/The-Future-of-Asia-2018/Malaysia-should-make-best-use-of-Belt-and-Road-Mahathir-says) Accessed on 30 march,2019
2. Ibid.
3. Ibid.
4. Speech given by Dr. Mahathir Mohammad at the celebration of 25 years of Establishment of Diplomatic Relations between China and Malaysia, Beijing, August 1999, (see for details, www.pmo.gov.my)
5. Speech given by Mahathir Mohammad at the 20th Anniversary of the LEP, for details see www.pelanduk.com
6. SHOTARO TANI and MASAYUKI YUDA, Nikkei staff writers, Nikkei Asian Review, “Mahathir revives 'Look East' policy to join ranks of economic giants” JUNE 11, 2018, (Edited and republished by http://www.investkl.gov.my) Accessed on 1st april,2019.
7. Ibid.
8. Ishaan Tharoor,“The world according to Asia’s most senior statesman” washingtonpost,September28,2018.(https://www.washingtonpost.com /world/2018/09/28/worlds-mostsenior-states-man-returns-center-stage/?noredirect=on&utm_term=.19ef3589fd32) Accessed on 2nd march,2019.
9. Ibid.
10. Ibid.

11. Mohammad nordin Sopiee (1974), "From Malayan union to Singapore separation: Political Unification in the Malayan Region 1945-65", Kuala Lampur: Universsity of Malaya Press, p.135.
12. Rusdi Omar, "An Analysis of the Underlying factors that affected Malaysia- Singapore relation during the Mahathir era: Discord and Continuity", Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy in the discipline of politics and international studies School of history and politics Faculty of Humanities and social science the University of Adelaide. May,2014. pp. 207-208.
13. Royston Sim, (Deputy Political Editor), "Singapore, Malaysia must comply fully with 1962 water agreement provisions, says MFA in response to Mahathir comments", The Straits Times, published june 25, 2018. Details, (https://www.straitstimes.com/singapore/1962-water-agreement-guaranteed-by-both-spore-and-malaysian-governments-mfa) Accessed on 2 april,2019.
14. Ibid.
15. Adrian Lim (Political Correspondent), 'Parliament: Mahathir's comments on water agreement a 'red herring', says Vivian Balakrishnan',TheStraitsTimes,MAR1,2019.(https://www.straitstimes.com/politics/parliament-dr-mahathirs-comments-on-water-agreement-a-red-herring-says-vivian-balakrishnan) 1March,2019.
16. 'Mahathir urges Johor to speak up against Singapore water pact', The Straits Times, PUBLISHED MAR 1, 2019 (https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/mahathir-urges-johor-to-speak-up-against-spore-water-pact)
17. Ibid.
18. https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Malaysian_general_election (Accessed, March 10, 2019)

19. Asia Politics, 'Former Malaysian Prime Minister Najib goes on charm offensive as corruption trial nears' SAT, FEB 9 2019 (https://www.cnbc.com/2019/02/10/malaysias-najib-razak-campaigns-as-corruption-trial-nears.html)
20. 'Ex-Malaysian PM Najib's graft trial is postponed, no new date set' The Starits Time, FEB 11, 2019 (https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/ex-malaysian-pm-najibs-graft-trial-may-be-postponed)
21. Jomo K.S, "Japan and Malaysian Development: In the Shadow of the Rising Sun". London, Routledge, 1994.
22. 'After losing swim event, Malaysia PM brands Israel 'criminal state' ' The Siasat Daily, Published: Jan 29, 2019. (https://www.siasat.com/news/after-losing-swim-event-malaysia-pm-brands-israel-criminal-state-1461311/)
23. Ibid.
24. A conversation between Mahathir and Sri Jegarajah, 'CNBC Transcript: Dr. Mahathir Bin Mohamad, Prime Minister of Malaysia', CNBC, PUBLISHED MON, NOV 12, 2018. (https://www.cnbc.com/2018/11/13/cnbc-transcript-dr-mahathir-bin-mohamad-prime-minister-of-malaysiabelow-is-the-transcript-of-a-first-on-cnbc-interview-with-prime-minister-of-malaysia-mahathir-mohamad-the-interview-was-first-broadcas.html)
25. Ibid.
26. Jane Sit, (CNN) 'Mahathir Mohamad on Islam, politics and the love of his life' Hong Kong, August 2, 2018. (https://edition.cnn.com/2018/08/01/asia/mahathir-mohamad-malaysia-q-and-a/index.html)
27. 'Dr Mahathir: Malaysia to retaliate if EU discriminates against palm oil', PUTRAJAYA ,19 March 2019.

(https://www.malaymail.com/news/malaysia/2019/03/19/malaysia-to-retaliate-if-eu-discriminates-against-palm-oil-says-pm/1734322)

28. By Justin Ong, 'PM: Malaysia, Asean must guard against foreign intervention', KUALA LUMPUR, Published 23 February 2019. (https://www.malaymail.com/news/malaysia/2019/02/23/pm-malaysia-asean-must-guard-against-foreign-intervention/1726032)
29. Ibid.
30. Mahathir, 'Globalization: Colonialism Revisited', (speech at the 12th Conference of the Heads of State or Heads of Government of the NAM in Durban, South Africa on 2 September 1998, in Globalization, Smart Partnership and Government, p.61.)

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

মাহাথীর বিন মহাম্মদ, বর্তমানে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আলোচনা প্রসঙ্গে একটি খুবই পরিচিত নাম। মালয়শিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাসে এই নামের ভূমিকাও কম নয়। মাহাথীর বিন মহাম্মদ যেভাবে তার বিচক্ষণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে মালয় সমাজের ইতিহাসে। তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন আরো একবার,২০১৮ সালের জাতীয় সাধারণ নির্বাচনে ক্ষমতায় আরোহনের মাধ্যমে ; যে 'বয়স মূলত একটি সংখ্যা মাত্র'। আর তাইতো তিনি ৯৩ বছর বয়সেও বর্তমানে বিশ্বের প্রবীণতম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বিরাজমান। বর্তমান আন্তর্জাতিক বিশ্বে 'মাহাথীর মহাম্মদ' এবং 'মালয়শিয়া' যেন একই মুদ্রার দুটি দিকের ন্যায় বিরাজ করে আছে। কেননা আমরা এই গবেষণামূলক প্রবন্ধের সূচনা পর্বে মালয়শিয়ার বিদেশনীতির উদ্ভবের ইতিহাস আলোচনার সময় পরিলক্ষিত করেছিলাম যে, ষষ্ঠদশ খ্রিস্টাব্দের সূচনাকালে বিশেষত্ব ১৫১১ খ্রিঃ যখন পর্তুগিজরা 'মালাক্কা' দখল করেছিল এবং তাদের শাসন কার্য শুরু করেছিল তখন মালাক্কা সুলতানরা মূলত তাদের অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম সাধন করে 'উপদ্বীপীয় মালয়শিয়া' অঞ্চলে, যেটি মুলত শহরের দক্ষিণাংশে অবস্থিত ছিল সেখানে নতুন করে তাদের সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল। এই ঘটনার ১৩০ বছর পরে ১৬৪১ খ্রিঃ ওলন্দাজরা ক্ষমতায় শীর্ষবিন্দুতে অবস্থান করেছিল, পর্তুগীজদের পরাজিত করে এবং তাদের উপনিবেশিক কার্যাবলী পরিচালনা করেছিল। এবং সর্বোপরি শেষ ১৮২৪ সালে ব্রিটিশ শক্তির আগমন ঘটে এই অঞ্চলে। আর এইসময় একটি ঘটনা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, ব্রিটিশ শক্তি মূলত রাজনৈতিক ক্ষমতাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, তারা অর্থনৈতিক পরিসরেও তাদের অবস্থান সুদৃঢ়করনোর জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল।[1] অর্থাৎ আমরা খুব সহজভাবেই অনুধাবন করতে পেরেছি যে, কেবলমাত্র একটি শাসনের বা ব্যক্তিবর্গের ক্ষমতার মাধ্যমে এই অঞ্চলে শাসন বর্গ পরিচালিত হয় নি; ক্ষমতার পালাবদল ঘটেছে নিয়ম মেনে, যার পরিণতি হিসেবে অবহেলা, বঞ্চনা আর ক্ষতির শিকার হয়েছে স্বয়ং মালয়শিয়া ও মালয়শিয়ার বহুজাতিক সমাজ নির্বিশেষে। আর তারই পরিচিতি হিসেবে এই অঞ্চলে ১৯৫৭ সালের পূর্বে তেমনভাবে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ঘটেনি। কেননা

কখনোই এই অঞ্চলের জনগণ তাদের স্বাধীনচেতা চিন্তার প্রসার ঘটাতে পারেনি। এই ভাবে দিন অতিবাহিত হলেও পরবর্তীতে মালয়শিয়া স্বাধীনতা লাভ করলে জাতি গঠনের ব্যাপারটি সহজসাধ্য হয়। তবে একটি মানদণ্ডকে ভিত্তি করে ও 'রাজনীতির' সাথে 'অর্থনীতির'; 'জাতীয়তাবাদের' সাথে 'আন্তর্জাতিকতাবাদের'; 'বহু-জাতীয়তাবাদের' সাথে 'একাত্মমূলক দেশাত্মবোধের' চরম মেলবন্ধন ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন মাহাথীর বিন মহাম্মদ। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে মাহাথীর বিন মহাম্মদ ক্ষমতায় এসে তিনি কঠোর হস্তে মালয়শিয়ার ভাগ্য নির্ধারণের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। যদিও তার ক্ষমতার আসার পূর্ববর্তী ২৪ বছর স্বাধীন মালয়শিয়ার পরিসরে 'সঙ্ঘবদ্ধ মালয়শিয়া' গঠনের হাতেখড়ি হয়েছিল ঠিকই কিন্তু সেটি বিশেষভাবে পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পেরেছিল না, যেমনটি মাহাথীর বিন মহাম্মদ তাঁর সুদীর্ঘ ২২ বছরের প্রধানমন্ত্রীত্বে মালয়শিয়াকে একটি শক্তিশালী পরিকাঠামোতে উন্নীত করেছিলেন। আর এই সমস্ত আলোচনায় 'মাহাথীর বিন মহাম্মদ' কে 'মালয়শিয়া'র সাথে একই মুদ্রার দুই দিক হিসেবে তুলনা করার প্রাসঙ্গিকতা বহন করে।

আমি এই গবেষণায় আলোচনা করেছি যে মাহাথীর বিন মহাম্মদ কিভাবে মালয়শিয়ার রাষ্ট্র গঠন ও জাতি গঠনের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। মূলত এই প্রবন্ধটির আসল বিষয়বস্তু ছিল মালয়শিয়ার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মাহাথীর বিন মহাম্মদ এর ভূমিকার একটি ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক পর্যালোচনা করা; আর এই প্রেক্ষাপট থেকেই আমরা পূর্বের অধ্যায় গুলিতে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে খুব সহজেই অনুধাবন করতে পারব যে মাহাথীর খুব সক্রিয়ভাবেই মালয়শিয়ার বিদেশনীতির পরিচালনা করেছিলেন। কেননা মাহাথীর বিন মহাম্মদ মালয়শিয়ার বিদেশনীতির পরিচালনায় বিন্দুমাত্র 'ব্যক্তিগত পরিসর'কে কখনোই 'সমষ্টিগত স্বার্থের' ঊর্ধ্বে স্থান দেননি। তাই তার রাজনৈতিক বিচক্ষণতাকে দুটি বিষয়ে ভাগ করা যেতে পারে 'ব্যক্তিগত পরিসর'এবং 'জাতীয় পরিসরে'। মাহাথীর বিন মোহাম্মদের সমগ্র রাজনৈতিক মতবাদ গুলিকে ও গণমাধ্যমে প্রেরিত বক্তব্য গুলিকে যদি একটি নির্দিষ্ট মাপকাঠিতে পর্যালোচনা করা হয় তাহলে আমরা দেখব যে, তিনি মূলত 'পশ্চিমা সভ্যতা' কে 'নয়া-উপনিবেশিকতাবাদে' আখ্যায়িত করে তা কেবল শোষণের নতুন মাত্রা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে সম্পূর্ণ পশ্চিমা সভ্যতার বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির বর্ণনা করেছেন।

ঠিক একই ভাবে যদি আমরা মালয়শিয়ার শহিত পশ্চিমের 'দ্বিপাক্ষিক' এবং 'বহুপাক্ষিক' সম্পর্ক পরিচালনার ব্যাপারটি পরিলক্ষিত করি, তাহলে দেখা গেছে যে, মালয়শিয়া কখনোই কিন্তু সম্পূর্ণভাবে 'পশ্চিমা সভ্যতা' কে উপেক্ষা করেনি বা পশ্চিমের সঙ্গে সম্পর্কের ইতিও টানেননি। অর্থাৎ এখানে একটি খুবই স্পষ্ট ভাবে প্রতিমান হয়ে উঠেছে যে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে এবং

পররাষ্ট্রনীতির নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মাহাথীর বিন মহাম্মদ খুবই সচেতন ভাবে 'জাতীয় পরিসরে' তার প্রয়োজনীয়তা কে প্রাধান্য দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে 'এশিয়ার শান্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক সহযোগিতা' অঞ্চল গুলিকে যখন পশ্চিমা সভ্যতা বিশেষ করে আমেরিকা উন্মুক্তকরণের জন্য চাপ সৃষ্টি করে তখন দেখা যায় মাহাথীর বিন মহাম্মদ এই মতকে কোনভাবে প্রাধান্য না দিয়ে বিকল্প হিসেবে 'পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক সংগঠন' এর স্থাপনের ব্যবস্থা করেন এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই এটার বিরোধিতা করে আমেরিকা। মাহাথীর মালয়শিয়ার জনগণকে অনুধাবন করিয়েছিলেন যে, আমেরিকার অর্থাৎ পশ্চিমের নীতিনির্ধারকরা কখনোই মালয়শিয়ার প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করেননি ; আর তারই পরিণতি হিসেবে মালয়শিয়ার জনগণের মনে 'পশ্চিমা বিরোধী' মনোভাবের সঞ্চার হয়, যেটি কোন ভাবেই অস্বীকার করা যায় না।[2]

এই গবেষণার দ্বারা আমরা মালয়শিয়ার সভ্যতা লগ্নের পূর্ব-পরিস্থিতি এবং একই সাথে পরবর্তী পরিস্থিতি গুলির উপর খুবই সক্রিয়ভাবে দৃষ্টি জ্ঞাপন করার প্রচেষ্টা করেছি। এই প্রসঙ্গে একটি মন্তব্য করা যায়, মালয়শিয়ার প্রধানমন্ত্রী-গনের উপর নজরজ্ঞাপন করলে আমরা দেখতে পাই যে, প্রথম তিন প্রধানমন্ত্রী মূলত একই রকম বৈশিষ্ট্য বহন করেছিল রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে এবং বিদেশনীতির নির্ধারণের কর্ধারনে। কিন্তু এই পর্যায়ক্রমের ব্যাঘাত ঘটে যখন মালয়শিয়ার 'চতুর্থ প্রধানমন্ত্রী' অর্থাৎ মাহাথীর বিন মহাম্মদ'র পালা আসে। মাহাথিরের পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রীগণ মূলত জন্মসূত্রেই তারা একটি রাজনৈতিক বাতাবরণ লাভ করেছিল, সে ক্ষেত্রে মাহাথীর বিন মহাম্মদ এর রাজনীতিতে আরোহনের ক্ষেত্রে সেরকম কিছু পরিলক্ষিত হয় না। একইভাবে যদি আব্দুল রহমানের প্রধানমন্ত্রিত্বের দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাই যে, তার প্রাথমিক পরিচিতি লাভ করেছিল 'কেদাহ'র রাজকীয় পরিবারে রাজকুমার হিসেবে। অর্থাৎ খুব স্বাভাবিকভাবেই তার রাজনীতিতে আনয়ন ঘটে এবং সে ক্ষেত্রে তার পরিচিতির পটভূমি আগেথেকেই প্রস্তুত ছিল বললে ভুল হবে না। একইভাবে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী তুন আব্দুল রাজাক এবং তৃতীয় প্রধানমন্ত্রী দাঁতো হোসেন অন তারা তিনজনই 'আইন' বিষয়ে লন্ডন থেকে ডিগ্রী লাভ করেছিল। এই সমস্ত সাদৃশ্য ছাড়াও তাদের মধ্যে খেলাধুলার বিষয়েও সাদৃশ্য পরিলক্ষিত, তারা সকলেই 'গলফ' খেলতে পছন্দ করতেন; তারা সকলেই সরকারের 'প্রশাসন' কাজের সাথে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিল। এই সমস্ত দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে তাদের মধ্যে মাহাথীর বিন মহাম্মদের একটি বিষয়ে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, সেটি হল 'সরকারের প্রশাসনিক কাজের' সাথে সংযুক্তিকরণ তবে সেটিও খুব কম সময়ের মধ্যেই ইতি টানে কেননা মাহাথীর পর্যায়ক্রমে 'চিকিৎসা বিদ্যার' [3] সাথে তার পেশা কে পরিচালিত করেছিলেন।

তবে এই চারজন প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে একটি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে তা হলো মূলত তারা কেউই প্রকৃত ভাবে 'বিশুদ্ধ মালয়' জাতি থেকে বিরাজ করেননি, তুনকু এক্ষেত্রে কিছুটা 'শান-থাই' রক্তের সাথে যোগাযোগ বহনকরে; এদিকে আব্দুল রাজ্জাকও 'ইন্দোনেশিয়ার বংশোদ্ভূত' ছিলেন ; হোসেন অন মূলত 'তুর্কিদের' সাথে তাঁর পূর্বপুরুষদের একটি সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয় এবং পরিশেষে মাহাথীর যার সাথে 'সুফি ভারতীয় বংশোদ্ভূত' ছিলেন। অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত নেতৃত্বকারীগণ সময়ের সাথে সাথে 'মালয়' গোষ্ঠীর সাথে জাতীয়তাবাদের বাঁধনে যুক্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের মনে একটি সঙ্ঘবদ্ধ মালয়শিয়া গঠনের স্পৃহা জেগে ওঠে যা পরবর্তীতে তাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় উন্নিত করেছিল।

মালয়শিয়ার প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তূনকু আব্দুল রহমান 'বহুজাতিক মালয় সমাজকে' একটি সঙ্ঘবদ্ধ করনের প্রচেষ্টা করেছিলেন , পরবর্তীতে আব্দুল রাজ্জাক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় আসলে তিনি তার পুরোপুরি অনুসরণ করেন এবং এই প্রসঙ্গে একটি কথা প্রচলিত আছে যে আব্দুর রহমান যখন প্রধানমন্ত্রীত্ব পরিচালনা করেছিলেন সেই সময়ে ষাটের দশকের দিকে ইন্দোনেশিয়ার সাথে মালয়শিয়ার যে অস্থিরতার পরিবেশ এবং সিঙ্গাপুরের সাথে বিচ্ছিন্নকরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল তখন মূলত আব্দুল রাজ্জাক কেই এই সমস্ত সমস্যার সমাধানের মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন আব্দুল রহমান। তবে এটি রাজ্জাকের ক্ষমতায় আসার ব্যাপারে অনেকটাই ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল, কেননা জনগণ উপলব্ধি করতে শিখেছিল মালয় সমাজে তার প্রয়োজনীয়তাকে ।[4]

এইভাবে স্বাধীনতার পরবর্তীতে ২৪ বছর অতিবাহিত হয় এবং ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ মাহাথীরের আগমন ঘটে ,যেটি মালয়শিয়ার ইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বছর । কেননা এই বছর থেকেই প্রচলিত চিরাচরিত ধারাবাহিকতাকে 'ইতি' টেনে সম্পূর্ণ আধুনিকতাবাদ কে প্রাধান্য দিয়ে মাহাথীর তাঁর বৈদেশিক নিতির পরিচালনা করেন। তিনি পরিবর্তনের ধারাকে অতিমাত্রায় প্রাধান্য দিয়েছেন, যা তাকে পরবর্তীতে প্রায় ২৩ বছর ক্ষমতাসিন থাকতে সাহায্য করেছিল।

তবে খুব স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে প্রশ্ন আসে যে ,মাহাথীর কিভাবে ক্ষমতায় আসতে সক্ষম হল? কোন কোন পরিস্থিতি তাকে এই সুযোগের পথ প্রদর্শন করেছিল? এই সমস্ত প্রশ্নের আলোচনা আমরা মূলত এই প্রবন্ধে খুবই প্রাথমিক পর্যায়ে সম্পন্ন করেছি। তবে যে সমস্ত বিষয় গুলি পুনরায় উল্লেখ না করলেই নয় সেগুলি হল, আমরা পরিলক্ষিত করেছি যে ১৯৮১ সালে যখন মাহাথীর চতুর্থ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় আসেন তখন মালয়শিয়া মূলত একটি সম্পূর্ণ

নতুন দেশের মতোই ছিল যদিও দেশটি ১৯৫৭ সালে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল ঠিকই। কালক্রমে ১৯৬৩ সালে যখন ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসিত অঞ্চল 'বর্নেও' এর দ্বীপগুলি ও সাময়িকভাবে 'সিঙ্গাপুরের' অন্তর্ভুক্তিকরণ ঘটে এবং সঙ্গবদ্ধ মালয়শিয়ায় পরিণত হয়। এই অঞ্চলটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দক্ষিণাংশে অবস্থান করে, কেবলমাত্র দুই-তৃতীয়াংশ ভূমি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হলেও ৮০ শতাংশ জনগণ এর উপস্থিতি এই অঞ্চলে বিদ্যমান। ক্রমেই স্বাধীন মালয়-সমাজে রাজনৈতিক 'দল' ব্যবস্থার বাতাবরণ করে ওঠে, যেটি মূলত জাতিগত দলগুলির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিল এবং তা 'সংযুক্ত মালয় জাতীয় সংগঠন' নামে পরিচিতি লাভ করে। এবং এই দলের মধ্যে থেকেই মূলত মাহাথিরের রাজনীতিতে হাতেখড়ি হয় এবং পরবর্তীতে তা চালিয়ে যেতে থাকেন।[5] তিনি ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে পার্লামেন্টে নির্বাচিত হন, যদিও সেটি খুব বেশিদিন কার্যকরী ছিল না; ১৯৬৯ খ্রিঃ তিনি পরাজিত হন এবং ক্ষমতা থেকে তাকে নামিয়ে দেওয়া হয়। তবে এটি একটি পরিচিতির সৃষ্টি করেছিল যে ,তিনি হলেন একজন আসন্ন ব্যক্তিত্ব যিনি ভবিষ্যতে ক্ষমতার দাবি রাখেন।

মাহাথীর মহাম্মদ এই সময়ে একজন গবেষক এর ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি স্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে কিভাবে ক্ষমতা লাভ করা যায়, বিশেষ করে বিপক্ষ দলের বাস্তবতাকে সামনে আনয়ন করে। এই প্রসঙ্গে ১৯৬৯ সালের যে 'জাতি দাঙ্গা' মালয়শিয়ায় স্থান লাভ করেছিল সেটি মূলত বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিকতা বহন করেছিল। এই দাঙ্গার পরবর্তী সময়ে মাহাথীর বিন মহাম্মদ খুব চালাকির সাথে জনগণের সামনে প্রদর্শন করেছিলেন যে তূনকু আব্দুল রহমান কখনোই জনগণের মতামতকে প্রাধান্য দেননি। তিনি বারবারই জনগণের ঊর্ধ্বে নিজেকে স্থান দিয়েছিলেন। এই কারণে খুব স্বাভাবিকভাবেই জনগণ প্রশ্ন তোলে আব্দুল রহমানের, চীনা ও ভারতীয়দের কে সঠিকভাবে পরিচালনা করার ব্যর্থতা প্রসঙ্গে।[6] এইভাবে মাহাথীর তার পরিচিতির সম্প্রসারণ করেছিলেন যার পরিণতি হিসেবে তিনি ১৯৮১ সালে খুব স্বাভাবিক ভাবেই জনপ্রতিনিধিত্ব নিয়ে মালয়শিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতা লাভ করেছিলেন।

অতএব এই আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা খুব স্বাভাবিকভাবেই মাহাথিরের রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় লাভ করেছি। আমরা এই গবেষণার তৃতীয় অধ্যায় পরিলক্ষিত করেছিলাম কিভাবে মাহাথীর ক্ষমতায় এলে সুদীর্ঘ ২২ বছর শাসন কার্য পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু এই আলোচনায় দেখলাম তিনি কিভাবে ক্ষমতায় আসার পটভূমিকা প্রতিস্থাপন করেছিলেন। তিনি ১৯৬৯ সালটিকে খুব বুদ্ধিমত্তার সাথে 'পরিচিতি অর্জনের পর্ব' হিসেবে পরিচালিত করেছেন।

আমরা এই আলোচনায় পরিলক্ষিত করেছি তিনি কিভাবে সরাসরি নিজের পরিচয় কে প্রাধান্য না দিয়ে, বিরোধী পক্ষের ত্রুটিগুলোকে সামনে এনে, একটি 'পরোক্ষ পরিচয়' অর্জন করেছেন। জনগণ খুবস্বাভাবিক ভাবেই মালয় সমাজের অস্থিরতা, জাতিদাঙ্গা ,চীনা ও ভারতীয় জাতিবর্গের ভারসাম্য রক্ষায় ব্যর্থতার ব্যাপারে সরকারের উপর ক্ষোভ প্রকাশ করলে, মাহাথীর তার কারণ হিসেবে 'তূনকু' এর উপর অর্পণ করেন। যা পরবর্তীতে তার প্রয়োজনীয়তাকে বৃদ্ধি করে এবং তূনকু'র 'সংযুক্ত জাতীয় মালয় সংগঠন' থেকে অবসরের পথ প্রশস্ত করে। তাই মাহাথীর যে একজন বিচক্ষণ রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব সম্পূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না, যদিও তিনি কোন রাজবংশ থেকে আগত নন যেমনটি তার পূর্বে ৩ প্রধানমন্ত্রীর আগমন ঘটেছিল।

- জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তার প্রশ্নে মালয়শিয়ার মূল্যায়ন

এই গবেষণামূলক প্রবন্ধের পূর্ববর্তী অধ্যায় গুলিতে আমরা খুব সহজভাবে মালয়শিয়ার বৈদেশিক নীতি আলোচনা করার চেষ্টা করেছি,বিশেষ করে মাহাথীর বিন মহাম্মদ এর সরকার পরিচালনা করার সময়কালীন মালয়শিয়াকে ভিত্তি করে। এখানে আমরা পরিলক্ষিত করেছি যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে 'দ্বিমেরুকরণ' বিশ্বে এই সমস্ত ছোট ছোট দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিকে নানা রকম ভীতির মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হতে হয়েছে। কেননা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়টিকে যদি পর্যালোচনা করি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে, এই সময়ে মূলত বিশ্বের নানান দেশ গুলি 'দুটি শিবিরে'র কোন একটি শিবিরে তাদের অস্তিত্ব কে খুজে পাবার আশায় যোগদানে মত্ত হয়ে উঠেছিল। এই কারণে খুব দ্রুত ভাবেই একটি প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশের জন্ম নেই সমগ্র বিশ্বে । ঠিক এইরকম অগ্নিগর্ভ উপস্থিতিতে 'জাতীয় স্বার্থ' এবং 'নিরাপত্তা' কে বিশেষ করে প্রাধান্য দিয়ে মালয়শিয়াকে তার নিজের স্বাধীন 'কূটনীতি' ও 'দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক'র পরিচালনা করতে হয়েছিল। এই সমস্ত নেতৃত্বকারী দের মধ্যে মাহাথীর বিন মহাম্মদ ছিলেন মূলত অন্যতম একজন।

ডঃ মাহাথীর বিন মহাম্মদ তার পূর্ববর্তী শাসকদের দ্বারা প্রতিস্থাপিত 'আফ্রো-এশীয় সম্মেলন' যেটি মূলত ইন্দোনেশিয়ার 'বান্দুং' শহরে ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে সংঘটিত হয়েছিল, সেই সম্মেলনে গৃহীত নীতি গুলিকেই তার রাষ্ট্রপরিচালনার মূলমন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। এই বিশিষ্ট নীতি গুলি হল-

১. প্রত্যেকের জাতীয় স্বাধীনতা এবং সীমারেখার অস্তিত্বকে সম্মান প্রদর্শন করে শান্তিপূর্ণভাবে সহবস্থান করা।

২. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বৈপরীত্যতার ক্ষেত্রে বা তার সমাধান সাধনার ক্ষেত্রে কোন 'শক্তি'কে ব্যবহার না করা এবং অনাক্রমণকে প্রাধান্য দেওয়া ।

৩. একে অপরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা ।

৪. প্রত্যেকের মধ্যে সমতা বজায় রাখা এবং যৌথ সুবিধা লাভ করা । এবং

৫. নিরপেক্ষভাবে অবস্থান করা অর্থাৎ কোন জোটে অংশগ্রহণ না করা।

এই সমস্ত নীতিগুলিকে একত্রিত ভাবে 'পঞ্চশীল নীতি' বলা হয়।[7] এই নীতিগুলি মূলত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের 'সনদের' প্রধান বক্তব্য গুলিকে সম্মান প্রদর্শন করে বা আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখার জন্য গৃহীত নীতি গুলির সঙ্গে সাদৃশ্যতা বহন করে, আর এইখানেই মূলত 'পঞ্চশীল' নীতির সার্থকতা লাভ করে। এই নীতির মাধ্যমে মূলত একটি নতুন পর্বের উত্থান হয় যেটি পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা শান্তি-পূর্ণতা লাভ করে। একে অপরের প্রতি হিংসাত্মক মূলক মনোভাবের সঞ্চালন কে বাধাপ্রাপ্ত করে যেটি বৃহৎ মাত্রায় শান্তিপূর্ণ সহবস্থান কেই প্রাধান্য দেয়। আর তৎকালীন সময়ে মালয়শিয়া মূলত এই নীতিগুলির অনুসরণের মাধ্যমেই তার বৈদেশিক নীতির প্রসারন ঘটায় এবং জাতীয় স্বার্থকে বজায় রাখতে সক্ষম হয় ও নিরাপত্তার সুদৃঢ়করণেও সক্ষম হয়। পরবর্তীতে মাহাথীর বিন মহাম্মদ ক্ষমতায় আসলে তিনিও মূলত এই 'পঞ্চশীল নীতি'র বিশেষত্বকে প্রাধান্য দিয়ে তার পররাষ্ট্র নীতি কে পরিচালনা করেন। বস্তুতপক্ষে বলা যায় যে তৎকালীন সময়ে মালয়শিয়ার এই 'নিরপেক্ষ' অবস্থানের সিদ্ধান্তই মূলত তাকে আজ বিশ্বের মানচিত্রে একটি স্বতন্ত্র পরিচয় প্রদান করেছে। কেননা তৎকালীন দুটি জোটের যে কোনো জোটে নিজেকে জড়িয়েনেয়ার মানেই ছিল 'স্বতন্ত্রতা' কে বিসর্জন দেয়া। যাইহোক বর্তমানে মালয়শিয়ার বিদেশ নীতির ক্ষেত্রেও এই নীতিগুলি বহাল আছে ,আজও বিশ্বের সামনে মালয়শিয়ার নিজস্ব পরিচিতি কে তুলে ধরতে তার 'বিদেশনীতিই' প্রধান অঙ্গ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। একই সাথে মালয়শিয়া তাঁর 'জাতীয় নিরাপত্তা প্রশ্নেও' বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছে। অর্থাৎ এই সমস্ত নীতিগুলিই যে মালয়শিয়ার একটি স্বতন্ত্র পরিচিতির সৃষ্টি করেছে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

কোন একটি দেশের 'জাতীয়স্বার্থ' এবং 'নিরাপত্তার' প্রশ্নটিকে বিচার করলে মূলত 'অভ্যন্তরীণ' এবং 'বহিরাগত' নিরাপত্তার বিষয়টি একই মুদ্রার দুটি দিক হিসেবে পরিগণিত হয়।

এমত অবস্থায় যদি মালয়শিয়ার অবস্থান কে আমরা পরিলক্ষিত করি তাহলে দেখতে পায় 'অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা' বিশেষভাবে এই অঞ্চলটির নিরাপত্তা প্রশ্নটিকে বারবারই জাগ্রত করে তুলেছে। কেননা মালয়শিয়ার নীতিনির্ধারকরা খুব স্পষ্টভাবেই অনুধাবন করেছিল যে যদি এই অঞ্চলের জনগণের জীবনধারণ 'সাংবাদিকতাকে' প্রাধান্য দিয়ে বা 'গণতান্ত্রিক পদ্ধতি' কে প্রধান হিসেবে গণ্য করা হয় তাহলে নিরাপত্তা ব্যাঘাত ঘটার সম্ভাবনা প্রবল। ১৯৬৯ সালের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা তার জ্বলন্ত উদাহরণ হিসেবে গণ্য হয়। এই সময়ে মূলত সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত জনরোষের উত্থান হয়েছিল। পরিণতি হিসেবে দীর্ঘদিন জরুরি অবস্থা জারি ছিল এই অঞ্চলে; এবং পরবর্তীতে মাহাথীর বিন মহাম্মদ ক্ষমতায় আসলেও এই গণতন্ত্রের আসল মাত্রাটি কি? কিভাবে গণতন্ত্র সঠিকভাবে সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে একছত্র ভাবে সফল নয়? তা তিনি খুব সহজভাবেই উচ্চারিত করেছেন।

তার ভাষায়,

"যদি গণতন্ত্রের স্বাধীন উপস্থিতি স্বাচ্ছন্দ ও সম্যকভাবে সফলতা প্রদান করে তবে ঠিক আছে,কিন্তু যদি 'উন্মুক্ত গণতন্ত্রের' স্বরূপ হিসেবে শুধুমাত্র অনিরাপত্তা,ভয় এবং দরিদ্রতা প্রকাশ পায়; তবে অবশ্যই গণতন্ত্রের বিনাশ সাধন করে 'দায়িত্বশীলতা'র আনয়ন করতে হবে যেটি সঠিকভাবে সকলের প্রয়োজনীয়তা কে পরিপুর্ন করবে। " [৪]

মাহাথিরের প্রদেয় এই বক্তব্যের মাধ্যমে আমরা খুব সহজেই মূল্যায়িত করতে পারি যে, তিনি 'সংকীর্ণতম গণতন্ত্রে' বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি গণতন্ত্রের মাধ্যমে কেবলমাত্র সমাধানের শেষ পর্যায় কেই উপস্থিত করেছেন। ঠিক একই ভাবে তার এই বক্তব্যে 'দায়িত্বশীলতা' বলতে তিনি মূলত 'কর্তৃত্ববাদ' কেই উল্লেখ করেছিলেন। তিনি 'অস্থিতিশীল' মালয়শিয়ার 'স্থিতিশীলতা' আনয়নের পথপ্রদর্শক হিসেবে 'কর্তৃত্ববাদী' কেই বিকল্প হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

আরও বলা হয় যে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে পাঁচ দশক পরিবাহিত হলেও দেশের 'মৌলিক কাঠামোর' তেমন কোনো পরিবর্তন সাধন ঘটেনি। এই সুদীর্ঘকালে বৈদেশিক নীতির নানান পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, কখনোবা নতুন নতুন 'রাষ্ট্রপরিচালনার নীতির' সংযুক্তিকরণ ঘটেছে ঠিকই কিন্তু 'মৌলিক কাঠামো' আজও আগের মতোই অবস্থান করে আছে।

- ইসলাম এবং মাহাথীর

মালয়শিয়ার বিদেশনীতির পরিচালনায় বিশেষ করে মাহাথীর বিন মহাম্মদ এর প্রধানমন্ত্রীত্বে 'ইসলাম' এবং 'মুসলিম উম্মাহ' বিশেষভাবে প্রভাববিস্তার করেছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।[9] মাহাথীর বারবারই সক্রিয় দৃষ্টিতে 'মুসলিম উম্মাহ আদর্শ' কে তার বিদেশনীতির নির্ধারণের স্থান দিয়েছেন। এই ব্যাপারে তিনি বিলাপ করে 'মুসলিম আদর্শ' ও রাষ্ট্রগুলির সমাজ ব্যবস্থার প্রসঙ্গে মন্তব্য করে বলেছেন যে,

"মুসলিম জাতির কোন চিরাচরিত সরকারি ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন নেই, কেননা কোন 'ব্যবস্থা' বা 'পদ্ধতি' কখনো নির্ভুল হতে পারে না, তাই এটিযে সব সময় 'ভালো-শাসন' ব্যবস্থার প্রসারণই ঘটাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। এই 'ভালো-শাসন' মূলত যেটি তৈরি করতে পারে তা হল জনগণের মানের পরিবর্তন ঘটিয়ে এটা বিশ্বাস স্থাপন করা যে, শাসক জাতি তাদের মানের উন্নতিকরণ করেছে; এবং এক্ষেত্রে জনগণের সঠিক মান-উন্নতির জন্য 'ইসলামের' সঠিক জ্ঞান গ্রহণ করায় যথেষ্ট, যেটি ব্যক্তির মনে সঞ্চার করতে পারে ভালো এবং খারাপ এর মধ্যে পার্থক্য এবং কোনটি ঠিক এবং কোনটি ভুল তা নির্ণয়ে।" [10]

অর্থাৎ মাহাথীর বিন মহাম্মদের এই বক্তব্যে আর বিন্দুমাত্র সংশয় থাকে না যে, তিনি ইসলামকে কেবলমাত্র রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি হিসেবেই নয়, তার ব্যক্তিগত পরিসরেও এই আদর্শকে বিশেষভাবে স্থান দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় মুসলিম রাষ্ট্রগুলির 'একত্রীকরণ' না হবার কারণটিকে হতাশা জনক বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বর্তমান বিশ্বের 'বিশ্ব মুসলিম সম্মেলনের' ভূমিকার ব্যাপারেও হতাশা প্রকাশ করেছেন। তিনি মনে করেন বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক ব্যবসা ও বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার লাভের মধ্য দিয়েই একটি সামগ্রিক উন্নতিসাধন করা সম্ভব হবে। বর্তমানে মুসলিম রাষ্ট্রগুলিতে যে সন্ত্রাসবাদি কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেয়েছে তার স্থায়ী সমাধানের পথ এই 'একত্রীকরণের' মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভবপর হবে বলে তিনি মনেকরেন। একইভাবে মাহাথীর বর্তমানে 'প্যালেস্টাইন' ও ও 'বসনিয়ার' মত সন্ত্রাসবাদি হামলার প্রসারণকেও সমালোচনা করেছেন। তিনি প্রত্যক্ষভাবে 'ইজরায়েলকে' সমালোচনা করেছেন। ১৯৯০ এর দশকে ইরাক 'কুয়েত'র উপর আক্রমনাত্মককার্য পরিচালনা করলে তিনি তার প্রকাশ্য সমালোচনা করেন। ঠিক একই ভাবে আবার যখন ২০০৩ সালে আমেরিকা ইরাকের উপর আধিপত্য বিস্তার করে তখন তিনি মার্কিন নিতির বিরুদ্ধচারণ করেছিলেন। [11]

এই সমস্ত ঘটনাবলি খুব সহজ ভাবেই মাহাথিরের 'মুসলিম স্পর্শকাতরতা' কে প্রমাণ করে এবং ২০০৩ সালের অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময়ে মাহাথীর বিন মহাম্মদ কুয়ালালামপুরে 'বিশ্ব মুসলিম সম্মেলনের' আয়োজন করেন যেটি আরো স্পষ্ট করে তোলে মাহাথিরের রাজনীতিতে ইসলামীক আদর্শকে। অর্থাৎ এই আলোচনার মাধ্যমে আমরা খুব সহজ ভাবেই মাহাথীর বিন মহাম্মদের ইসলাম সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা অনুধাবন করেছি।

মালয়শিয়ার 'চতুর্থ' প্রধানমন্ত্রী মাহাথীর বিন মহাম্মদ ২০০৩ সালের ৩১ শে অক্টোবর তাঁর 'প্রথম পর্বের' প্রধানমন্ত্রীত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি সুদীর্ঘ ২২ বছর 'সংযুক্ত মালয় জাতীয় সংগঠনের' নেতৃত্বকারীর ভূমিকা পালন করেছিলেন। তার শাসন পর্যায়টি মালয়শিয়ার ইতিহাসে একটি 'আলোকোজ্জ্বল পর্ব' হিসেবে বিরাজ করে থাকবে চিরকাল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কেননা তিনি বিংশ শতাব্দীর শেষ চতুরাংশে মালয়শিয়ার 'অর্থনিতিকে' একটি শক্তিশালী ভিতের ওপর প্রতিস্থাপিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু খুব স্বাভাবিক ভাবেই এই সুদীর্ঘ মাহাথিরের শাসনকালের ইতিহাস জনগনের মনে প্রশ্ন তোলে যে মাহাথিরের পরবর্তীতে কি হবে?[12] তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে মাহাথিরের অবসরের ব্যাপারটি যৌক্তিকতা বহন করে।

পরিণতি হিসেবে পরবর্তীতে 'আব্দুল্লাহ বাদাউই' মালয়শিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তিনি মালয়শিয়ার 'দুর্নীতির' অপসারণের জন্য নানা রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি এই কার্যসিদ্ধি করার জন্য মাহাথিরের শাসনাধীন সরকারের বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ কে দুর্নীতির সাথে জড়িত হবার কারণে গ্রেফতার করেন। তিনি 'হাদারী ইসলাম' নামে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করেন যেটির মাধ্যমে ইসলামের সাথে 'অর্থনীতি' ও 'প্রযুক্তিগত' বিদ্যার সংমিশ্রণ ঘটান। একই সাথে তিনি মালয়শিয়ার কৃষি ক্ষেত্রগুলিকেও নবীকরণের মাধ্যমে একটি 'উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা' গ্রহণ করেছিলেন। এইভাবে তার শাসন পর্ব প্রচারিত হতে থাকে এবং তিনি ২০০৮ সালে দ্বিতীয়বারের মতো ১২ তম জাতীয় সাধারণ নির্বাচনে জয় লাভ করেন। তবে এক্ষেত্রে তার জনপ্রিয়তার অনেকটাই অবনতি ঘটে, যদিও তিনি তার দ্বিতীয় দফায় প্রধানমন্ত্রীত্ব করেননি তিনি তার 'উপমন্ত্রী' নাজীব রাজাককে প্রধানমন্ত্রীত্ব প্রদান করেন। [13]এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে নাজিব রাজাক ক্ষমতায় আসার পর তিনি তার নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পরেও নির্বাচন কার্য পরিচালনা করেননি, যেটি একটি 'বিনা নির্বাচনী বছর' নামে পরিচিতি লাভ করেছিল। এইরকম টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্য দিয়েও নাজিব ১৩ তম জাতীয় সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করেন এবং দ্বিতীয়বারের মতো সাফল্য অর্জনে সমর্থ হন। তবে তিনি এই সময়ে '১মালয়শিয়া উন্নতিকরণ

প্রকল্প' এর দুর্নীতিতে সরাসরি জড়িয়ে পড়েন। যেটি তার প্রধানমন্ত্রীত্বের ইতি টানে। পরিণতি হিসেবে ১৪ তম জাতীয় সাধারন নির্বাচনে পুনরায় 'মাহাথীর বিন মহাম্মদ' সপ্তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত বলা যায় যে এই নির্বাচনটি ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে কেননা স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো 'ব্যারিসান ন্যাশনাল' বা 'জাতীয় জোটের' বাইরে গিয়ে সরকার গঠিত হয়েছিল। 'পাকাতান হারাপান' বিশাল সাফল্য লাভে সমর্থ হয়। একই সাথে বিশ্বের ৯৩ বছর বয়সের প্রবীণতম প্রধানমন্ত্রীর 'খেতাব' অর্জন করেন মাহাথীর বিন মহাম্মদ। অর্থাৎ তিনি হলেন এমন একজন ব্যক্তিত্ব যিনি তাঁর সমগ্র রাজনৈতিক জীবনে দুটি পরস্পর বিরোধী দল থেকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ক্ষমতায় এসেছিলেন। প্রথমবারে তিনি 'সংযুক্ত মালয় জাতীয় সংগঠন' থেকে এবং অতি সম্প্রিতি তিনি 'পাকাতান হারাপান' বা 'আশার জোট' থেকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহন করেন।

অতএব ২০১৮ সালে মাহাথীরের এই পুনঃআগমন মালয়শিয়াকে কোন দিকে চালিত করবে সেটি এখন প্রধান প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এই বিষয়ে আমরা একটি তুলনামূলক আলোচনা করেছি। মাহাথীরের বর্তমানে ক্ষমতায় আসার 'এক বছর' অতিক্রম হবার ইতিহাস পর্যালোচনা করে আমরা দেখেছি যে মাহাথীর বিন মহাম্মদ আগের মতই তার মতাদর্শে অনড় আছেন। আজও তিনি পশ্চিমি হুংকার কে তুচ্ছ করে 'দক্ষিণ-দক্ষিণ' সহযোগীতাপূর্ণতাকে আপন করে নিয়েছেন। তিনি এখনও 'পূর্বে-তাকাও নীতি' কে তার গৃহীত সাফল্যমন্ডিত নীতি গুলির একটি হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং সম্প্রতি তিনি 'পাম জৈব জ্বালানি'কে ফ্রান্স কর্তৃক বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করলে তিনি তার কঠোর সমালোচনা করেন এবং পশ্চিমের মালয়শিয়ার বাজারে প্রবেশের ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা স্থাপনের হুমকি দেন। অতএব মাহাথীর বিন মহাম্মদ কে মালয়শিয়ার 'ভাগ্য পরিবর্তনকরি' হিসেবে উল্লেখিত করলেও ভুল হবে না। তিনি কঠোর হস্তে মালয়শিয়ার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলিকে একত্রিতকরণ করেছিলেন এবং একটি শক্তিশালী 'আদর্শ' ও 'মালয়শিয়ার 'বিদেশ নীতির' মাধ্যমে উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর সাথে একই সারিতে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টা করেছিলেন,যা তাকে মালয় ইতিহাসে চিরকাল অমর করে রাখবে।

- সার্বিক পর্যালোচনা

এই গবেষণার প্রত্যেকটি অধ্যায়ে মালয়শিয়ার পেক্ষাপটে প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষ করে মাহাথীর মহাম্মদ এর সাথে

জড়িত এমন বিষয় গুলিকে অতিরিক্ত পরিমাণে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। অতএব এই গবেষণার শেষ পর্যায়ে এসে পূর্বের অধ্যায়ে গুলিকে পর্যালোচনার মাধ্যমে কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে আমার খুবই স্পষ্ট ধারণার জন্ম হয়েছে। প্রত্যেকটি গবেষণাতেই গবেষকের একটি নিজস্বতা থাকে, আর আমার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। অর্থাৎ সার্বিক পর্যালোচনার মাধ্যমে একজন গবেষক হিসেবে আমি যে সমস্ত বিষয় গুলো খুজে পেয়েছি তা নিম্নরূপ,

প্রথমত, পূর্ববর্তী অধ্যায় গুলিতে পর্যালোচনা দ্বারা আমরা পরিলক্ষিত করেছি যে, মাহাথীর তার বিদেশনীতির পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষ করে যখন 'পশ্চিমা' দেশ গুলির প্রশ্ন ওঠে, তখন দেখেছি তিনি কখনো তার নিজস্ব চিন্তা ধারাকে অতিরিক্ত পরিমাণে প্রাধান্য দিয়েছেন, আবার কখনো দেখেছি তিনি নিজস্ব মতাদর্শ বাইরে রেখে বৃহৎ পরিসরে মালয়েশিয়ার স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়েছেন । অর্থাৎ আমরা একটি 'স্ব-বিরোধী' রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের পরিচয় পায়। একইভাবে এই স্ববিরোধিতার পেছনে কারন কি? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলতে পারি যে, তিনি কখনোই চাননি বহুজাতিক মালয়েশীয় সমাজে কোনরূপ জাতিগত বিচ্ছিন্নতা নেমে আসুক । তাই তিনি প্রয়োজনে নিজের মতাদর্শকে যেমন প্রাধান্য দিয়েছেন তেমনি প্রয়োজনে জাতীয় স্বার্থের বিনিময়ে নিজের মতাদর্শকে বিসর্জনও দিয়েছেন। অর্থাৎ তার এই 'স্ববিরোধিতার' কারণ হিসেবে এক কথায় বলা যেতে পারে একটি 'ঐক্যবদ্ধ উন্নত মালয়শিয়া গঠনের প্রচেষ্টা ।

দ্বিতীয়ত, মাহাথীর বিন মহাম্মদ এর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও তার ভাবাদর্শকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমি একটি বিষয়ে খুবই স্পষ্ট ধারণা পেয়েছি যে, 'মাহাথীর' এবং 'ইসলাম' এই দুটি শব্দ যেমন প্রত্যক্ষভাবে একই মুদ্রার দুই দিক এই অর্থে ব্যবহার করা যায় না; ঠিক তেমনই এই অর্থকে প্রত্যাখ্যানও করা যায় না। আমরা পরিলক্ষিত করেছি যে মাহাথীর বিন মহাম্মদ 'ইসলামের আদর্শকে' যেমন তার সমস্ত কাজ কর্মের প্রেরণা হিসেবে ব্যবহার করেছেন, ঠিক তেমনি আবার এই চিন্তাভাবনাকে জোরপূর্বক মালয়-সমাজের উপর চাপিয়েও দেননি তিনি। তবে সম্প্রতি তার প্রদেয় বিভিন্ন বক্তব্যের মাধ্যমে এবং ইসরাইলের খেলোয়াড়দের প্যারা অলিম্পিকে অংশগ্রহণ'র জন্য মালয়েশিয়ায় প্রবেশে প্রতিবন্ধকতা জ্ঞাপন করলে, আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, আসলে মাহাথির বিন মোহাম্মদ একজন ইসলামেরই প্রবর্তক। কেননা তিনি কোন কিছুকেই 'ইসলামের' সঙ্গে আপোষ করেননি। তবে একথাও অনস্বীকার্য যে তিনি কখনও কট্টরপন্থী ইসলামিক চিন্তা ধারা বহন করেননি।

তৃতীয়ত, এই গবেষণার অনেকাংশেই আমরা পরিলক্ষিত করেছি যে, মাহাথীর বিন মহাম্মদ তার বৈদেশিক নীতির পরিচালনায় 'দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা'র আদর্শেই বিশ্বাসী

ছিলেন। আর এটি খুব সহজেই প্রমান করে দেয় যে , তিনি ‘পশ্চিমা আদর্শে’ বিশ্বাসী ছিলেন না অর্থাৎ ‘পশ্চিমা উদাসীনতাকে’ আমরা মাহাথীরের রাজনৈতিক চরিত্রের একটি অংশ হিসেবে খুঁজে পেয়েছি ।

চতুর্থত, আমরা আরও একটি জিনিস খুঁজে পেয়েছি এই গবেষণার মাধ্যমে তা হলো মাহাথিরের রাষ্ট্রপরিচালনায় ‘স্থায়িত্বতা-পূর্ণ নীতির সম্প্রসারণ’। আমার এই মন্তব্য করার একটাই কারণ, সেটি হল ,আমি যখন মাহাথিরের দুটি পর্বের প্রধানমন্ত্রিত্বের মধ্যে একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা করেছি তখন দেখেছি যে ,মাহাথীর ১৯৮০-৯০ এর দশকে যে সমস্ত নীতি গ্রহণ করেছিলেন মালয়শিয়াকে পরিচালনার জন্য ; বর্তমানে ২০১৮ সালে ক্ষমতায় পুনঃআগমনের পরেও তিনি সেই পূর্বের নীতিগুলিকেই ‘নবীকরণ’ করেছেন মাত্র অর্থাৎ এই নীতিগুলির স্থায়িত্বতাকে মর্যাদা প্রদান করেছেন । তিনি প্রমাণ করেছেন যে পূর্ববর্তী সময়ে এমন কোন নীতিই তিনি গ্রহণ করেননি, যেটির জন্য তিনি আফসোস করবেন।

অতএব উপরিউক্ত এই সমস্ত সার্বিক ব্যাখ্যা গুলি আমরা খুজে পেয়েছি গবেষণাপত্রটির পর্যালোচনার মাধ্যমে । খুজে পেয়েছি কিছু ‘স্ববিরোধিতা’, একই সাথে খুঁজে পেয়েছি ‘স্ববিরোধিতা’কারণও। তবে মালয়েশিয়ার রাজনীতিতে মাহাথীর বিন মহাম্মদ এর ভূমিকা কি? সে বিষয়ে কোনো জিজ্ঞাসা এই গবেষণায় কমতি নেই। কেননা এই গবেষণার সমস্ত আলোচনায় মাহাথীরের বিচক্ষণ ব্যক্তিত্বকে খুবই স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। তাই বিশ্ব মানচিত্রে মাহাথির, মালয়শিয়াকে যে একটি স্থায়িত্বতাপূর্ণ পরিচয় এনে দিয়েছে , সে বিষয়ে কিছু বলার অপেক্ষা থাকে না । অতএব আমার এই গবেষণাটি ভবিষ্যতে অনেক গবেষককে ‘মালয়শিয়ার ইতিহাস’ ও ‘মহাথীরের পরিচিতি’ সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে পারবে বলে আমি মনে করি। তাই আলোচনার সীমাবদ্ধতাকে প্রাধান্য দিয়ে এখানেই আমার গবেষণার ইতি টানলাম।

- উৎস (References)

1. G.E.Morrison, "The coming of Islam to the East Indies", Journal of Royal Asiatic Society, vol.24, No1.54, Feb, 1951.
2. J.C.Y Liow, "Malaysia-China Relations in the 1990s: The maturing of a Partnership", Asian Survey, Vo. 40, no. 4, July-August 2000, p. 121.
3. R.S Milne & Diane K. Mauzy,"Malaysian Politics Under Mahathir", Routledge, London,1999,p. 4.
4. Ibid, p.5
5. Ibid, p.8
6. K.von Vorys, "Democracy Without Consensus:Communalism and Political stability in Malaysia",Princeton,NJ:Princeton University press,1975,pp.372-374.
7. Details,Malaysia's stand on panchasila see working paper by Tan Sri M.Ghazali Shafie, Minister of Foreign Affairs, Delivered at the seminar on 'Politics of South East Asia in the 80's at University Kebanga on 24th February 1983 in Foreign Affairs Malaysia,1983.Vol.16,No.1,pp.68-69
8. New Straight Times, October 14,1995. (Accessed on 21 April 2019)
9. Mahathir Mohammad, 'Islam and the Muslim Ummah',Prime ministers office of Malaysia, Kuala Lumpur,2001,p.7.
10. Ibid, p.119.
11. Imankalyan Lahiri, "Malaysian Foreign Policy under Dr Mahathir Mohammad"; Academic Excellence Publishers, New Delhi, June 2009, p.207.
12. Ibid. p.211.
13. New.bbc.co.uk, 2 April 2009. (Accessed on 21 Feb 2019)

উৎসস্বীকার

- সরকারী নথিপত্র (Government Documents)

Election Manifesto of UMNO and Malaysia’s Others Political parties. (Different years)

Foreign Affairs Malaysia, Ministry of Foreign Affairs, Malaysia, vol.33,2000.

Foreign Affairs Malaysia, Ministry of Foreign Affairs, Malaysia, June ,vol.15. No.2, 1982.

Foreign Affairs Malaysia, Ministry of Foreign Affairs, Malaysia, ,vol.33,2000.

From text to the speech, see Foreign Affairs Malaysia, Ministry of Foreign Affairs, Malaysia, vol.33, No.3, 1997.

Foreign Affairs Malaysia, Ministry of Foreign Affairs, Malaysia, vol.15, No.3, 1982.

Mahathir Mohammad, Globalization and the new Realities, Prime Minister's office, Malaysia,2002.

Mahathir, Globalization: Colonialism Revisited, Durban, South Africa, Prime Minister's office, Malaysia, 1998.

Malaysia’s stand on panchasila see working paper by Tan Sri M.Ghazali Shafie, Minister of Foreign Affairs, Delivered at the seminar on 'Politics of South East Asia in the 80's at University Kebanga on 24th February 1983 in Foreign Affairs Malaysia, Vol.16,No.1, 1983.

Speech given by Dr. Mahathir Mohammad at Qing Hua University, Beijing, China, Prime Minister's office, Malaysia, 1985.

Speech given by Dr. Mahathir Mohammad at the celebration of 25 years of Establishment of Diplomatic Relations between China

and Malaysia, Beijing, August 1999, (see for details, www.pmo.gov.my)

- গ্রন্থপঞ্জি (Books)

Baginda, Abdul Razak, Malaysian Perceptions of China: From hostility to Cordiality, Herbert Yee and Ian Storey (eds), The China Threat: Perceptions, Myths and Reality, London, Routledge Curzon, 2002.

B. T , Khoo, Paradoxes of Mahathirism: An Intellectual Biography of Mahathir Mohamad, Oxford University Press,1995.

Frankel ,Joseph, International Relations in a Changing world, Oxford university Press, Delhi,1996.

Grover ,Varinder, Malaysia: Government and politics, Deep and Deep Publications, New Delhi, 2000.

Gin ,Ooi Keat, Historical Dictionary of Malaysia, Scarecrow Press 2009.

Jomo K.S," Japan and Malaysian Development: In the Shadow of the Rising Sun". London, Routledge, 1994.

K.S ,Jomo, Japan and Malaysian Development: In the Shadow of the Rising Sun, London, Routledge, 1994.

Lundestad ,Geir, "East, West, North, South: Major Developments in International Politics, 1945-1990", Oslo: Norwegian University Press, 1991.

Lahiri ,Imankalyan , Malaysia's Foreign Policy under Dr Mahathir Mohammad,ACADEMIC EXCELLENCE, Delhi, 2009.

Michael, Leifer, Singapore's foreign policy: coping with vulnerability, Routledge, London.

Mohamad ,Mahathir, A New Deal for Asia, Subang Jaya: Pelanduk Publications, 1999.

Mohamad ,Mahathir & Ishihara, The voice of Asia: Two leaders discuss the coming century, Tokyo: Kodansha International Limited, 1995.

Milne, R.S & Mauzy, Diane K, Malaysian Politics Under Mahathir, Routledge, London,1999.

Vorys, K.von, Democracy Without Consensus: Communalism and Political stability in Malaysia, NJ: Princeton University press, Princeton, 1975.

- প্রবন্ধ সমূহ (Articles)

Abdul Hamid ,Ahmad Fauzi and Ismail ,Muhamad Takiyuddin, "The Monarchy and Party Politics in Malaysia in the Era of Abdullah Ahmad Badawi (2003–09)", The Resurgence of the Role of Protector, Asian Survey, University of California Press ,Vol. 52, No. 5 ,September/October 2012.

Abdul Hamid ,Ahmad Fauzi, "Politically Engaged Muslims in Malaysia in the Era of Abdullah Ahmad Badawi (2003–2009)", Asian Journal of Political Science 18:2 ,2010.

Brown ,Graham K, "MALAYSIA IN 2012: Promises of Reform; Promises Met?", Southeast Asian Affairs, ISEAS - Yusof Ishak Institute, 2013.

Cheng-Chwee, Kuik, "Analyzing Malaysia's Changing Alignment Choices: 1971-1989", Malaysian Journal of History, Politics, & Strategic Studies, Vol.37, 2010.

Claudia ,Derichs, "Malaysia in 2005: Moving Forward Quietly", Asian Survey , University of California Press ,Vol. 46, No. 1,2006.

Claudia ,Derichs , "Malaysia in 2006: An Old Tiger Roars", Asian Survey , University of California Press ,Vol. 47, No. 1 (January/February 2007

Chin, James, "MALAYSIA IN 2013: Najib's Pyrrhic Victory and the Demise of 1 Malaysia", Southeast Asian Affairs, ISEAS - Yusof Ishak Institute,2014.

Case, William, "Malaysia in 2007: High Corruption and Low Opposition", Source: Asian Survey, Published by: University of California Press, Vol. 48, No. 1, January/February 2008.

Chin, James, "MALAYSIA: The Rise of Najib and 1Malaysia", Southeast Asian Affairs, Published by ISEAS - Yusof Ishak Institute, 2010.

Case ,William, "Malaysia in 2012: A Non-election Year", Asian Survey, University of California Press, Vol. 53, No. 1 ,2013.

Chin, James (guest editor), "Special Issue: Malaysian General Elections 2013", The Round Table: The Commonwealth Journal of International Affairs 102, no. 6, December 2013.

Ganesan, N, "bilateral tension in post-cold war ASEAN", specific strategic paper, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. 1999.

Guan, Lee Hock, "MALAYSIA IN 2007: Abdullah Administration under Siege", Southeast Asian Affairs, SEAS - Yusof Ishak Institute,2008.

Ganesan, N, "Factors affecting Singapore foreign policy towards Malaysia", Australian journal of international affairs. 45(2):191 , 1991.

J, Saravanamuttu, "Malaysia's Foreign Policy: The first fifty years – Alignment, neutralism, Islamism", Singapore: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), 2010.

Liow, J.C.Y, "Malaysia-China Relations in the 1990s: The maturing of a Partnership", Asian Survey, Vo. 40, no. 4, July-August 2000.

Lahiri, Iman Kalyan, "Islam as An Agenda of Malaysia's Foreign policy," Jadavpur Journal of IR, vol.7,2002-2003.

Liow, Joseph, “The Politics behind Malaysia's Eleventh General Election”, Asian Survey , University of California Press, Vol. 45, No. 6, November/December 2005.

Morrison , G.E., “The coming of Islam to the East Indies”, Journal of Royal Asiatic Society, vol.24, No1.54, Feb 1951.

Mohamad , Maznah, “The Ascendance of Bureaucratic Islam and the Secularization of the Sharia in Malaysia”, Pacific Affairs 83, no. 3, 2010.

Nathan,K.S, “Malaysia-Singapore Relation: Retrospect. Contemporary Southeast Asia”, 24(2):291,2002.

Shah, Raja Nazrin, “The Monarchy in Contemporary Malaysia”, Singapore: ISEAS, 2001.

Singh, Bilveer, “Malaysia in 2008: The Elections That Broke the Tiger's Back”, Asian Survey , University of California Press, Vol. 49, No. 1, 2009.

Shah, Raja Nazrin, “The Monarchy in Contemporary Malaysia”, Singapore: ISEAS, 2001.

TANI, SHOTARO and MASAYUKI YUDA, Nikkei staff writers, “Mahathir revives 'Look East' policy to join ranks of economic giants”, Nikkei Asian Review ,JUNE 11, 2018, (Edited and republished by http://www.investkl.gov.my)

Varkkey, Helena, “MALAYSIA IN 2016: Persistent Crises, Rapid Response, and Resilience”, Southeast Asian Affairs, 2017.

Wright, Tom and Clark, Simon, “Investigators Believe Money Flowed to Malaysian Leader Najib’s Account amid 1MDB Probe”, Wall Street Journal, 2 July 2015.

Welsh, Bridget, “Malaysia in 2004: Out of Mahathir's Shadow?”, Asian Survey , Vol. 45, No. 1 ,2005.

- সংবাদপত্র (News Papers)

BBC, England.
CNBC, America.
CNN, South Asia, New Delhi.
Malaysiakini, Malaysia.
Malaymail, Malaysia.
New Straits Times, Singapore.
The Straits Times, Singapore.
The Star, Malaysia.
The Hindustan Times, Kolkata.
The Hindu, Chennai.
Washington post, Asia.

- ওয়েবসাইট (Websites)

www.asiapacific.anu.edu.au
www.mofa.go.jp
www.siasat.com
www. en.wikipedia.org
www.news.yahoo.com
www.asia.nikkei.com
www2.deloitte.com
www.najibrazak.com
www.pelanduk.com
www.bn.org
www.pmo.gov.my